

ভান্না ।

(পৌরাণিক নাটক)



শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ।



(মথুরা সাহা ও নীলকান্ত দাসের যাত্রায় অভিনীত)



দ্বিতীয় সংস্করণ ।

কলিকাতা।

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক

প্রকাশিত ।



১৩২৪ সাঙ্গ ।

মূল্য ১৫০

କନ୍ୟାପୁର ; ହାଉଡ଼ା, “ପଦ୍ମପତି ପ୍ରେସେ”

ଶ୍ରୀରାଜକୂମାର ରାୟ ଦ୍ଵାରା ମୁଦ୍ରିତ ।

নাট্যোল্লিখিত পাত্র ও পাত্রী ।

পাত্র ।

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, পুণ্ড্র, পাপ, ত্রীরাম,
লক্ষ্মণ, বিধাতাপুরুষ, মানসমূর্ত্তি, বনদেব,
ভূতগণ, যক্ষগণ, জটায়ু, যোগচিহ্ন (জনৈক-
ঋষি), মতঙ্গ (জনৈক ঋষি), সুষেণ
(তারার পিতা), বালী, সুগ্রীব,
মায়াবী ও হুন্দভি, (দৈত্যদ্বয়),
হনুমান, জাম্ববান, তার,
নল ইত্যাদি বানরগণ,
জনৈকঋষি, অনুচরগণ;
ইত্যাদি ।

পাত্রী ।

হর্গা, তপস্বিনী শবরী, মানসী, (মানস মূর্ত্তির
কন্যা), বনদেবী, প্রতিক্ষনি, তারা, উমা,
রানী (তারার মাতা), দৈত্যরানী (মায়া-
বীর পত্নী), দৈত্যবালাগণ, বানরা-
গণ, অনলবালাগণ, মায়াবিনী-
গণ, ঋষিকন্যাগণ
ইত্যাদি ।

বিত্তস্তি ।



প্রোক্তঃসরগীয়া সতী তারার আদর্শ চরিত্র অতিশয় দুষ্কোষ ।
শৌর্য্যপিক চিত্র প্রায়ই গাঢ় অঙ্ককারাবৃত । সাধারণ মানবচক্
তাহার সুমধুর সৌন্দর্য্য সহজে উপলব্ধি করিতে পারে না । তবে
সত্য সংস্কারে অত্মাপি সেই সকল চিত্রগুলি—ব্যক্তিবিশেষের
নিকট অক্ষুর রহিয়াছে, কোথাও বা তাহার মলিনতাও দেখা
গিয়া থাকে । আমি তাহাই সর্ব্বস্থানে সমুজ্জ্বল রাখিবার নিমিত্ত
দুষ্কোষ সতী তারার চরিত্র জনসাধারণে প্রচার করিলাম । ইহার
কল্প আমার স্ত্রীর ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে বহুশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে ।
একদা অন্ততঃ তাহার তারার চরিত্র সমালোচনার নাসিকা কুঞ্জন
করিয়া থাকেন, তাহাদের সেই ঘৃণার ভাব কতকটা দূরীকরণ
হইলে আমি আমার শ্রমসাক্ষ্য বিবেচনা করিব ।

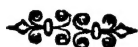
পোঃ, কল্যাণপুর }
জেঃ, হাওড়া । }

শ্রীহরিশ্রীপদ শর্ম্মা ।



ভাৰা ।

(পৌৰাণিক নাটক)



প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

(দৈত্যপুৰোহিতান)

দৈত্যরাণী, দৈত্যরমণীগণ ও মায়াবীদানবের প্রবেশ ।

দৈত্যরমণীগণ ।

গীত ।

এস এস হে বঁধু মধু বায় বহিরে বায় ।

ব'স ব'স হে বঁধু হিয়ার আসনে নাগররায় ।

করিব পূজা মদনফুলে,
 অরতি করিব নাগরী মিলে,
 দান দিব হে কুলমানশীলে, তোমারি আশায় ।
 বধু হবে আজি সাধের বাসর,
 জাগিব হে মোরা জাগিবে ভ্রমর,

বাজি হবে ভোর, মাতিবে আসর, ঐ কোকিল দিতেছে সার ।

মায়াবী । অগ্নি পদ্মাক্ষি কমলে চাক্র ইন্দুমুখি !
 কহ প্রাণাধিকে ! কিসের উৎসব আজি
 কি আনন্দে এত যথা দানব-মহিলা ?
 কেন এত আদিভাবে পুরুষ-অর্চনা ?
 কোন্ রঙ্গে সবে প্রিয়ে, সেজেছ রঞ্জিণি ?

রাণী । বাৎসরিক মদন-উৎসব আজি নাথ !
 তাই করিতে প্রাণেশ-পূজা —
 আহ্বান ক'রেচি তোমা প্রমোদ উত্তানে ।
 বৈস হৈম-সিংহাসনে,
 চিরদাসী আমি—বসি পদতলে,
 প্রাণ ভ'রে পূজিব হে নাথ—
 মল্লিকা মালতি ফুলে ও পদযুগল ।

মায়াবী । চির-কুটম্ব-মল্লিকে অগ্নি বিধুমুখি,
 পিতামহ-বিরচিত বিচিত্র পুরীতে—
 তুমি প্রাণাধিকে, চির-দীপ্তিমান মণি,
 উজলিছ চিরদিন মায়াবী-হৃদয় !

তবে ফুলে আর কোন তৃপ্তি দিবে সতি !

সম্ভাষণে মহাপূজা সাধিত তোমার।

রাণী । তবু নাথ, আছে বাহা রীতি পূর্বাপর,
সেই রীতি সাধিবারে বাসনা দাসীর,
তাই এ মিনতি পদে।

মায়াবী । হৃদয়রঞ্জিত ধন, এত সাধাসাধি
এ ত নয় প্রণয়-পদ্ধতি, পূর্ব নীতি—
সাধ লো অবোধে কোন বাধা নাহি তার !

রাণী । তবে আর সহচর, নে লো ফুলহার,
দে লো উপহার পায় প্রেম-ভক্তি-ভরে।
রমণীর পতি চেয়ে কিবা শ্রেষ্ঠ আর ?
যেন জনম-জনম পাই হেন স্বামী ধন।

দৈত্যারমণীগণ । গীত ।

যেন জনম জনম পাই ঐ রাঙা পার—হে প্রেমময়,
তুমি পরম পরম মম ঈতি-অশোক-অভয়।
তুমি মম আঁধার নিলয়ে ক্রম জ্যোতি,
স্ব-মোকদ্দাতা গুণাকর পূজাপতি,
তুমি হে গুরু রক্ত স্রবৎ সধা পতি,
তুমি গুণের সাগর প্রাণেশ্বর—মম আনন্দ আলয়।

রাণী । (সচন্দন পুষ্প-অর্ঘ্য লইয়া)
তুমি পতি মহাপুরুষ জগতে প্রচার,
প্রেমের জলধি নাথ, প্রেম-অবতার।

অবলার চিরগতি সুখমোক্ষদাতা,
 হে পতি, তুমিই সত্য নারীর বিধাতা ।
 তুমি ধর্ম, তুমি অর্থ, সর্বস্ব আমার,
 প্রিয় পতি ! তাই পদে কোটা নমস্কার ।
 সর্বদেব-স্বরূপায় সর্বতীর্থময়্যায় চ ।
 সতীসর্বস্বরূপায় স্বামিনে গুরুবে নমঃ ॥

মায়াবী । ওঠ—ওঠ প্রাণেশ্বর, ষাক্ নমস্কার,
 তুমি আমি এক প্রাণ জান না কি সতি !
 তুমি আমি আধা আধা, দৌহে পূর্ণ কার,
 নমস্কার তবে করে কর লো ধরায় ?

সহসা দ্রুতপদে বালীর প্রবেশ ।

বালী । বা, তুমি এখানে রসকেলি ক'রচ ধন ! আর আমি
 মাঠে মাঠে উধাও হ'য়ে বেড়াচ্ছি মণিক ! আরে আরে, চল,
 চল, সুন্দরি ! তুমি বালীর হৃদয়েবরী হ'য়ে বিহার ক'রবে চল ।

[দৈত্যরাণীকে লইয়া বেগে প্রস্থান ।

সকলে । একি—একি—অদ্ভুত কৌতুহ !

নেপথ্যে রাণী । দানবরাজ ! প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, সতীর
 সতীত্ব বুঝি নষ্ট হয় !

মায়াবী । একি—একি অদ্ভুত ঘটনা আচম্বিতে,
 স্বামি-হৃদি হ'তে কাড়ি লয় নারীধন !
 এ কোন্ হুর্জন পাপী ঘোর অত্যাচারী ?

মূৰ্খ, জানে না কি মায়াবী-দানবে ?
 জানে না কি মায়াবীর মায়া ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী ?
 থাক সতি, থাক প্রিয়ে, থাক দৈত্যরাণি,
 ভয় নাই, ভয় নাই ! মায়ার প্রভায় —
 রহিবে অটুট তব সতীত্ব রতন ।
 পাবে মূৰ্খ অচিরায় এর প্রতিফল !
 ভাই রে হৃন্দভি, আর তরা আর,
 গৃহরত্ন দৈত্যরাণী ল'য়ে যায় চোরে !

[বেগে প্রস্থান ।

বেগে হৃন্দভির প্রবেশ ।

হৃন্দভি । হাঁরে—হাঁরে, কি হ'য়েচে ? দাদা ডাক্ছিল নয় ?
 তোরা একটা গান গা ! আমি বাজাই ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !

দৈত্যরমণীগণ । আর আমোদের গা ক'রে গান শুনে কাজনি
 মানিক ! দৈত্যরাণীকে কে একটা বীর এসে হ'রে নিয়ে গেছে ।

হৃন্দভি । বলিস কি রে ?

দৈত্যরমণীগণ । হ্যাঁ রে মানিক !

হৃন্দভি । সত্য না কি রে ? দাদার বোকে নিয়ে গেচে হ'রে
 কি রে ?

দৈত্যরমণীগণ । সত্যই ত ! তাই ত দানবরাজ ডাক্ছিল ।

হৃন্দভি । আরে, দাদার বো যে রাণীরে !

দৈত্যরমণীগণ । হাঁরে, তাই রে মানিক !

হৃদভি । তাই না কি রে, দাদা দানবরাঙ্ক, কন্নে গেল রে ?

দৈত্যরমণীগণ । এই পথে রে মাণিক !

হৃদভি । তাহ'লে চোরা বেটাও ত এই পথে গেছে রে ?

দৈত্যরমণীগণ । হাঁ রে—হাঁ রে—মাণিক !

হৃদভি । তাহ'লে যুদ্ধ হ'বে বল ?

দৈত্যরমণীগণ । নিশ্চয় মাণিক !

হৃদভি । তবে ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ডুমা ডুম্ !

বৌকে নিয়ে গেছে হ'রে,

দাদা ডেকেচে তাই মোরে

হবে যুদ্ধ ধুমাধুম্,

তবে ডুম্ ডুমা ডুম্ ! ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !

দৈত্যরমণীগণ । এই পথে চল রে মাণিক ! এই পথে চল !

তোমার দাদার বৌকে নিল হ'রে,

তোমার জীবনে কি ফল ?

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

(বন-পথ)

বেগে গায়াবী দানবের প্রবেশ ।

গায়াবী । কৈ পত্ন্যাপহারী পাপিষ্ঠ কোথায় গেল ! কেউ

দেখেচ কি ? হে বৃক্ষ লতা পর্বত ! তোমরা ত এখানে চিরকাল
অক্ষয়ভাবে দণ্ডায়মান আছ, কেউ দেখেচ কি, আমার পত্নাপ-
হারী পিশাচ কোথায় লুকায়িত হ'ল ? একি সকলেই যে মৌন !
তবে পাপিষ্ঠ কি সকলেরই বাকশক্তি রোধ ক'রেচে ? না তার
ভয়ে তার কথা ব'লতে সকলে এত সঙ্কুচিত হ'চ্ছে ? আচ্ছা,
থাক থাক. সে উপায় বিধান আমিই ক'রছি এখনি মায়াবী-
দৈত্যের মায়া-প্রভাবে এ বন প্রদেশ ঘোর অন্ধকারাবৃত হ'য়ে
যাবে। পশু পক্ষী সকল জীবেরই দৃষ্টি-শক্তি শূন্য হবে। দেখি
পাপাত্মা ! তুমি কিরূপে আমার পত্নী হরণ করে এ বনপ্রদেশ
হ'তে পলায়নে সমর্থ হও ? এস মায়াবিনীগণ ! আমার আজ্ঞায়
এখনি ঘোর তামসময়ী মূর্তিতে এ বনভূমি ঘোর অন্ধকারময়ী
কর। আমার পত্নাপহারী বর্ষরের এইক্ষণেই দৃষ্টি-শক্তি হরণ
কর। এই ত সমস্ত বন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হ'ল। এখন দেখি,
দ্রব'ন্ত কোথায় ?

[বেগে প্রস্থান ।

মায়াবিনীগণের প্রবেশ ।

মায়াবিনীগণ ।

গীত ।

ঝুমে ঝুমে আর মায়াবিনি ।

আর ছুটে আর অঁধার বামিনী ।

কাল রংয়ের তুলি করি হাতে,

চল বাই—চল বাই ঘোটা বন মাথাতে.

ঘোর অঁধার ঢাকুক কানন,
 চোখের মাথা থাক্ সকল প্রাণী ।
 বা রে বা রে বা কানন নিরুদ্দ হরে বা,
 বেরাড়া অঁধারে ঢাকা দে রে গা,
 আয় কাল মেঘ—করি সঁ সঁ সঁ,
 কঁ কঁ ক'রে কাজ সেরে আমরা পালাই চল স্বপ্ননি ।
 আমরা ঘরের খেয়ে চরাই কনের মোষ,
 করি না ক মনে কিছু আপশোষ,
 মনে মনে মনে তুমি দিতে পার দোষ,
 বুঝলে কি কর্ণ, মোদের এ কর্ণ,
 কর্ণ কেমন বোঝ ঝাড়ুগণি ।

[প্রস্থান ।

মৃত দৈত্যরাণীকে লইয়া বালীর প্রবেশ ।

বালী। হুঁচকার মায়াবি! তুই মায়া-প্রভাবে সমস্ত বন
 অন্ধকার ক'রে মনে ক'রেচিস্। কামরূপী বানর বালীর দৃষ্টিশক্তি
 শূন্য ক'রবি। তা পারবি না। বালীও মায়া-প্রভাবে তার
 দৃষ্টিপথ আলোকময় ক'রে মনোরথ সুসিদ্ধ ক'রবে। কিছুতেই
 তুই ভ্রমরমুখগ্রস্ত ভেককে পুনর্গ্রহণ ক'রতে সমর্থ হ'বি না।
 সাধ্য কি? সাধ্য কি যে, বালীর হস্ত হ'তে পুনর্সার তোর জীকে
 লাভ ক'রতে পারিস্? কিছুতেই না। এখন এস, দৈত্যরাণী!
 কিস্কিন্ধ্যাধিপতি বানররাজ বালীর মনোরথ পূর্ণ ক'রবে এস।
 (বন্ধ হইতে নামাইরা) একি এ যে একেবারে অচৈতন্য! স্নানো-
 মল লতিকা যে প্রথর উত্তাপে বিগুহা হ'রে গেছে! আহা মরি

রে, তবু তার লাভণ্য কি মনোহর! সুল্লরি! বাহুপীড়নে এই
 হৃৎকেন্দ্রে শাসন কর। চন্দ্রাননি! একি, এ যে একেবারে
 আড়ষ্ট, সম্পূর্ণ মৃতের লক্ষণ! অ্যা! তবে কি দৈত্যরাণী মৃত?
 সত্যি ত, শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধ! প্রাণবায়ু আর নাই! হায় হায়,
 ক'রলাম কি? উপভোগের পদার্থ মনে ক'রে স্বর্গীয় রত্নকে
 ধরাচূত ক'রলেম! অহো, দিক কামান্ন বানর, মনের দৌর্দল্যে
 কামপীড়িত হ'য়ে আজ স্বর্গীয় রমণীর প্রাণ সংহার ক'রলি!
 অহো সুল্লরি, বুঝলাম, তুমি যথার্থ সতী! আপন সতীত্ব রক্ষার
 জন্য আপন জীবন আজ বিসর্জন দিয়েছ! যাও সতি, যেখানে
 সতীত্বের সিংহাসন অনন্ত বিরাট ব্রহ্মাণ্ড আলো ক'রে ব'য়েছে,
 সেই অনন্তসাধারণ দেবভোগ্য স্থানে গমন ক'রে সেই সিংহাসনে
 উপবেশন কর গে যাও। মহাপাপী কামান্ন বানর আমি, আমি
 আমার কর্মের অনুতাপ আপনি ভোগ ক'রতে বিষ্টাক্রমিময়
 নরকে বাস ক'রতে থাকিগে। এখন উভয় সঙ্কট! অমৃতে
 গরল উঠল! বিনা কারণে মায়াবী-দৈত্যের ঘোর শত্রু হ'লেম!
 উপায়? কর্মীর আবার উপায় কি? হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে
 কর্ম করা চাই। তা ব'লে কর্মে পশ্চাৎপদ হ'ব না। তাতে
 মায়াবীর যা ইচ্ছা হয় ক'রুক। আমার বাসনা পূর্ণ না হ'লেও
 তার বাসনা আমি অবশ্যই পূর্ণ ক'রব। ঐ না গভীর গর্জন!
 নিশাকাল পেয়ে দৈত্য ভীষণ বল লাভ ক'রেছে। কিন্তু তা ব'লে
 বালী ভীত নয়। এই বালী অটল পর্বত সমান দণ্ডায়মান রৈল,
 কারো সাধা থাকে, অগ্রসর হ'ক।

মায়াবীর প্রবেশ।

মায়াবী। এই যে, এই যে সেই আমার পত্নাপহারী
পাপিষ্ঠ!

বাণী। হাঁ মায়াবি, আমি পাপিষ্ঠ হ'লেও তোমার সতী
সাক্ষী পুণ্যবতী রমণী, পাপিষ্ঠের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে স্বর্গীয় লোকে
গমম ক'রেচেন! ঐ দেখ; ঐ দেখ, সেই ভুবনমোহিনী মৃত অব-
স্থায় এই সমস্ত বনভূমি আলোকময় ক'রে শয়ন ক'রে আছেন।

মায়াবী। উচ্ছিষ্ট! উচ্ছিষ্ট! আমি তার মুখ দর্শনও করি
না! কিন্তু তোর শাস্তি হওয়া চাই। পত্নাপহারীর শাস্তি
হওয়া চাই।

বাণী। এখনও ব'ল্‌চি, প্রতিনিবৃত্ত হ'। এখনও তুই আমার
জ্ঞানের চ'ক্ষে ক্ষমার যোগ্য! কিন্তু ভদ্রতার সীমার বাহিরে এ'লে
তোর জীবন রক্ষা দুর্ঘট হ'য়ে উঠবে।

মায়াবী। কি, কি, এত দাস্তিকতা! ওরে বস্ত্র পণ্ড!
মায়াবী-দৈত্যের নিকট তুই এখনও বাক্য প্রয়োগ ক'রুচিস্।
আয় দুর্বৃত্ত! তোর বস্ত্র শক্তির পরিচয় গ্রহণ করি। (সবেগে
আক্রমণ)

বাণী। তবে মায়াবি! বস্ত্রপণ্ডর পরাক্রম দেখ্। (উভয়ের
ঘোর যুদ্ধ)

মায়াবী। বস্ত্র পণ্ডর কি অদ্ভুত শক্তি! ভাই হৃদয়!

বাণী। (যুদ্ধ করিতে করিতে) অহো দৈত্যের কি অসীম

তেজ! আশ্রয় করা কঠিন হ'য়ে প'ড়লো! মারামর দানব
মায়া-প্রভাবে আমাকে ক্রমেই ক্ষীণবীৰ্য্য ক'রে তুলচে! কি
করি? ক্রমেই পাপিষ্ঠকে কিস্কিন্দার নিকট ল'য়ে যাই। তাহ'লে
অনুচর বানরগণের সহানুভূতি পাবো! ভাই রে স্ত্রীবি!

[যুদ্ধ করিতে করিতে উভয়ের প্রস্থান।

বেগে ছন্দতির প্রবেশ।

ছন্দতি। দাদা আমার কমনে গেল, ব'লতে পার কেউ?
ও ডাঃ—ডাঃ—ডাঃ—ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।
দাদার বোকে নেছে হ'রে, চোরা বেটার প্রাণটা নোব,
রক্ত খাব, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্।
হাঁকার দিয়ে আস্টি হেথা,
একি একি বোটা আছে প'ড়ে,
এয়ে ঘাটের মড়া হা—হা—হা—(রোদন)
কাঁদতে কাঁদতে বাজাই আমি ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!
ওরে ওরে সে চোরা বেটা কমনে গেল,
কনকলতা বোটা নিল, তার প্রাণটা নোব,
রক্ত খাব—ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!
ঐ না একটা বিটকেল পুরুষ, অস্টিতে একে বেকে—
আরে বেটা, তুই আস্টি কোথায় থেকে?
বেটা যেন কাণা, দেখতে পায় না, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

বিধাতা পুরুষের প্রবেশ।

গীত।

কৰ্ম-স্বত্ব আমি বেধে যোরাই জীব দেখ্‌ছি কি।

আমি জীবের ভাগ্যালিপি ভাগ্যের কল দিয়ে থাকি।

হুন্‌ভি। আরে আরে, বা, বা, বা, ভাগ্যই বটে রে ভাগ্যই
বটে! তুই বুঝি সেই ভাগ্যালিপি? হাঁ রে, তাই বলি ভাগ্যালিপি!
দাদার ভাগ্যে এমনটা কেন লিখলি! সোণার প্রতিমা বো,
তার মত কি ছিল কেউ? তাকে নিল চোরায় হ'রে, তাতেই
গেল বো মরে। তা না হ'লে অমন সমস্ত বয়সে ম'লতে কি
বো? ওরে ওরে ওরে, অনেকক্ষণ আমার বাজনা হয় নি, তাই
বলি রে ভাগ্যালিপি, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

বিধাতা।

গীত।

আপন কাজে আপন ভাগ্য দোষী তাতে কেউ ত নয়,

স্বপ্ন হুঃখ তাইতে বটে, ভাবলেই তা বুঝা যায়,

বাঁচা মরা আগ পেছু তাও কৰ্ম্মে হয়,

আমি তোমার কৰ্ম্ম তোমার দিয়ে দেখাই জীব নিজে দেখি।

হুন্‌ভি। তা, তা, তুমি বেশ কর, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

দাদা কোথা ব'লতে পার ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

বোটা রৈগ হেথায় প'ড়ে, দেখলে না ক' দাদা!

কোথায় গিয়ে ল'ড়ছে মেতে আমি হ'য়েচি পাখা।

বোটাকে কি করি আমি ব'লতে পার তাই,

তাই না ক'রে দাদার কাছে ছুটে চ'লে যাই ।

ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !

বিধাতা পুরুষ ।

গীত ।

সতীর ভাগ্যের লেখা, ওইতো যেতেছে দেখা,

লভিবেরে সতী-সিংহাসন,

সতী মা সতীর তরে, আসিছে কৈলাস ছেড়ে,

নিতে সতী পরম রতন,

যাও সতি ! সতী কীর্তি রাখি ।

[প্রশ্নান ।

সহসা দুর্গার প্রবেশ ।

দুর্গা । কৈ মা, কৈ মা, সতি, আয় মাগো আয়,

মার্কোল থাকিতে মা কেন গো ধুলায় ?

পতিপূজা করি সতি ! যে পুণ্য অর্জন

ক'রেচ মা, সেই পুণ্য পাও সিংহাসন ।

অই সতী-সিংহাসন আছে তোর তরে,

দেখ্ চেয়ে চল্ মাগো প্রফুল্ল অন্তরে ।

[দৈত্য রাণীকে লইয়া প্রশ্নান ।

হুন্দভি । বা, বা, বা, বোটা দেখতে দেখতে কমনে
স'রে প'ড়ল ! বা, বা, বা, কে এল—কমনে নিয়ে গেল, মোটেই
কিছু দেখতে দিলে না ! বা, বড় মজা ত ! বা বড় মজাই ত হ'য়ে
গেল ! তবে বাজাই আমি ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !

নেপথ্যে মায়াবী ! ভাই রে হৃন্দভি ! ভাই রে !
 হৃন্দভি । বা, বা, ঐ না দাদা ডাকে, ও দাদা,
 যাই আমি ! ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।
 ও দাদা, যাই আমি, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।
 ঘোর যুদ্ধ লেগেচে, তাই দাদা ডাকে !
 যাক্ছি যাক্ছি, রোস বেটা'রা প্রাণটা নোব,
 রক্তখাব, রক্তখাব, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ?

[বেগে প্রস্থান ।

যুদ্ধ করিতে করিতে মায়াবী, বালী, স্মগ্রীব,
 ও হৃন্দভির বেগে প্রবেশ ।

হৃন্দভি । ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্, খুব লেগে যা, খুব লেগে যা,
 ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ! দাদা গো চোরা কোন্টা ?
 চোরাটার হাড় খাব, মাস্ খাব, খাব রক্ত আর,
 ডুগ্-ডুগি বানাব দাদা, শেষে চামড়ায় তার,
 ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !

বালী । মায়াবি এই বার আত্মরক্ষা কর ! স্মগ্রীব ! ভাই,
 তুমি পশ্চাতে এস ।

মায়াবী । ভাই হৃন্দভি আর পার্চি না ।

বালী । দেখ্ রে মায়াবি ছুট ! বানর-বিক্রম !

স্মগ্রীব । এইবার দৈত্য-অহঙ্কার হবে চূর মার !

হৃন্দভি । দাদা, আর পার্চি না, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !

দাদা গো লুকিয়ে পালাই চল, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !

মায়াবী । সেই ভাল ভাই ।

হৃদভি । দাঁড়া হুট্ট ! এসে তোদের রক্ত খাব, আর ডুগ-
ডুগি বাজাব, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !

[মায়াবী সহ প্রশ্নান ।

সুগ্রীব । আর্ঘ্য, পলায়ন ক'রেচে দানব ।

বালী । বড় ক্ষুধা পেয়েচে সুগ্রীব !

সুগ্রীব । (চারিদিক দৃষ্টিপাত পূর্বক) কি আশ্চর্য্য আর্ঘ্য !

এ হেন আশ্চর্য্য কভু না হেরি !

হেরি চারিদিক, ফলশূন্য হ'য়েচে বিপিন !

বালী । চল ভাই, হই অগ্রসর (গমন)

একি রে সুগ্রীব ! কি আশ্চর্য্য ভাই,

কোন বৃক্ষে কোন ফল নাই !

অহো ভাই বুঝিলাম, আজ বাদী বিধাতা নিশ্চয়

তা না হ'লে হয় !

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সম এ বৃহৎ বনে,

অন্বেষণে না মিলিছে কোন ফল ?

গীত ।

কি আশ্চর্য্য ভাই, বনে ফল নাই, হয় হয় রে একি বা ঘটিল ।

হ'ল লক্ষ্মী লক্ষ্মীবিহীন ভাই রে, সাগরও আজ শুকাইল ।

বনে ফল নাহি হয়, ক্ষুধাতে জীবন যায়, কি হবে উপায়,—

হেন বাদ ঘটে যদি, নিশ্চয় বিধাতা বাদী, ভাই রে—

নেলে পার হ'য়ে দুস্তার সিঁদু, কেন তাঁর তরগী ডুবিল ?

সুগ্রীব। চ'লুন এই পথে আশা !

বালী। ও পথ, এ পথ কোন্ পথ ভাই !

বিধাতাপুরুষের পুনঃ প্রবেশ।

বিধাতাপুরুষ। উভয়েই এক পথ, সংসারের পথ !

বালী। কে আপনি মহাশয় !

বিধাতাপুরুষ। পরিচয়ে কোন প্রয়োজন ?

বালী। ফল পাই কোন্ পথে ?

বিধাতাপুরুষ। এই সংসারের পথ ধরি যাও কৰ্ম্ম-জ্ঞানবীর !

পাবে পরে দুই পথ কৰ্ম্ম-জ্ঞান পথ নামে,

ফল তাহে দেখিবে প্রচুর।

কিন্তু এই দুই পথ যথায় মিলিত,

তথায় পাইবে এক অপূৰ্ণ সুন্দর ফল—

জীবের দুর্লভ ফল ভক্তি যার নাম !

যদি সেই ফল লভিবারে সাধ থাকে মনে,

তবে ভাই দুই জনে হও রে ধাবিত—

লভ গিয়া কৰ্ম্ম-জ্ঞানে সেই ভক্তি-ফলে।

[প্রস্থান।

বালী। অদ্ভুত রহস্য ভাই !

চিরোজ্জল নগি যেন পলকে লুকাল,

চল ভাই, চল, দেখ—দেখ—

সেই দুই পথ অই দেখা যায় !

ভাই রে সুগ্রীব, দেখ দেখ অদ্ভুত রচনা !

দুই পার্শ্বে দুই রম্য পথ, রাজপথ সম ।

সারি সারি ফলপূর্ণ বিটপীর শ্রেণী,

অনুমানি যেন অতিথির সম্বর্দ্ধনা তরে,

নত লিরে বৃক্ষরাজি আজ আছে দাঁড়াইয়া ।

সুগ্রীব । (স্বগত) তাই ত কহিল কি মহাজন ?

কর্ম জ্ঞান-পথে আছে ভক্তি-ফল ?

(প্রঃ) হাঁ আর্ধ্য ! নিশ্চয়ই ইহা বিধাতৃ কৌশল !

বানী । ধন্য ধন্য ভগবন্ ! প্রণিপাত পায় তব !

সকলই পার তুমি ।

অনুগত যোবা, দাও তারে সুহৃস্তারে ভেলা,

মরুভূমি'পর দাও সুশীতল বারি,

ক্ষুধিত জনায় এ ত তুচ্ছ ফল দান !

এস ভাই, দুই জন যাই দুই পথে,

ক্ষুধায় হ'য়েচি ক্ষিপ্ত,

প্রাণ পূরে চল ফল করিগে আহ্বার ।

[দুইপথে দুইজনের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

(মানসকুণ্ড)

যক্ষগণের প্রবেশ ।

যক্ষগণ ।

গীত ।

মানসে যা জাগে, যদি অনুরাগে,
মানসে সে সাধে মানস তা পোরে ।
মানসে যা চায় মানসে তা পায়,
গুণায় মানুষে আবেশে বোরে ॥
মানসের বারি কর যদি পান,
মানসের ক্লেশ হয় অবসান,
মরা মানুষের আসে তাহে প্রাণ,
মান সে মানসে ধরে ॥

[প্রস্থান ।

যোগচিহ্ন, সুষেণ ও রাণীর প্রবেশ ।

যোগচিহ্ন । মহারাজ ! শুনচেন—যক্ষগণের মানস-সঙ্গীত !
ঐ অদূরেই পদ্মঘোনি ব্রহ্মার সৃষ্ট মানসকুণ্ড । ঐ দেবহুর্ভত
মানসকুণ্ড সর্বদাই অশরীরী যক্ষগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত ! সাধনা
ও ক্রিয়ালীল মনুষ্য ভিন্ন কেহ ঐ মানসকুণ্ডের পবিত্র জল পান
ক'রতে পান না । এমন কি, ঐ যক্ষগণের মানস-মহিমা-সঙ্গীত
শ্রবণেও অক্ষম হম । আপনি ও রাজ্ঞী নিজ নিজ পুণ্যবলে সহ-

জেই এতদূর অগ্রবর্তী হ'য়েছেন, এক্ষণে আপন আপন সাধনা-প্রভাবে ঐ মানসকুণ্ডের পবিত্র বারি পান ক'রে মনোরথ পূর্ণ ক'রুন।

সুষেণ। সকলই ত জানেন প্রভো ! তারার সুষোণ্য পাত্রে জন্ত কত দেশে কত দূত পাঠালেম, কেউ ত মনোমত পাত্রে অন্নসন্ধান ক'রতে পারলে না ! তাই ভাব্চি, কনক-প্রতিমা ললিতলাবণ্যের মধুময়ী লহরী তারাকে বুঝি আমি জগতে সুধিনী ক'রতে পারলেম না। আমার কিসের রাজ্য-ঐশ্বর্য ? কারে নিয়ে আমার সংসার ? তারাই আমার আশ্রয়, তারাই আমার জনপিণ্ডের ভরসা, তারাই আমার জীবনের শেষ আকাজ্ঞা।

যোগচিহ্ন। সবই জানি মহারাজ ! সবই জানি। আপনাদের জীবন-পরিধির কেন্দ্ররূপিণী তারা !

রানী। হাঁ—হাঁ ঠাকুর ! সে তারা সুষোণ্য পাত্রে অর্পিত হ'লেই আমাদের ইহজন্মে বাসনা সকল ক্ষয় হয় ! এ সংসারে আর কিছু কামনা নাই ঠাকুর !

যোগচিহ্ন। সা, আপনাদের কামনা এই খানেই আজ পূর্ণ হবে। আপনারা এই মানসকুণ্ডের দুই পার্শ্বে দুইজন উপবেশন ক'রে কাল প্রতীক্ষা ক'রুন, যাকে প্রথম দর্শন ক'রবেন, সেই তারার সুষোণ্য স্বামী। কোন বিধা বিবেচনা না ক'রে তাকেই তারা অর্পণ ক'রবেন। আর ইহাও জানবেন, সূর্য্যাস্তের পূর্বেই আপনারা আপনাদের জামাতা প্রাপ্ত হবেন। এক্ষণে চ'ল্লাম,

আশা করি, বাসনা পূর্ণ হ'লে দরিত্রের পর্ণকুটিরে মহারাজের দর্শন লাভে বঞ্চিত হব না।

[প্রস্থান।

স্বষণ। মহিষি! এখন মহর্ষির বাণ্যামুসারে কার্য্য করি এস। তুমি মানসের উত্তর পার্শ্বে উপবেশন করগে, আর আমি দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করি। দেখি, মানস আমাদের মানস পূর্ণ করেন কিনা?

রাণী। (উপবেশন পূর্ব্বক) হে মানস! তোমার মহিমা প্রকাশ কর! যে গৌরবে তুমি ভুবনবিদিত, লোকপুঞ্জিত, মহিম-মণ্ডিত, সে গৌরব তোমার আজ স্ফুট থাক্।

স্বষণ। হে মানস! তুচ্ছ জীব ত অতি তুচ্ছ, দেবেন্দ্রাদি হ'তেও উচ্চ—এমন সিদ্ধ দেবর্ষিগণও তোমার উপাসনায় রত; তুমি মহৎ হ'তে মহত্তর, বহু হ'তেও মহত্তম! তুমি বাসনাশীল জীবনের নিকামত্বের মহাপীঠ স্বরূপ। হে মানস! আমার বাসনা পূর্ণ কর।

রাণী। হে মানস! আমার প্রাণাধিকা তারার সুযোগ-পাত্র দান কর। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

স্বষণ। হে মানস! আমার বাসনার ভিত্তিক্রপণী তারার মনোমত স্বামী প্রদান কর। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যান)

বালীর প্রবেশ।

বালী। ভগবৎ-কৃপায় পাইলু অজস্র ফল!

পেচু বল ফলাহারে।

সুষেণ । হে মানস, হবে না কি বাসনা পূরণ ?
 কুমারী তারায়—
 পাব না কি সুপাত্রে বসিতে ?
 একি এ—কে আসে ?
 ভুবনমোহন রূপ, কন্দর্প স্বরূপ—
 অঙ্গে হেরি ভূপ-চিহ্ন সব
 আজ্ঞাতুল্যিত বাহু—আকর্ষণ বিস্তারি চক্ষু,
 তিলকুল জিনি নাশা ! যদিও নীরব ভাষা,
 তবু যেন নায়কের প্রবেশ দর্শনে—
 বিমুক্ত দর্শকগণে ! এই কি মানস !
 প্রদানিলে মোরে তারার স্যোগ্য বর ?
 হে মানস, তাই যেন হয়, তাই যেন হয়,
 এই যোগ্য পাত্রে প্রদানি তারায়—
 ধরায় সূখ্যাতি লভি—
 করিবারে পারি যেন তারায় সুগিনী ।
 কে তুমি যুবক !
 যে হও সে হও, পাল অমুরোধ—
 আলোকসানাত্না বামা তনয়া আমার—
 তারা নামে ভুবনমোহিনী,
 রূপে বালা বিদ্যাবরগী—
 পাণি তার বীর করিয়ে গ্রহণ,
 সম্পূরণ কর আশা সুষেণ রাজার ।

বালী। মহারাজ! আপত্তি কি তাহে?

স্বষেণ। বাছা, একমাত্র কথা মোর তারা!

তবে চল বাছা, চল ঐ পথে, রাজ্যই আছে—

জামাত মানসে, কহি গিয়ে চল তারে শুভ সমাচার!

কর বাছা মানসের বারি পান!

(বালীর মানসবারি পান)

রাণী। দিবা অবসান প্রায়—

অস্তাচলে যায় দিনমণি

হে মানস! কোথা পূরে অধিনীর আশা ?

সুগ্রীবের প্রবেশ।

সুগ্রীব। দৈব অতি সুপ্রসন্ন আজি,

তরুরাজি ফলশূন্য থাকি—

দিল ফল দৈবের আগ্রহে!

রাণী। মরি মরি কে আসে ও সুন্দর যুবক।

নরলোকে অমর পুরুষ!

হে মানস! এই কি আমার—

তারার সন্যোগা বর?

আহা! হেন ভাগ্য করেছে কি তারা?

এ ত নয় সাধারণ স্বর, কিহা পঙ্কজ নিশ্চয়,

মহাশয়, কর মোর মানস পূরণ,

তার। কত। করিয়ে গ্রহণ !

কত। মোর রূপে বিশ্ববিজয়িনী —

লক্ষ্মীস্বরূপিনী —

গীত ।

লক্ষীরূপা নন্দিনী আগার ঙ্গে সরস্বতী ।

অনুপমা সুধমা হেরি লক্ষ্মী শান না অরুণ্ধতি ।

সুশীলা সরলা বালা, জানে না অশান্তিছালা,

দিয়ে তারে ফুলমালা, ধরায় লভ সুখ্যাতি ।

যোগা বরে দিতে তারে, এসেছি মানস ক'রে,

সাধিতে মানস তাঁরে, পুরাও মানস হুমতি ।

সুগ্রীব । নাহি মাগে, বাধা তায় ।

সুশীলা সরলা বালা তুল্লভ মা এ ধরায়

শ্রবণ । (বালী সহ হ গমন পূর্বক)

হের রাণি ! তারার সুযোগ্য বর !

রানী । মহারাজ ! আমিও তারার যোগ্য বর

পাইয়াছি মানস সমীপে !

হের মহারাজ ! কি অপূর্ব নৃষ্টিখানি !

সুগ্রীব । একি আর্ঘ্য ! আপনি এখানে ?

বালী । ভাই ! ভাই ! তুমিও এখানে ?

শ্রবণ । অদ্ভুত রহস্য !

আপনার। দুই সহোদর ?

হে ঈশ্বর ! একি হ'ল,

উঠিল যে অমৃতে গরল !

এক কত্ৰা দুই বরে অর্পিব কেমনে ?

হায় ! হায় ! এ ভুবনে রটিল অখ্যাতি !

হিতে হ'ল ঘোর বিপরীত !

হে মানস ! কহ দেব !

কোন্ পাপে হেন শাস্তি চ'ল অভাগার !

কোন্ পাপে এ সংসারে তারা অভাগিনী !

সহসা মানস মূর্ত্তির আবির্ভাব ।

মানসমূর্ত্তি । হে রাজন্ ! তুচ্ছ চিন্তা পরিহর,

নহ তুমি অজ্ঞান বাপক,

রাজ্যের পালক হও,

তাবি দেখ সৃষ্টির রচনা,

জন্ম মৃত্যু বিবাহ ঘটনা,

মানবের বুদ্ধি অগোচর ।

তবে কেন হে রাজন্ !

অকারণ তারার বিবাহে ভাব ?

পূর্বজন্মকৃত তারার সাধনা.

সে কৰ্ম্ম বাসনা ইহকালে হবে ভোগ তার ।

তাহে অধিকার কিবা আছে ভাবনার !

যাও মহারাজ !

যোগচিন্তা মুনির আশ্রমে,

তব গুরু সন্নিধানে,—
 সংশয় করিবে ভেদ গুরু ।
 স্রুষেণ । কে আপনি মহাত্মন !
 অন্তর্যামী হবেন নিশ্চয় !
 দেহ সত্য পরিচয়,
 সংশয় করহ দূর !
 মানসমূর্ত্তি । মহারাজ ! পদ্মবোনি ব্রজার মানসস্থটে—
 আমিই মানস কুণ্ড !
 যার তীরে আপনি অতিথি ।
 বহু পুণ্যে হে রাজন !
 পাইলে দর্শন মোর ।
 যাও এবে সবে নীরব ভাষায়,
 বাহার যে আশা, মানস তা করিল পূরণ ।

[মানস ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

মানসমূর্ত্তি । জটিল সমস্যা বটে !
 আমার নিকটে কেন এ মানস করে ?
 এক তনয়ার দুই বর,
 পিতা চায় এক বরে,
 মাতা চায় আর বরে,
 কি করিব আমি ?
 সাধ্য কার বিধাতার গতি রোধে ?

বুঝিলাম, কিন্তু সরলা মানসী—

মানস-তনয়া মোর ঘটাইবে আজি অনর্থ এখন !

ঐ বুঝি আসে পাগলিনী !

মানসীর প্রবেশ ।

মানসী । পিতা ! প্রণমি শ্রীপদে ! (প্রণাম)

দূর হ'তে সব কথা শুনিয়াছি আমি ।

ভেবেছিছু ছাই, দূর হ'য়ে যাই,

পুনঃ এমু দুই চারি কথা কহিবারে !

কেন পিতা, ঘটাইব অনর্থ এখন ?

কেন পিতা, পাগলিনী আমি ?

মানদমুর্তি । ও অভিমানিনি, অভিমান কর্ ত্যাগ !

জানিস্ ত মাগো—কি ঘটনা ঘটিল সহসা,

এল' রাজা সুষেণ স্মৃতি রাণীসহ,

আমার পবিত্র তীরে—

শিবভক্তা তারার সুষোণ্য পাত্র হেতু ।

কর্তব্যের অনুরোধে দিছু বর—

তারার হইবে বর দুই,

সতী তুই ভাব মাগো, তারার দুর্দশা !

তাই ভাবি মনে, তোরে মোর হইল অরণ ।

অমনি গো বাহিরিল মুখ হ'তে —

সরলা মানসী কি কবে এখন মোরে !

মানসী ! পিতঃ ! পাপে ভয়, --

এই কথা সর্বলোকে কর,

সর্ব শাস্ত্রে দেখিবে আপনি, “পাপ-ফণি”

অর্জি তুমি সেই পাপ, পাও মনস্তাপ

বৃথা মোরে কর অনুযোগ !

মানসমূর্ত্তি । না মানসি ! আমি কেন বৃথায় দোষিব ?

কর্মের পীড়নে লভে রাজা রাণী তনয়ার দুই স্বামী ।

মানসী । তবে পিতা, এক নারী দুই পতি তার,

কোথা কার হ'য়েছে এমন ?

মনাতন হিন্দুধর্ম্ম কে শুনেছে কোথা ?

জেনে শুনে নারী প্রাণে কেন দাগা দিলে অকারণ ?

কেন তারে ফেলিলে নরক-কূপে ?

হায় হায় তারা —

অবলা সরলা নারীকূলে হবে কলঙ্কিনী ?

একি শুনি — এক পতিচিন্তা নারীর ধরন,

এক পতিপদে রতি — নারীর করম,

এ নিয়ম পালিবে কেমনে নারী —

দুই পতি যার ?

হায় হায়, ত্রায়ধর্ম্ম গেল অসংপাতে !

সতী-চরিত্রেতে পড়িল কলঙ্ককালি !

কে আর করিবে সতীনামে পূজা ?

সতী নাম উঠিল ভারত হ'তে !

সতী গর্ভ খর্ব্ব হ'য়ে গেল !
 অহো পিতা ! বুকে বাথা দারুণ বাজিল !
 স্থির আর রহিবারে নারি—
 শূণ্যময়ী হেরি বিশ্বপুরী,
 কোথা যাই, কাহারে স্মধাই,
 কে আমারে দিবে সন্ততির ?
 কেমনে সতীর হবে দুই বর,
 কিসে রবে সতীর মহিমা—
 কিসে রবে সতীর গরিমা ?
 ওঠ সতি ! জেগে ওঠ সব,
 কর বিশ্বজুড়ে কর এই রব,
 সতী আশ্র ডুবে নরকের জলে,
 সাধা যদি থাকে নে গো তুলে কোলে !
 দে গো দে গো তারে প্রবোধ সাস্থনা,
 আর গো সহিতে পারি না যাতনা,
 পিতা—পিতা—যাই, যাই,
 মানসীর দেহে আর প্রাণ নাই,
 বাই একবার কোথা অভাগিনী,
 কোন্ পূজা করে দিবস যামিনী,
 যাই পিতা, দেখে আসি একবার তারে ।

[বেগে প্রস্থান ।

মানসমূর্ত্তি । আহা ! সরলা মানসী, হ'ল বুঝি পাগলিনী !

কি করিব অবোধিনি !

বিধাতার বিধি নহে খণ্ডিবার !

[অন্তর্দান ।

বিধাতাপুরুষ ও অনুচরগণের প্রবেশ ।

গীত ।

আমরা ভগার চেলা, আমরা ভগার চেলা ।

পোকা মাকড় থেকে আমরা রাজার সঙ্গে করি খেলা ।

তোমরা তারার তরে মিছে কেন ক'রছ বিন্ বিন্,

তার আশা ভরসা সকল ফরসা হ'য়ে গেছে যেট'রা পূজোর দিন.

হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,

দেখ না কি পুরাত ঠাকুর দিয়ে দোয়াত কলম তালপাতা

বলে—ভাগ্যপুরুষ লিখ্বে আজি ছেলের ভাগ্যে যা হবে তা,

সেই দিন ত সব করেছে—হাঃ হাঃ হাঃ—

তারার ভাগ্যে লেখা দুইটা পতি কপাল চিরে দেখ,

হিজি বিজি মোদের লেখা—দেখ্ নেই বুঝতে পারবে ত—

হিজি বিজি লেখা হাঃ হাঃ হাঃ—

সে মুহূর্ত্তে ধুলেও উঠ্বে না ক' এমনি লেখার ঠেলা,

আমাদের এমনি কলম ঠেলা—হাঃ হাঃ হাঃ ॥

[সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

(যোগচিন্তাশ্রম)

যোগচিন্ত, সুষেণ, রাণী, বালী ও স্ত্রীবেব প্রবেশ ।

যোগচিন্ত । মহারাজ ! আপনি ও রাজ্ঞী উভয়েই যখন বাক্‌দান ক'রেচেন, তখন তারাকে উভয় পাত্রেই সমর্পণ ক'রতে হবে !

(নেপথ্য)—ছদ্মবেশী মানসী । বলি এ শাস্ত্রের বিধানদাতা কে হে ! তিনি যোগী না ভোগী ?

যোগচিন্ত । একি—আমার আশ্রমে আমার বাক্যের প্রতিবাদ করে কে ?

(নেপথ্য)—ছদ্মবেশী মানসী । যেই হ'ক না কেন, অশাস্ত্রীয় বাক্যে সকলেরই প্রতিবাদ ক'রবার ক্ষমতা আছে ।

যোগচিন্ত । সাবধানে কথা কও ! আমার বাক্য অশাস্ত্রীয় ?

(নেপথ্য)—ছদ্মবেশী মানসী । নয় ? কোন্ শাস্ত্রে এক রমণীর দুই পতির বিধান আছে মহাপুরুষ !

যোগচিন্ত । তুমি যেই হও, ত্রুদ্ধ হ'ও না, আমার সন্মুখে এসে প্রতিবাদ কর, তা হ'লেই আমি সন্তুষ্ট হ'ব ।

ছদ্মবেশী মানসী । (সন্মুখে আগমন পূর্বক) কারও সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টিতে আমার কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই । তবে আমার নিজের

সুবিধায় জন্মই আমি সম্মুখে যাক্টি, এই এলাম । এখন বল, কোন্ শাস্ত্রে এক নারীর দুই পতির বিধান আছে ?

যোগচিহ্ন । তাহ'লে তুমিই অগ্রে বল, কোন্ শাস্ত্রে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে মহাপাপ নাই—বলে ? কোন্ শাস্ত্রে বাক্দ্ভা ক'রা ভিন্ন-পাত্রে অর্পিত হ'তে পারে ব'লেছে ?

ছদ্মবেশী মানসী । বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ ! তর্কের প্রয়োজন কি ? শুন্তে চাই, তোমার মুখেই শুন্তে চাই, বল, তাহ'লে বল, সতীর পত্যস্তর গ্রহণে সতীত্ব নষ্ট হবে না ?

যোগচিহ্ন । কেন তুমি জান না, সততাই সতীর লক্ষণ !

ছদ্মবেশী মানসী । পত্যস্তর গ্রহণে কিরূপে সততা রক্ষা হবে ব্রাহ্মণ ?

যোগচিহ্ন । কামেন্দ্রিয় চরিতার্থের জন্য যে নারী পত্যস্তর গ্রহণ করে, সে নারীর সতীত্ব রক্ষা না হ'তে পারে, কিন্তু যে রমণী পিতৃ-মাতৃ-সত্যের অনুরোধে আপন'র মহৎ ব্রত ভঙ্গ ক'রে জগতে পিতৃ-মাতৃভক্তির জলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন ক'রতে অগ্রবর্তি হ'য়, সেই সচ্চরিত্রা সুলীলা নারীর সতীত্ব কখনই নষ্ট হ'তে পারে না । বরং সে রমণী সমগ্র রমণী জগতের অগ্রণী । সে বানরী, রাক্ষসী, পিশাচী, মানবী হ'লেও প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গরাজ্যের মহাদেবী । এই ত গেল প্রথম কথা । তারপর শোন, আগধিক অতিথি—তারপর শোন, শাস্ত্রেই দেখতে পাবে, সতী কুন্তী পতির আদেশে পত্যস্তর গ্রহণ ক'রে সন্তানোৎপাদন করিয়েছিলেন, তাতে সতীর সতীত্ব গেল না কেন ? পতির আজ্ঞা রক্ষা ক'রবার

জ্ঞা। তেমনি কুমারী কহা পিতা মাতার অনুগতা, পিতা মাতার আজ্ঞায় তারা যদি কর্তব্যবোধে এ বিষয়ে সহজে সম্মতি দান করে, তাহ'লে তার ছায় জগতে আর দ্বিতীয় সতী কে? মতিমন্! শুধু পতিপদ চিন্তা ক'রলেই সতী হওয়া যায় না; সতীর বহুবিধ লক্ষণ আছে।

ছন্নবেশী মানসী। ভাল, ভাল, আরও শুনতে চাই রাক্ষণ, আরও শুনতে চাই; তাহ'লে কত্কার বৈধব্যা-বস্ত্রণার ভয়ে পিতা মাতা ত কত্কার প্রতি বহু পতিরও আদেশ দিতে পারেন।

যোগচিন্ত্ত। ওঃ—এতক্ষণ তুমি ধরা পড় নাই, এবার তুমি ধরা পড়ছ। তুমি মানস কুণ্ডের—মানসকতা মানসী! মাগো! অপবাদ মার্জনা কর, সতী তুই, সেই জন্য মা, তোর প্রাণে আজ বড় স্নানাত লেগেচে, তাই এসেচিস্। কিন্তু মা, এতে সতীর নাম রাখা যাবে না। এইরূপ পতাস্তরগ্রহণ কেবল তারার জন্য। তারার পিতা মাতা অজ্ঞানকৃত বাক্যের সততা রক্ষার জন্ত দায়ী। সকলই ত জাণিস্ জননি! এ স্থলে সর্বগুণশালিনী তারা পিতা-মাতার সত্য রক্ষা ক'রতে না পারলে সুশীলা তারার বিমল চব্বিহুই কলঙ্ক প'ড়বে। প্রাতঃস্মরণীয়া সতী ব'লে জগতে সে আর অমূল্য আখ্যা গ্রহণে অধিকারিণী হ'তে পারবে না! তাই বোধ হয়, একরূপ বিধান, বিধাতার ইচ্ছা।

মানসী। বিধিদাতা মহর্ষে, সর্বাস্থ্যায়ী হ'য়েও বিধির ইচ্ছা ব'লে অবোধিনীকে বুঝাচ্? যদি বিধি-ইচ্ছা হয়, তাহ'লে প্রস্তু, তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হ'ক্! আর যদি সত্যের অনুরোধে বিধি-

দাতা মহর্ষি, তোমার ইচ্ছা হয়, তাহ'লে সে ইচ্ছাও পূর্ণ হ'ক। তবে অনুরোধ—আশীর্বাদ কর, অবলা সরলা তারার মনের গতি উচ্চ হ'ক! সে দুই পতিকে যেন এক পতি জ্ঞান ক'রে এক পতি-পদ ধ্যানে তার নারীজীবনের সঙ্গতি লাভ করে।

যোগচিহ্ন। তাই হবে মা, তাই হবে। মানসি! তুই ব'র মানস রাজ্যে মহিমময়ী মহারানী, তার আবার অভাব কি গো? যাও মা, যাও, বেদময়ী ভক্তিরূপিণী তারার সহযোগিনী হও গে যাও। তার পর সেই ভক্তিতে প্রথমতঃ কর্মরূপী বালী, পরে জ্ঞানরূপী স্নগ্ধীব মিলিত হ'লেই তারার ভক্তি-পথের সকল আবিলতাই দূর হ'য়ে যাবে।

মানসী। তাই হ'ক, তাই হ'ক মহর্ষি! সেই আবিলতা দূর ক'রবার জন্তই আমি তারার মানসক্ষেত্রে মূর্ত্তিমতী হ'তে চ'লেম। এখন আপনার বিধি যা হয়, তাই করুন, আমি আসি।

[প্রস্থান।

রানী। প্রভু! প্রতিভাময়ী রমণীটা কে?

যোগচিহ্ন। মাগো, মানসী, মানসী! একদিন ত ব'লেছি, মা, এ কল্পনাময় জগৎ, জীব কল্পনা-সমুদ্রে ভাসছে! এ রমণীও সেই কল্পনারূপিণী মানসী।

স্বপ্নে। প্রভো! আমরা এই সতী স্নন্দরীর তেজঃপ্রভায় একেবারে বিভোর হ'য়ে গেছি। যাই হোক, এক্ষণে প্রাণাধিকা তারার বিবাহের বিধি প্রদান ক'রে আমাদের পাপভয়কম্পিত চিত্তকে স্থস্থির করুন।

যোগচিহ্ন । মহারাজ ! অগ্রে বালীর সহিত তারার বিবাহ হোক, বালীই তারার সতীধর্ম রক্ষা ক'রবেন । পরে বালীর অবর্তমানে সুগ্রীব শ্রীমতীর সতীধর্ম রক্ষায় নিযুক্ত থাকবেন । কিন্তু তারা বালী ও সুগ্রীবকে দ্বিরূপ চিন্তা ক'রতে পারবেন না । তা হ'লেই আপনারা আপনাদের সত্য রক্ষা ক'রে জগতে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় ক'রবেন এবং তারাও জগতে অদ্বিতীয়া প্রাণেশ্বরীরা সত্যী ব'লে ঘোষিত হবে । ঐ দেখ বৎস ! আমার সাধবী পত্নী যোগেশ্বরী তারাকে পাত্রস্থ ক'রবার জন্তু আয়তি ঋষিকন্যাগণকে ল'য়ে এই স্থানেই উপস্থিত হ'ছেন । এই গোধূলি ল'য়েই তারার শুভ বিবাহ হবে । এস সাধবী ! আমিও পাত্র ল'য়ে তোমার জন্তু অপেক্ষা ক'রছি ।

যোগেশ্বরী, তারা ও আয়তি ঋষিকন্যাগণের প্রবেশ ।

যোগেশ্বরী । প্রভো ! মহারাজ আর মহারাজ্ঞী মানস গমনের সময় তারায় রক্ষা ক'রবার জন্তু আমায় প্রদান ক'রে গিয়েছিলেন, আমি সেই জন্তু দেবী-প্রতিমা ঋষিকন্যাগণের নিকট তারায় রক্ষা ক'রেছিলাম । পরে যখন শুন্লাম, মহারাজ সুপাত্র লাভ ক'রে আপনার পদ বন্দনার জন্তু আশ্রমে সমাগত হ'য়েছেন, তখন মনে ক'রলাম, শ্রীমতী তারার শুভবিবাহ এই আশ্রমে সমাহিত হ'লেই আমাদের আত্মাদের কারণ হয় এবং তারার রক্ষয়িত্রী ঋষিকন্যাগণেরও অভিপ্রায় তাই । সেই জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে আপনার বা মহারাজের কোন অনুমতি না ল'য়ে তারায়

পাত্ৰস্থ ক'রতে এসেচি । এতে যদি কোন অপরাধ হয়, তাহ'লে
প্রভু ! অবোধিনী নারীজ্ঞানে ক্ষমা ক'রবেন । মহারাজ ! মা
মহারাজি, তারা আপনাদের কন্যা, আমরা কেবল তারার
কল্যাণাকাজিঙ্গী । সুতরাং—

সুবেণ । মা, আমাদেরিগকে লজ্জা দেন কেন, আমা-
দের বহুপুণ্য যে সাবিত্রীকুপিণী মহাদেবী আজ আমার তারাকে
পাত্ৰস্থ ক'রবেন । আজ জীবন ধন্য মা ! আজ জীবন সার্থক
মা ! মা, এখনি আপনার বাসনা পূর্ণ করুন ।

রাণী । জননি ! তারার বিবাহতত্ত্বের কথা অবগত আছেন
কি ?

যোগেশ্বরী । কতক জানি বৈ কি মা ! এই কৰ্ম্মরূপী মহা-
পুরুষ বালীই আমাদের তারার প্রথম স্বামী । এস কৰ্ম্মবীর !
ভক্তিরূপিণী তারার পাণিগ্রহণ কর । (বালী ও তারার কর
সংলগ্ন করণ ও মস্তকে ধান্য-দুর্কা প্রদান পূর্বক) দীর্ঘ জীবন
লাভ কর, তারার স্তম্ভধৰ্ম্ম রক্ষা কর । আর জ্ঞানরূপী সুগ্রীব !
থাক, কিছুদিন এই ভাবে থাক । ভক্তিরূপিণী তারা অজ্ঞানা,
কিছুদিন কৰ্ম্মসংযোগে কৰ্ম্মশালিনী হোক, পরে তুমিই তারার
শেষ গতি ! আশীর্বাদ করি, তোমরা জগতে অক্ষয় কীর্তি লাভ
ক'রে চির অমর হও ।

আম্রতি ঋষিকন্যাগণ । গীত ।

দে দে ফুলমালা, রে অবোধ বাল্য, জীবন মরণে বরণ ক'রে নে গুণের পতি ।

এ রতনে, মানস-আসনে, বসিয়ে যতনে পূজা কর গো সতি ॥

দিবস যামিনী খেয়ান কর গো পতির রাজীব পায়, স্থখ ছুখ তোর কিছু নাহি
আর সকলি বিকিয়ে তায়, কলের পুতলী হইয়ে চল্গো সে যে পথে লইয়ে যায়,
তবে ত জীবনে দেখিবি আলোক, পাইবি পুলক-জ্যোতি ॥

নতমুখী হ'স পতির চরণে আদেশ তারে করিস্ না,
হ'সরে পতির আন্তিনাশিনী শান্তিদায়িনী বাসনা,
নাই তোর আর পূজা জপ তপ নাই কোম সাধনা,
ঐপতিচরণ সর্ব্বশ নারীর পতিই নারীর পরম গতি ॥

যোগচিহ্ন । তারা, আমি তোরে আর কি আশীর্বাদ ক'র্ব
মা, যা ধ্যান-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি, তা আমার আশীর্বাদেও
সীমা অতিক্রম ক'র্ছে। তবু আশীর্বাদ করি, তুই মা তারা,
রমণী জগতে অতুলনীয় হ', আর তোর নামে যেন রজনী
সুপ্রভাতা হয়। মহারাজ, এক্ষণে বরকন্যা ল'য়ে অগ্নি আমার
আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করুন, পরে কন্যা প্রভাতে স্বরাজ্যাভিমুখে
গমন ক'র্বেন।

স্বয়ং । যে আজ্ঞা মহর্ষে !

[সকলের প্রস্থান ।





দ্বিতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গর্তাঙ্ক ।

(কৈলাস)

অদূরে জয়া ও বিজয়ার ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি ।

শিব ও দুর্গার প্রবেশ ।

শিব । আজ এত ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি কেন দুর্গে !

দুর্গা । মর্ত্যে আজ এক নূতন সত্য নূতন ব্রত আরম্ভ কর
লেন, সেই জন্য ।

শিব । সে নূতন সত্যের নাম কি পার্শ্বতি ।

দুর্গা । সুষেণরাজ কন্যা তারা ।

শিব । তার আবার নূতন ভাবের নূতন ব্রত কি ভবানি !

দুর্গা । কর্ম বিধানে সে সত্যের দুইপতি হ'য়েছে ।

শিব । সে আবার বানর জাতির নূতন কি মহিষি !

হুর্গা। কেন প্রভো! বানররমণী কি সতী হয় না?

শিব। না, না, তা ত ব'লছি না শিবানি, জাতি ও বর্ণা-
নুসারে ধর্মের রূপ ভেদ হয়। সুতরাং সেই অনুসারে বানর-
রমণীর দুই পতিরও ব্যবস্থা আছে, তাতে তাদের সতীত্বের অঙ্গ
হানি হয় না।

হুর্গা। তা হয় ত অত্র বানরীর পক্ষে হ'তে পারে, কিন্তু
তারার শ্রায় সচ্চরিত্রা দিব্যজ্ঞানবিশিষ্টা বানরীর পক্ষে তা হ'তে
পারে না।

শিব। হুর্গে! এবে তুমি ভুল ব'লছ, তারা যতই কেন
সচ্চরিত্রা, স্মৃগীলা, পুণ্যবতী হোক না, তথাপি সে পূর্বজনীন
কর্ম্মে বানরকূলে উদ্ভূতা হ'য়েছে, সুতরাং তাকে বানরের জাতি-
বর্ণানুসারে সমুদায় কার্য্যই সম্পূরণ ক'রতে হবে, সেই তার ধর্ম্ম।
তার অগ্রথাচরণ ক'রলে বরং তার প্রকৃত ধর্ম্ম রক্ষা করা হবে
না। তখন সতি, সে সতীর আবার নূতন ত্রুটি কি?

হুর্গা। সর্কাস্তব্যাগমিন্ যোগবিদ্ মহাজ্ঞানি! আপনার
আবার অবিদিত কি ব'লুন? কেন প্রভো! আপনি কি উত্তমা
নারী তারার সচ্চরিত্রতার কথা জানেন না? সে বানরী হ'লেও
তার চরিত্র যে দেবী-চরিত্রের আদর্শ! সুতরাং তার পক্ষে দ্বিপতি
ভজনা করা কি প্রকারে হয় প্রভো!

শিব। হুর্গে! তোমায় আমি পূর্বেই ব'লেছি, জাতি বর্ণা-
নুসারে ধর্ম্ম। উচ্চ বর্ণের ধর্ম্মের সহিত নিকৃষ্ট বর্ণের তুলনা হ'তে
পারে না। উৎকৃষ্ট জীবের সহিত নিকৃষ্ট জীবের ধর্ম্মের সম্পূর্ণ

পার্থক্য আছে, একাসনে সকল জাতি-ধর্মের স্থান দেওয়া উচিত নয়, সেই জন্তই ভগবান প্রিয় ভক্ত অর্জুনকে বলেছিলেন, “স্বধর্মো নিধনং শ্রেয়ঃ পরো ধর্ম ভয়াবহ”। তখন পার্শ্বতি, তারা অশেষ গুণশালিনী জ্ঞানবতী হ’য়ে আপন জাতি-ধর্ম ত্যাগ ক’রবেন কেন ? আমার বিশ্বাস, তারা আপন জাতি-ধর্ম রক্ষা ক’রে জগতে যশস্বিনী হবারই প্রয়াস পেয়েছেন। আর হয় ত ভবিষ্যলোকচক্ষুর নিকট কলঙ্কের কালি দূর ক’রবার জন্তই তুই পতিকে এক পতির রূপ চিন্তা ক’রছেন। আর বিধিদাতা মহাপ্রভুও তারাকে জগতে আদর্শ সতী ক’রবার জন্ত পিতামাতার সত্য রক্ষা দ্বারা তারার সাধনাপ্রসূত অক্ষয় গৌরব অক্ষত রাখলেন।

দুর্গা। স্বপ্নদর্শিন্! আমরা সামান্য জড় মূর্খা রমণী, তখন এ রহস্যতত্ত্ব কেমন ক’রে বুঝব প্রভো! তবে দ্বিপতির এক-রূপ ধ্যান, বড়ই কঠিন সমস্যা, বড়ই জটিল নাথ! আর তারার ত্রায় সচ্চরিত্রা রমণী তাহা প্রতিপালনে সমর্থ হ’বে, এই কারণে আজ ভগবতীর আনন্দ। তজ্জন্তই ঐ শুভ্র প্রভু! চারিদিকেই সতীকুল আনন্দে শঙ্খধ্বনি ক’রছে।

(জয়া ও বিজয়ার পুনঃ শঙ্খধ্বনি)

শিব। সত্যই সতি! তারা সতীরূপিণী সাক্ষাৎ ভক্তি।

দুর্গা। তাহ’লে প্রভু! বানরেন্দ্র বালী কে?

শিব। বালী সাক্ষাৎ কন্দ।

দুর্গা। সুগ্রীব কে?

শিব । সুগ্রীব জ্ঞানরূপী । সেই জন্তই পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের সহিত তাঁর মিত্রতা হবে । সেই জন্তই মহাতেজঃশালী সূর্য্য-অংশে সুগ্রীবের জন্ম ।

দুর্গা । বালীই যদি কৰ্ম্ম হ'ন, তাহ'লে বালী অত ঘোর অত্যাচারী কেন ?

শিব । কৰ্ম্মের প্রকৃতিই এই । কৰ্ম্ম সুকৰ্ম্ম ও কুকৰ্ম্ম ভেদে দ্বিবিধ, জ্ঞান ও অজ্ঞানে জড়িত, কৰ্ম্ম যখন অজ্ঞানে জড়িত তখন ঘোর অত্যাচারী, আবার যখন জ্ঞানে মিলিত, তখন সুশাস্ত, সুশীল ।

দুর্গা । এখন কৰ্ম্মরূপী বালীতে জ্ঞানরূপী সুগ্রীব ত মিলিত, তখন বালী মায়াবী-দৈত্যপত্নী হরণ ক'রলে কেন ?

শিব । সে জ্ঞানরূপী সুগ্রীবের সঙ্গ ত্যাগ ক'রে মায়াবীতে আসক্ত হ'য়েছিল ব'লে ।

দুর্গা । ভক্তিরূপিণী তারা কুকৰ্ম্মরত বালীকে পতীত্ব বরণ ক'রলেন কেন ?

শিব । জ্ঞানসংযুক্ত কৰ্ম্মেই ভক্তি ভজনা করেন । জ্ঞান-রূপী সুগ্রীব সংযোগে কৰ্ম্মরূপী বালী ভক্তিরূপিণী তারার পতি হ'লেন ।

দুর্গা । আবার জ্ঞানরূপী সুগ্রীবকে ভজনা ক'রবেন ত ?

শিব । জ্ঞান সংযুক্ত কৰ্ম্মগত হ'লেই মাত্র জ্ঞানে ভক্তি অবস্থান করেন । তেমনি কৰ্ম্মরূপী বালী অবর্ত্তমান থাকলেই ভক্তিরূপিণী তারা জ্ঞানরূপী সুগ্রীবকে আশ্রয় ক'রবেন, কেমন পার্শ্বাতি ! এই বন্ধনে আবদ্ধ ক'রেই বেদদক্ষ মহর্ষি যোগচিত্ত

তারার বিবাহ কার্য সম্পন্ন ক'রলেন কিনা বল দেখি ? আমার কথায় এ সকলেরই ত মিলন হ'চ্ছে হুর্গে !

হুর্গা। সর্কাস্ত্র্যামিন্ ! এ যে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক তত্ত্ব !

শিব। আধ্যাত্মিকাময়ি ! এ আধ্যাত্মিকতা শুনেই যে বিস্মিত হ'চ্চ ! তুমি কে শিবানি ! শিবময়ি, শুভঙ্করি, ভক্তিরূপা আত্মশক্তি ! তুমি কে হুর্গে ! হুর্গতিনাশিনি—মুখমোক্ষবিধায়িনি—যোগমায়ে—যোগেশ্বরী ! তুমি কে জগজ্জননি ? কোন্ মায়ায় আজ কৈলাস-রঙ্গমঞ্চ পবিত্র ক'রুচ ? কোন খেলায় আজ মূর্খ ভোলায় পাগল ক'রে নিয়ে বেড়াচ্চ ? সর্কাস্ত্র্যামিনি ! না জান কি ? সব জেনে শুনে যে আপন মায়ায় আপনি ভুলে যাও । এরও যে আধ্যাত্মিকতত্ত্ব অতি অদ্ভুত, অতি বিচিত্র !

গীত ।

সব বিচিত্র তোমায় শিবে, শিবের চিত্ত না পায় ভেবে ।

ভবের চিত্র মায়ায় ক্ষেত্র তায় তুমি যে কেন্দ্রভাবে ॥

বস্তুরূপা তুমি যন্ত্রণী, মনময়ী তুমি মন্ত্রিণী,

তন্ময়ে কুলকুণ্ডলিনী ত্রাস্ত জনে কি বুঝে তবে ॥

ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মরূপা, চিরময়ী চিৎস্বরূপা,

যে বুঝে তায় তোমার কৃপা, হয় কৃতার্থ সেই গো ভবে ॥

হুর্গা। প্রভু ! তাও যে আপনাদের ইচ্ছা !

শিব। আপনাদের মধ্যে প্রভুর ইচ্ছাও তাই বটে, কিন্তু ইচ্ছাময়ি, তারও ত তুমি মূলশক্তি । সে শক্তি-হারা হ'য়েই ত প্রভু আজ বনে বনে পর্বতে পর্বতে হাহাকার ক'রে বেড়াচ্ছেন ।

শিবমন্দির ! তোমার মূলশক্তিই যদি না হবে, তাহ'লে প্রভু আমার রাজপুত্র হ'য়ে রাজা হ'তে যান ; এমন সময় তাঁর কেন বনবাস ! আহা শঙ্করি ! প্রভু আমার বনবাস যন্ত্রণা কিরূপ ভোগ ক'র'চেন দেখ !

হুর্গা। কি ব'ল্লে, কি ব'ল্লে শঙ্কর ! আমি আপনার প্রভুকে বনবাস দিয়েছি ? না তিনি স্বয়ং ভূভারহরণকারণ আপন ইচ্ছায় লক্ষ্মী সঙ্গে নরদেহে জন্মগ্রহণ ক'রলেন ! তারও মন্ত্রগাদাতা আপনারা ? আপনি আর পিতামহ ব্রহ্মা আর সমগ্র দেবতা একত্র হ'য়ে এই না পরামর্শ স্থির ক'রেছিলেন ? কেন প্রভু, স্মরণ নাই কি, যখন দেবতাগণ হুর্দাস্ত রাবণের ঘোর অত্যাচারে প্রপীড়িত হ'য়ে রোদন-স্বরে বৈকুণ্ঠের সিংহদ্বার পর্যাস্ত প্রকম্পিত ক'রেছিল, যখন আপনার প্রভু নারায়ণ সেই আর্তিনাদে অমরকুলকে “নভেতবাং” বলে অভয় প্রদান ক'রেছিলেন, তার পরেই যখন স্বর্গসভায় দেববৃন্দের বিরাট সমাবেশ হ'ল, তখন কি আমি তাঁকে কোনরূপে উত্তেজিত ক'রেছিলাম ? না আমিই তার নিয়ন্ত্রী হ'য়েছিলাম ? বরং আমি তার ঘোর বাদিনী ছিলাম, আমার প্রিয়ভক্ত রাবণ তার ধ্বংস ক্রিয়ার মন্ত্রণার জন্য আমি তাতে কিছুতেই স্খলী ছিলাম না ।

শিব। তাহ'লেই হ'ল, তোমার ভক্ত রাবণ হ'তেই ত প্রভুর আমার নরদেহ স্বীকার ?

হুর্গা। কেন প্রভো ! রাবণ কি আমার একারই ভক্ত ? অগুতোষ ! আপনার বরেই ত রাবণ জগতে অদ্বিতীয় ও হুর্দ্বিষ ।

শিব । তারও মূল ত তুমি ? তুমি না হ'লে ত আর কিছু-
রই কারণ হয় না ? পার্কিতি ! সকলই বুঝি, কিন্তু বুঝে কোন
কাজ ক'রতে পারি না ! তা না হ'লে আশ্বে ! একবার ভাল
ক'রে চেয়ে দেখ কি ! ঐ দেখ ! ঐ নয়—সেই পঞ্চবটী ! ষড়ৈ-
শ্বর্যাময় বৈকুণ্ঠশায়ী প্রভু আমার হীন রাজভূষণে অশ্রময়
দরিদ্রতার প্রতিমূর্ত্তি হ'য়ে চীরবকুল পরিধান ক'রে আছেন।
দেখ শিবে ! বিরাটরূপী অনন্ত পুরুষ লক্ষণের অবস্থা ! স্বধরী
দিবারাত্রি বিনিদ চক্ষে পঞ্চবটীর ভীষণ হিংস্রজন্তুর
ভয় ভ্রাণের জন্ত কি ভাবে কি উদ্ভ্রান্ত পক্ষীর ভায়
কুটিরদ্বারে দণ্ডায়মান ! দেখছ কি কল্যাণি ! স্বর্ণজড়িত
বহ্নিশিখারূপিণী স্বয়ং লক্ষ্মী অযোনিজা জনকনন্দিনী সীতার
মূর্ত্তি ! আর না, আর না, পার্কিতি, সব ভুল হ'ল !
সব ভুল হ'ল ! যোগমঞ্চ স্থানভ্রষ্ট হ'ল ! আহা আহা রে—
রাবণবধের পূর্বভাগ কি রোমাঞ্চকর দৃশ্য ! না, না
প্রভু না ! প্রতিনিবৃত্ত হ'ন, প্রতিনিবৃত্ত হন ! নন্দি ! নন্দি !
ত্রিশূল আন ! ত্রিশূল আন ! আমি স্বয়ং আজ ছরাআ রাবণ
বধের জন্ত অগ্রবর্ত্তী হ'ছি ! নবদুর্কাদলবরণ রাম ! বৈকুণ্ঠ-
বিহারি ! বৈকুণ্ঠে যাও । যাও অনন্ত পুরুষ, স্বধামে গমন
কর, ক্ষীরোদ-তনয়া কমলা, যাও মা যাও—প্রিয় পতি ল'য়ে
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মি ! বৈকুণ্ঠে বিহার করগে । আমি যে আছি মা,
অকৃতী সন্তান তোর আমি, আমি যে আছি ! আমি থাকতে
তোদের কেন এত ক্লেশ ক'রতে হবে জননি ! দে নন্দি,

দে আমার ত্রিশূল দে ! আমি আজই রাক্ষসকুল নির্মূল ক'রতে বাহির হব। (গমনোন্তত)

দুর্গা। (ধারণপূর্বক) কোথা যাবেন প্রভু ! একেবারে যে আত্মবিস্মৃত হ'চ্ছেন ?

শিব। না দুর্গে, না, আত্মবিস্মৃত হইনি ! প্রাণে বড় কাতরতা এসেছে ! আহা শিবে ! প্রভুর আমার অবস্থা দেখেছ ? তাই যেতে চাই, ভৃত্য আমি- প্রভুর এ অবস্থা দেখে ভৃত্যের কি এরূপ নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য ?

দুর্গা। আবার ভুলছেন কেন প্রভু ! প্রভুর যে রামনাম প্রচার জন্ত এ রাম-অবতার পরিগ্রহণ। তোলা ! শুধু রাক্ষসকুল নির্মূল ক'রবার জন্ত যে তার অবতারত্ব স্বীকার নয়। রাম নামে ও রামমূর্তি দর্শনে কত পাপী তাপীর যে মুক্তি হবে। ত্রেতার পরব্রহ্ম নামই যে রাম নাম ! সাধুর বাসনা পূরণের জন্তই যে প্রভুর রামাবতার। তবে ভব, ভ্রান্ত হ'য়ে এখনই কেন রাম-লীলার অবসান ক'রতে প্রয়াসী হন ?

গীত।

কেন ভ্রান্ত ভব, না বুঝ অীরাম অস্ত ।

অীকান্ত বৈকুণ্ঠপতি লীলার ছনে সীতাকান্ত ।

রাম কি সামান্ত রত্ন, নিত্যময় পূর্ণব্রহ্ম,

হুথ দুঃখ তাঁর কি ভিন্ন, নির্বিকার কর তাই বেদান্ত ।

নবদুর্কাদল রাম, সদা নয়নাভিরাম,

অপিলে অীরাম নাম, সমভয় হয় শান্ত ।

শিব । তবে বল শিবে ! প্রাণ ভ'রে সেই রাম নাম বল !
সেই রঘুপতি রামের নবদূর্বাদলশ্রাম-রূপ ধ্যান কর, আর প্রাণ
ভ'রে সেই রাম নাম বল । ভূত প্রেত দান রামনামে ডঙ্কা
দিব । আর ফলপুষ্পশোভিত কৈলাস রামনামে আনন্দে উৎফুল্ল
হোক । বল পার্কীতি ! আর সময় নষ্ট ক'রো না, অমূল্য সময়
বুথায় নষ্ট হ'চ্ছে । ইষ্ট চিন্তা হ'ল না, “দিন গেল মিছা কাজে
রাত্রি এল নিদ্রে” ; দেবি, ভক্তের উচ্ছ্বাস মনে প'ড়ছে ! একি,
চারিদিকে কোলাহল কিসের জন্ত ! হ'ল না, হ'ল না দুর্গে ! ইষ্ট
সাধনায় কেবল বিঘ্ন—কেবল বিঘ্ন ! পাপিষ্ঠগণ আমার ইষ্টসাধ-
নার সময়েই কেবল বিঘ্ন দান করে ।

(নেপথ্যে) । হর হর বোম্ বোম্ বোম্ !

হর হর বোম্ বোম্ বোম্ !

হর হর বোম্ বোম্ বোম্ !

বেগে ভূতগণ ও ক্রোধাস্বিতা মানসীর প্রবেশ ।

ভূতগণ । (অস্ত্রাদি উত্তোলন পূর্বক) হর হর বোম্ বোম্
বোম্ ।

মানসী । কার সাধ্য মোর গতি রোধে,

আজি উপাড়িব কৈলাস ভূধর,

ভেঙে দিব যোগমঞ্চ প্রেমিক শিবের,

দর্পচূর করিব সতীর !

শিব। কহ রে ঈশানি !

কোন ভক্তা উন্মাদিনী ইহা !

বিষ হ'তে ভয়ঙ্কর ভয় পাই তেঁই,

রমণীর অগ্নি-অগ্নি বাহিরিছে যাহা !

কর শাস্ত শাস্তিময়ি ! ভক্তা অবলায় ।

ভূতগণ। হর হর বোম্ বোম্ !

মানসী। এখনও পথ কর পন্নিত্যাগ !

নয় ডেকে আন শিব সহ শিবানীরে হেথা,

তা না হ'লে দক্ষ-যজ্ঞ ঘটবে কৈলাসে !

ভূতগণ। হর হর হর বোম্ বোম্ !

মানসী। তো'র হর হর বোম্ বোম্—

শুনিবারে আসি নাই হেথা ।

রামমন্ত্র-উপাসিকা আমি—

রামনামে বাঁধি ভেলা—

হই ভীমা বৈতরণী পার ।

রামনামে বাঁধিয়ে কবচ-

যমের যমস্ত নাশি কি ভয় ভূতেরে ?

ভূতনাথ তোদের রে ঘেই—

ডেকে আন তারে , কহি হই চারি কথা,

নয় ডেকে আন হুর্গা যার নাম,

মায়ী-স্বত্রে ঘুরায় যে অনন্ত জগৎ,

যে মায়ে'র কোড়ে নিদ্রিত রে জগৎসন্তান,

আন্ তারে ডেকে আন্—

দেখে যাই একবার তার পাশাণ হিয়ায় !

ভূতগণ । হর হর বোম্ বোম্ বোম্ !

অ'লে যাই, অ'লে যাই !

শিব । কর রক্ষা অগচ্ছাত্রি ।

কি দেখিছ আর, হয় ছার খার,

শান্তির বিলাস-ক্ষেত্র, এ সুখ কৈলাস,

ভক্তা অবলার কোপে !

ভয় নাই, ভয় নাই ভূতগণ !

ত্রিলোচন দানিছে অভয় !

শাস্ত হও, ভয় কর পরিহার ।

মানসী । হে মহেশ, পারিবে না তাহা,

সতীর ক্রোধের অগ্নি জলিছে দ্বিগুণ,

হয় তার কর প্রতীকার,

নয় আর ভূতগণে বৃথা রক্ষা আশা ?

কুন্তিবাস, দেখ অচিরায়—

ভূত সহ ভূতনাথ জলে হবে ক্ষয় !

শিব-শক্তি হবে শক্তিশূন্য আজ !

শিব । মাগো, কেন হ'ল সতীর বিরাগ !

কর শাস্ত সতীরে তোমার,

নয় সতীকোপে ক্ষণে ভয় হয় ত্রিলোচন !

মানসী । কর ভয়, কর ভয় ত্রিলোচন, দেখহ লোচন মিলে,

বিবাহিতা তারা সতী পন্ডি সহ যায়,
 পথে হায় ছরাচার মায়াবী-দুন্দভি—
 করিছে লাঞ্ছনা তার থাকিতে হে সতিপতি তুমি !
 দুর্গা ! মা মানসি ! ভয় কি মা তোর তাহে,
 ভয়ে ক্রোধ কেন বাছা, করিস্ প্রকাশ ?
 হয় যদি তারা সতী,
 সতীপুণ্যে দুন্দভি-মায়াবি-ভয়,
 রহিবে না তার, অনায়াসে সূত্রীব ও বালী—
 হবে যুদ্ধজয়ী । রহিবে মা, সতীর আয়তি ।
 মানসী । কি, কি কহিলি কঠিনা পাষণি !
 হয় যদি তারা সতী সেই পুণ্যে ঘুচিবে দুর্গতি তার ;
 তবে তুই কেন সতীনাম ধ'রিস্ জগতে ?
 সতী-পুণ্যে সতী যদি হয় গো উদ্ধার,
 তবে সতী কেন তোর পদ পুজে দিবানিশি ?
 সর্বনাশি !
 এ কথা কহিতে তোর হ'ল না মা লাজ !
 লজ্জাময়ি, তুই নয় লজ্জানিবারণী ?
 তবে কেন সতী-লজ্জা না নিবারি তুই,
 পতি-পাশে সদা থাকি নিম্ সতী নাম ?
 আর যদি সতী-পুণ্য নাই থাকে কিছু,
 তাহ'লে ত অবোধে হবে গো দুর্গে
 সূত্রীব ও বালীর সংহার !

তবে রামনাম তোর—

এ জগতে কিসে হইবে প্রচার ?

গীত ।

তবে আর বুঝি হ'ল না মা প্রচার করা শ্রীরামনাম ॥
 যদি ভক্তজন হারায় জীবন, তোর কে পূরাবে মনস্কাম ॥
 তুই গো মা ভবদুর্গা, ভীমাকারা ভীমবর্গা,
 যে বলে মা দুর্গা দুর্গা' দুর্গতিনাশিনি,—
 তোর দুখেহরা সে দুর্গা নাম—আজ কেন মা ভক্তে বাম ॥
 কলঙ্ক নিম্নে নাশে, কুল দে মা কুলহীনে,
 নৈলে কালী কুলহীনে, পড়িবে অকূলে—
 কুল দাও কালী কাতারিনি, ওমা কুলকুণ্ডলিনি,
 অকূলে কুলদায়িনি, নাশ রটাস নে দুর্গাম ॥

শিব । অহো দুর্গে ! শাস্ত কর সতী-রোষ,
 ক্রোধাগ্নিতে বালসিছে সমস্ত কৈলাস !
 দেখ—দেখ ভূতগণ ভয়ে জড় সড়,
 মৃত সম আড়ষ্ট সকল ।
 শাস্ত কর সতি ! শাস্ত কর, দ্বিগ্নে শাস্তি বারি ।

দুর্গা । বৃথা ক্রোধ তোর রে মানসি !
 না জানিস্ সতীর বিক্রম !
 চল চল দেখিবি শ্রে চল সতীর মহিমা !
 ক্ষুদ্র রিপু মারাবী-হৃদভি,
 অঙ্গুলি হেলনে সতী রক্ষিবে সকল ।

আম্নন মহেশ ! আম গো মানসি !

আম ভূতগণ ! চল্ সবে কৈলাসের উচ্চচূড়ে—

উঠি, দেখি চল্ গিয়া—আজি-দেখাইবে সতী—

“সতীর মহিমা” !

সকলে । জয় হর হর বোম্ বোম্ ।

[সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

(বন-পথ)

বালী, সুগ্রীব, শুষেণ, তারি, রানী ও জনৈক

ঋষির প্রবেশ ।

সুগ্রীব । আবার দেখুন আর্য্য ! পুনর্বার বনপথসকল
অস্থি-কঙ্কালের স্তূপ হ'য়ে উঠল ! আবার দেখুন আর্য্য ! পুন-
র্বার বনভূমি ঘোর তমিস্রায় পূর্ণ হ'য়ে গেল ! ঐ—ঐ—চারি-
দিকে অস্ত্ররাশি বর্ষার বৃষ্টিধারার জায় নিপতিত হ'ছে ! আর
পদভূমি অতিক্রম ক'রবার উপায় নাই ।

বালী । তাই ত ভাই, পাগিষ্ঠ মাদ্রাবী-ভ্রম্ভতি অলক্ষ্যে যে
মহাশক্ততা সাধন ক'রতে আরম্ভ ক'রলে ! উপায় ? পথে—
সঙ্গে রমণী !

(নেপথ্য) ছন্দভি। তোর হাড় খাবো, মাংস খাব—
চামড়া নিয়ে ডুগ্ ডুগি বাজাব, আরে ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্!

(নেপথ্য) মায়াবী। ছবু'ত্ত বানর! এবার নিশ্চয় জানিস্
যে, আর তোদের রক্ষা নাই। (অস্ত্র নিক্ষেপ)

জনৈক ঋষি। (লক্ষ্য প্রদান পূর্বক) ও বাপ্-রে! কি সব
ঝালুরে কাণ্ড রে! এখনি প্রাণ গেছল আর কি? ও জামাই বাবু!
ও জামাই বাবু! এ সব কি বাবা! মহারাজ! যা হয়, একটা
কিছু ক'রে ফেল না! না হ'লে গতিক বড় ভাল বুঝছি
না।

স্বষণ। বাছা বালি! এ যে বড় বিপদই হ'ল দেখছি—
হায়, সঙ্গে ছ'টা অবলা।

জনৈক ঋষি। আর মহারাজ! ঐ সঙ্গে আমাকেও একটা
ধ'রে নিয়ে তিনটে ব'লে ফেলুন! হায়, হায়, এ যোগচিন্ত
ঠাকুরের কথায় বিধোড়ে প্রাণটা খোয়াতে এসেছিলাম গা!
(রোদন)

স্বষণ। আঃ, ব্রাহ্মণ, চুপ ক'রুন।

জনৈক ঋষি। বাপু! চুপ্ ক'রে থাকি মনে করি, কিন্তু
আত্মারাম যে উলট্ পালট্ খান!

(নেপথ্য) ছন্দভি। হাড় খাব, মাংস খাব, চামড়া নিয়ে
ডুগ্ ডুগি বাজাব, আরে ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্! (অস্ত্রনিক্ষেপ)

জনৈক ঋষি। ঐ গো, ডুম্ ডুমা ডুম্ অবতারের হাঁকার!

না বাবা, মহারাজ ! বিহিত ক'রুন। নৈলে অবলা ব্রাহ্মণ-
হত্যা হয়। ব্রাহ্মণহত্যা আর স্ত্রীহত্যার পাতক এক সঙ্গে
লাগবে মহারাজ ! (রোদন)

(নেপথ্যে) মায়াবী । এইবার ছুঁয়াছা বানর, আত্মরক্ষা
কর । (অস্ত্র নিক্ষেপ)

বালী । ভাই স্ত্রীীব । আর ত অপেক্ষা ক'রতে পারছি
না । এখনও এখান হ'তে কিস্কিন্দ্যানগর বহুদূর পথ । বিশে-
ষতঃ ছুরাচার মায়াবী হুন্দভি যখন সঙ্গ গ্রহণ ক'রেছে, তখন
কিছুতেই পাপাআরা আমাদিগে পরিত্যাগ ক'রে যাবে না । তুমি
এক কাজ কর ভাই, বৃদ্ধ মহারাজ, বৃদ্ধা মহারাজী, দেবী তারা
আর এই ভর্যার্ত ব্রাহ্মণকে রক্ষা কর, আমি একবার পাপিষ্ঠদের
ভেদের উপায় অবলম্বন করি ।

স্ত্রীীব । আর্ঘ্য ! তারা দুইজন, আপনি একাকী কিরূপে
তাদের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবেন ।

বালী । সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থেক ভাই স্ত্রীীব ! কেন
তুমি কি জান না, দশাশুবিজয়ী বালী এখনই পাপিষ্ঠগণের সমু-
চিত দণ্ড বিধান ক'রতে সমর্থ ! কিন্তু কি ক'রব, সঙ্গে, কুসুম
কোমলা তারা, আর বৃদ্ধা মা মহারাজী, নতুবা কি বানরের
বালীকে আজ এরূপ লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হয় ? আরে মায়াবী
মায়াবী-হুন্দভি ! আজ বুঝি সময় পেয়ে বিক্রম প্রদর্শনে সুবিধা
হ'য়েছে ? কিন্তু এও জানিস্, মহাবীর বালী এতক্ষণ উপেক্ষা
ক'রেছিল মাত্র, নতুবা হুর্ভাগ—

গীত ।

ভাবিস্ রে নিশ্চয় ।

বীরেন্দ্র কেশরী বালী নহে শক্তিহীন, পলকে পলকে পারে করিতে প্রলয় ।

সহিয়াছি অত্যাচার, এবে না সহিব আর, দেখা যাবে দুরাচার, কার জয় পরাজয় ।

নায়াবলে রে মায়াবি, কতক্ষণ আর রবি, এবে যাবে আয়ু-রবি,

বালী রাহ-গ্রাসে:—

গুরু গর্ব হবে চূর, অহমিকা হবে দূর,

অধীর হইবে স্বর, অহর ত তুচ্ছ রর ।

সকলে । ঐ যে—ঐ যে—কে হুই জলন্ত অগ্নিমূর্তি এই দিকে
ছুটে আস্চে !

সুগ্রীব । মহারাজ ! আপনারা শীঘ্র দেবীকে ল'য়ে আমার
পশ্চাৎবর্তী হোন্ ।

সুশেণ । আয় মা তারা, এস রাজি, আসুন ব্রাহ্মণ !

জটৈক ঋষি । হাঁ মহারাজ ! পলানর নামই বাঁচা । শুভ্র
শীঘ্রঃ, চ'লুন, শীঘ্র চ'লুন ।

(নেপথ্যে) মায়াবী । আজ আর মায়াবীর হস্তে কারও
রক্ষা নাই ।

সুগ্রীব । শীঘ্র চ'লুন, শীঘ্র চ'লুন, পাপিষ্ঠেরা ভিন্ন পথে
আক্রমণ ক'রছে । আর্ধ্য সে পথে তাদের গতিরোধ ক'রবেন,
সেই সময় আমরা অনেক দূরপথ অতিক্রমণ ক'রতে পারব ।

বেগে মায়াবী ও দুন্দভির প্রবেশ ।

মায়াবী ও দুন্দভি । ধর্ম্ মার্ পাপিষ্ঠনিচরে ।

হৃন্দভি। এখন এটা খাব, না এটা খাব, ভাবছি মনে,
ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।

জনৈক ঋষি। ও বাবা রে, খাসনি, আমার এ বছর গেলেই
মুগ্ধরস সায় হয় বাবা ! ও বাবা, বেটার কি হাঁ রে —

সুগ্রীব। অর্থা ! এখন উপার ?

বালী। পশ্চাতে আইস মোর ল'য়ে আশ্রয়ন,

সম্মুখেতে রহি আমি ! যাও দেবি ! পিতার নিকট ।

তারা। (জনান্তিকে) কায় হ'তে ছায়া কোথা রহিয়াছে
প্রভো !

যথা কায় তথা ছায়া এই চিরদিন ।

সম্পদের অংশী যারা,

বিপদের অংশী তারা কেন নাহি হবে ?

বালী। ধন্য বীরনারী, বিনামূলে কিনে নিলে মোরে।

এস—এস, শীঘ্র এস আমার পশ্চাতে ।

মারাবী। ভাই রে হৃন্দভি ! রহ আগুলিয়া—

কিনা পথ রক্ষি কর আক্রমণ ।

হৃন্দভি। তাই দাদা, তাই ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।

মারাবী। আরে বালি, নীচমতি বানর অধম !

নষ্ট ছষ্ট নারীচোর পশুর প্রকৃতি,

ইষ্টচিন্তা কর এইবার,

আসিয়াছে তোর মহা আজি দ্বারদেশে ।

ভাই রে হৃন্দভি !

পশ্চাতে যাইয়া কর রণ,

হুঁরাচারগণ যেন কোন মতে —

আত্মরক্ষা করিবারে নারে । মার, মার যত হুঁরাচারে ।

স্বষণ । এস রাণি, এস ব্রাহ্মণ, আমরা এই সময় অন্তরালে যাই ।

জনৈক ঋষি । ত্রাহি মাং মধুসূদন-রক্ষু !

[স্বষণ রাণী ও ব্রাহ্মণের প্রস্থান ।

হৃন্দভি । মার মার, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ । (স্ত্রীসকল সহ যুদ্ধ)

ভারা । সাবধান পাপি, হ'য়ে হুঁরাশার দাস,

কেন অনলে পতঙ্গ হ'তে চাস্ !

ভাবিস না মনে সতীরণে পাবি অব্যাহতি,

অগ্রে জিনি মোরে, পরে তুই হ'স্ অগ্রসর (যুদ্ধ)

বালী । ঘোর রণ ঘোর রণ,

প্রলয়ের ডঙ্ক! যেন বাজিছে চৌদিকে,

এক এক বীর যেন কোণী কোণী সম,

পদকে মায়া'র সৃষ্টি পুনঃ পায় লয়,

কেমনে রক্ষিব হার হুঁরন্ত সংগ্রামে

গহনবিপিনমাঝে আত্মপরিজনে ।

হৃন্দভি । ও দাদা, এটা মেয়ে না মদা গো, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ !

মায়াবী । বর ভাই, আপন বিক্রমে ।

হৃন্দভি । ও দাদা, মেয়েটা যে পুটকী বার ক'রচে গো,

ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।

মায়াবী। তবে আয় ভাই, তুই কর এই পাপিষ্ঠের সহ রণ—
হুন্দভি। (দ্রুতপদে বাণীর নিকট গমন ও যুদ্ধ) তাই ভাল
দাদা, ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ ।

(মায়াবী সহ তার। ও স্ত্রীখাবের যুদ্ধ)

তার।। আজি ঘোররণে কাঁপিবে রে বিরাট বসুধা,
দেখিবি রে পলে পলে পলে সতীর মহিমা।

[যুদ্ধ করিতে করিতে সকলের প্রস্থান ।

—

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

(কৈলাস-শৃঙ্গ)

দ্রুতপদে দুর্গা, মানসী ও শিবের প্রবেশ ।

দুর্গা। ঐ দেখ মা, ঐ দেখ মা, তার। আমার একাকিনীই
দুর্কর্ষ দানব মায়াবীর সকল মায়া ভেদ ক'রে তাকে ক্ষীণশক্তি
ক'রে তুলেছে! (রণচণ্ডী মূর্তি প্রকাশ)

মানসী। অদ্ভুত জননি, অতি অদ্ভুত সতী-পরাক্রম! তাই ত
মা, এ কি দেখছি। ঐ দেখ মা, পাপিষ্ঠ মায়াবীর সকল অস্ত্র
তারার ভীষণ অস্ত্রাঘাতে শূন্য হ'য়ে প'ড়ল। ধন্য সতি! ধন্য

তোমার মহিমা ! দেখ্ মা দেখ্ মা তারা কি ভাবে তরবারি
সঞ্চালন ক'রছে দেখ্ !

শিব । মাগো, তুই রণস্থলে সতীর পরাক্রম দেখে বিস্মিত
হ'চ্চিস্ কি ? এখানে দেখ্, কৈলাস-শৃঙ্গে মহামায়া মহাসতীর
লীলারঙ্গময়ী উন্মাদিনী রণচণ্ডী মূর্তি ! ঐ মূর্তি আজ অভিন্ন
ভাবে তারার দেহে প্রকাশ পেয়েছে ! তাই মা, তারা আজ
মহিষমর্দিনী দানবদলনী আত্মাশক্তি রূপে দানবদলনে সমর্থ !

মানসী । দেখ্ মা দেখ্ মা, সতীর ক্ষমতা কত দেখ্ ।
(অগ্রদর হইয়া) ভয় নাই, ভয় নাই, সতি, ভয় নাই ।

(রণরঙ্গিনী মূর্তি ধারণ)

শিব । একি মা, তুইও যে আজ রণউন্মাদিনী মূর্তি ধ'রে
দাঁড়ালি ?

দুর্গা । শঙ্কর ! সতী-প্রতাপ তুমি বোঝ না, আজ এ বিপদে
যত সতীশক্তি সকলই শক্তিবতী হ'য়ে বিপদগ্রস্তা সতীর গাত্রে গিয়ে
মিলিত হ'চ্ছে ! ভয় নাই, ভয় নাই, আজ তোমার তেজে সামান্য
মায়াবী ত অতি তুচ্ছ, সমগ্র বিশ্ব লয় হ'য়ে যাবে ! সতি ! অবিরাম
সংগ্রাম কর ! অবিরাম অস্ত্র সঞ্চালন কর, কিছুতেই তোমার
শক্তির ক্ষয় হবে না । সতী-শক্তি, সতী-শক্তি, দ্বিগুণ-দ্বিগুণ-
সহস্র-সহস্র ভাবে এসে মিলিত হবে !

মানসী । ভয় নাই, ভয় নাই ! ঐ অস্ত্র, ঐ অস্ত্র নিক্ষেপ
কর ! ঐ মা, ঐ মা, মায়াবী—পাপিষ্ঠ মায়াবী পালায় ।

দুর্গা । ঐ ভীষণ অরণ্যমধ্যে প্রবেশ ক'রলে—তারাও আমার

ছুটেচে! চল্ মা, চল্ মা, এস শঙ্কর, নিম্নশৃঙ্গ হ'তে আমার
হারার অদ্ভুত বিক্রম দেখ্বে এস ।

শিব । ধন্ত—সতি ! ধন্ত তোমার লীলা !

[বেগে সকলের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

(বনপথ)

যুদ্ধ করিতে করিতে ছন্দভি ও বালীর প্রবেশ ।

ছন্দভি । উ, হুঁ, এখানে যুদ্ধ হবে না, এ আমার পছন্দই
হয় না ।

বালী । যেখানে তোর হৃদয় চায়, সেইখানে চল্ ।

ছন্দভি । চল্ ঐখানে । ডুম্ ডুমা ডুম্ ডুম্ । (উভয়ের গমন)

বালী । নে অস্ত্র বাহির কর্ ।

ছন্দভি । না, হ'লো না, এরা কি ব'লছে শুন্বি । বলে,
আমাদের এখানে তোদের যুদ্ধ হ'লে আমাদের বড় কষ্ট হবে ।
উঁহুঁ, তাহ'লে এখানে যুদ্ধ হবে না ! ডুম্ ডুমা ডুম্ । না
এখানে যুদ্ধ হবে না, ডুম্ ডুমা ডুম্ ।

বালী । কোন্ স্থানে হবে যুদ্ধ, চল্ সেই স্থানে ।

ছন্দভি । যে স্থান বেশ ভাল জায়গা, যুদ্ধ হবে সেখানে,

বেশ ভাল কাগজগা, ডুম্ ডুমা ডুম্ (কিয়দূর গমন) উই হ'ল না,
এদেরও নিষেধ আছে ! ডুম্ ডুমা ডুম্ ।

বালী । কি পাপিষ্ঠ ! বারবার হাশুরসে ভুলাও বীরেয়ে ?

হুন্দতি । তবে যুদ্ধ হ'ক্, যুদ্ধ হ'ক্, ডুম্ ডুমা ডুম্ ।

বালী । এই তোর শেষ অস্ত্র হ'ল চুম্বার,
আয় ছরাচার, রক্ষিবি জীবন কিসে ?

এখনি পাঠাই চল কৃতান্ত নগর—

ভীষণ আছাড়ে এক পলক সময়ে !

(হুন্দতিকে সবেগে ধারণ)

হুন্দতি । ও বাবা, প্রাণ বেরয় গো,

ও দাদা গো—প্রাণ গেল গো, ডুম্ ডুম্ ডুম্ ।

প্রাণ গেল গো, প্রাণ গেল গো,

ডুম্ ডুম্ ডুম্ !

[উভয়ের প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

(ধ্যামুক পরিত)

মতঙ্গ মুনির আশ্রম ।

রক্তাক্ত কলেবর মতঙ্গের প্রবেশ ।

মতঙ্গ । কে রে—কোন্ মতিচ্ছন্ন অন্নায় বর্ষক !

অদূরে বালী ও বেগে ছুন্দভির প্রবেশ।

ছন্দভি। ও বাবা গো, প্রাণ গেল গো, ডুম্ ডুমা ডুম্।

(পতন ও মৃত্যু)

মতঙ্গ। কে রে কোন্ মতিচ্ছন্ন অন্নায়ু অনার্য্য বর্কর !
 গাত্রে ঋষিরশ্রাব নিক্ষেপ ক'রে আমার তপোবিঘ্ন প্রদান ক'রলি ?
 একি—দৈত্য যে পতিত ও মৃত ! তাহ'লে অবশ্যই এর কেউ
 নিয়ন্তা আছে। সে যে হোক্ সে হোক্, সে ইন্দ্র, চন্দ্র, যম
 কুবের বরুণ হ'লেও সে আমার তপোবিঘ্নকারী—অত্যাচারী—
 ঘোর শত্রু ! কি, নিরীহ ব্রাহ্মণ ঋষির প্রতি অত্যাচার ! এত
 অত্যাচার ! দাস্তিকতা-শিরোমণি কে সে ? অত্যাচারীর চরম
 আদর্শ কে সে ? গর্বের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি কে সে ? বনাশ্রমী ব্রাহ্মণ-
 দেবী কে সে ? যে হও, সে হও, নিরীহ মতঙ্গের তপোবিঘ্নকারী
 শত্রু, তুমি যে হও, সে হও, কিন্তু এ অত্যাচারের প্রতিফল অব-
 শ্যই ভোগ ক'রতে হবে। যদি কোনদিন জগদেকবরেণ্য ব্রহ্মণ্য
 দেবের আরাধনা ক'রে থাকি, নিষ্ঠাবৃত্তি দ্বারা কোনদিন ক্ষণ-
 মুহূর্ত্তের জন্ত চিত্ত সংযম ক'রে থাকি, তাহ'লে মতঙ্গের অভি-
 শাপ কখন ব্যর্থ হবে না। সে যে হোক্ সে হোক্, সে এই
 ঋষ্যমুক পর্বতে উপস্থিত হবা মাত্র ভস্মসাৎ হবে ! নিশ্চয়ই
 মৃত্যু তাকে আলিঙ্গন ক'রবে। এমন কি আমার তপোবিঘ্ন-
 কারী শত্রুর বংশ বা জাতি মাত্রও এ স্থানে উপস্থিত হ'তে পারবে
 না। আর যদি কেউ উপস্থিত থাকে, তাহ'লেও আমি তাদিগে

এই অভিশাপ প্রদানে বাধ্য হ'ব । কারুণ্যধর্মের অনুরোধে এখনও ব'লছি, তারা আমার আশ্রম হ'তে দূরীভূত হোক—এই মুহূর্তে হোক ।

বালী । (অদূর হইতে কম্পিত ভাবে) প্রভো ! প্রভো !
অধম আমি !

মতঙ্গ । তুই যদি আমার তপোবিঘ্নকারী হোস, তাহ'লে নিশ্চয়ই তুই অধম, নরকের কীটানুকীট, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে ?

বালী । প্রভো ! আমিই সেই পাষণ্ড নারকী !

মতঙ্গ । থাক থাক, তবে ঐখানে থাক, এই ঋষ্যমুখে পদা-
র্পণ ক'রলেই ভস্মসাৎ হবি ! কিছুতেই রক্ষা পাবি না । ব্রহ্মা,
বিষ্ণু, শিব এলেও কেউ রক্ষা ক'রতে পারবে না । হুয়াচার,
ফলমূলসেবী ব্রহ্মপদ-চিন্তা-তৎপর এ মতঙ্গমুনি তোদের কি
অনিষ্ট সাধন ক'রেছিল যে, তাই এই আত্মরিক অত্যাচার ?
দেখ—দেখ পাপিষ্ঠ, সর্ব গাত্র আমার কুধিরত্নাবে আজ' হ'য়ে
গেছে ! থাক মূঢ়, ঐখানে থাক ! নয় পলায়ন কর ! এই মুহূর্তে
আমার সম্মুখ হ'তে দূরীভূত হ' ।

বালী । (সরোদনে) ঋষি—ঋষি ! কমা—কমা—ঋষি-
রাজ পদে ধরি কমা ক'রুন ।

গীত ।

কমা কর হে ব্রাহ্মণ শ্রীচরণে ধরি ।

(আর কিছু চাহি না হে) কর রক্ষা, এই ভিক্ষা, (আর কিছু চাহি না হে)

নংহাং মুরতি হর নৈলে আতঙ্কে যে মরি ॥

বড় ভয় পেয়েছি ননে, দ্বিজ তোমার কোপাণ্ডনে, তায় নিস্তার নাই

ত্রিভুবনে, (সে যে অতি ভয়ঙ্কর), (সে শিবের ত্রিশূল হতেও অতি ভয়ঙ্কর)

ও তায় সগরবংশ হ'ল ধ্বংস গিয়ে পাতালপুরী ॥

তাই ভৃগু-পদ নিলেন হরি,

(আদর সোহাগ ভরে) তাই ভৃগুপদ নিলেন হরি, বজ্রাঘাত সম বিষম আঘাত

পেয়েও পদ নিলেন হরি, বুক যায় যায় হ'য়েছিল, সে ভৃগুর দারুণ পদাঘাতে—

বুক যায় যায় হ'য়েছিল, তবু পদ ধরিল, বলেন ব্রাহ্মণ পায় লাগে না ত, তবু

পদ ধরিল, বলেন হও শান্ত ভ্রান্ত প্রতি (হ'লে কুতাজ্ঞান) বলেন—হও শাস্ত

ভ্রান্ত প্রতি, আমি না বুঝিয়ে হায়, ছিলাম নিদ্রায়, কালনিদ্রা আমার এসেছিল,

এখন ক্ষম হে ব্রাহ্মণ, করহ বর্জন, নিদারুণ রোষ-হতাশন, যেন না করে তার

প্রলয়সাধন, আমার সৌভাগ্য উদয় ব্রহ্মদরশন হ'ল এক্ষণে আ মরি ॥

মতঙ্গ । ক্ষমা ? ঘোর অত্যাচারী ব্রাহ্মণ-তপস্বিদেবী বানরকে

ক্ষমা ! সে ক্ষমাবিষ্ঠাশিক্ষা মতঙ্গ করে নাই বা জানে নাই ।

ক্ষমা ? ভূবৃত্ত কামান্ন মদগর্বিত বানর ! সে ক্ষমা শব্দের অর্থ

কোন অভিধানে বিখ্যাত ? সে অভিধানও তস্ময় হ'ক ! আশ্রিত

ব্রাহ্মণের আশ্রমপীড়ন ? পরশুভানুধ্যায়ী ভগবৎ-পদাধেয়ী ব্রাহ্মণকে

তাচ্ছিল্য ! আবার তার উপর ক্ষমা ?

বালী । প্রভু ! সম্পূর্ণ অজ্ঞানে, প্রভু যে এখানে তপোরত

ছিলেন, তা অধম কিছুমাত্র অবগত ছিল না ।

মতঙ্গ । কি বলি বানর ! ঋষ্যমুকস্থিত চিরপ্রসিদ্ধ লোক-

বিশ্রুত মাতঙ্গের এ আশ্রম, তা তুই জানিস্ না ? সম্পূর্ণ মিথ্যা ।

সম্পূর্ণ মিথ্যা ! পাপিষ্ঠ, আবার পাপের উপর পাপ সঞ্চয় ক'ব্দিম্ ?

বালী । প্রভু ! প্রভুর আশ্রম জানতাম, কিন্তু আপনি যে এ সময় এ স্থানে তপোরত ছিলেন, তা অধম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল ।

মতঙ্গ । আমার আশ্রম চিনিম্, আমি তপোরত ছিলাম কি না, এই না জেনে এই অত্যাচার ! কেমন ? উঃ, সংসারে ছুরাআ-গণের ছলনার অসম্ভাব নাই ! তারা সব ক'রুতে পারে ! তারা সব ক'রুতে পারে ! তাই তারা আমার আশ্রমের শান্তিভঙ্গ ক'রেছে ! তাই তারা এখনও বিষধর অজগরের মুখে অঙ্গুলি প্রদানে সঙ্কোচ বোধ ক'রছে না ! তাই তারা মৃত্যুতেও এখন পরিহাস ক'রছে । আরে হরুত্ত ! (কম্পন)

বেগে স্ত্রীবেবের প্রবেশ ।

স্ত্রীবেব । একি আর্ঘ্য ! এ যে ব্রহ্মক্ৰোধানল প্রজ্জলিত ! এ অনল প্রজ্জলিত ক'রুলে কে আর্ঘ্য ! এখনি যে এ অনলের সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বহ্নি প্রজ্জলিত হ'য়ে উঠবে !

বালী । তাই রে স্ত্রীবেব, এ ধ্বংস-অনল প্রজ্জলিত ক'রবার আমিই মূল কারণ । ছুরাআ হুন্দুভি দৈত্যের বধ কালীন দানব-গাত্রনিঃসৃত শোণিতস্রাব মহর্ষির গাত্রে পতিত হ'য়ে এই ভীম বহ্নির সমুৎপত্তি হ'য়েছে ! এখন উপায় কি আছে তাই কর । প্রভুর নিকটস্থ হবারও শক্তি আমার নাই । এই ঋষামুক স্পর্শ ক'রলেই আমার মৃত্যু হবে, মহর্ষি এই অভিশাপ প্রদান ক'রেছেন । এখন কিসে ঋষি শান্ত হ'ন্, কিসে তাঁর ক্রোধানল নির্বাপিত হয়, তাই কর তাই !

সুগ্রীব। প্রভু! প্রভু! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন! আমরা
অতিশয় ব্যস্ত, আমাদের অপরাধ প্রভুর মার্জনীয়। আপনার
অভিশাপ অব্যর্থ! আপনার অব্যর্থ বাক্য বার্থ ক'রতে চাই না,
আপনি ক্রোধ পরিত্যাগ করুন, অধীনদের এই প্রার্থনা।

মতঙ্গ। তুমি বানর হ'লেও ভদ্র! যদি আমার ক্রোধ শান্ত
ক'রতে চাও, তবে আমার পবিত্র আশ্রম হ'তে এই মৃত দানব-
দেহ স্থানান্তরিত কর; এই মুহূর্তে কর। আমি শৌচার্থে গমন
ক'রলাম, এসে যেন দেখতে পাই, আমার আশ্রম পবিত্র হ'য়েচে।
তাহ'লেই আমার ক্রোধ উপশম হ'য়েছে জানবে। কিন্তু মতঙ্গের
তপোবিঘ্নকারী বানর ক্ষম্যামুখ স্পর্শমাত্রেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

বালী। ভাই, সকলই শুনলে ত? এখন এস, পাপাচার মৃত
দেহ স্থানান্তরে ল'য়ে যাই।

সুগ্রীব। উঃ, আর্ঘ্য, ব্রহ্মতেজ কি ভয়ঙ্কর!

বালী। তা আর বলতে ভাই, আমি যেন দৃক্ কাষ্ঠ হ'য়ে
গেছি। সেই জন্ত ভগবানও ব্রাহ্মণকে ভয় ক'রে থাকেন।

[মৃত ছন্দভিকে লইয়া উভয়ের প্রস্থান।

বানরী ও বানরগণের প্রবেশ।

গীত

সকলে। বাপ বাপ বাপ গালাই চল্। আর কাজ নি বাবা মিষ্টিকল।

এখনি স্তম্ভিনাশা বুড়ো ঝবি পুড়িয়ে ক'রত ছাই,

হায় হায় হায় কি হ'ত রে, কি হ'ত রে ব'সে ভাবছি তাই,
ইস্ ইস্ ইস্ বাপ বাপ বাপ, এ যাত্রা ভারি বেঁচে গেছি:
কি ভাগ্যে এসে প'ড়ল ছোট ভাই,
নৈলে এতক্ষণ দাঁতখিচিয়ে যেতাম কোথা সাগরতল ।

[সকলের প্রস্থান ।

ষষ্ঠ গর্তাঙ্ক ।

(পথ)

মায়াবীর প্রবেশ ।

মায়াবী । বড় লজ্জা, বড় ঘৃণা, নারীরূপে আজ পরাজিত,
কিন্তু—দেখি বাণী ! কেমনে কিস্কিন্দ্য-রাজ্যে—
কর সুখলাভ ! পত্নী-চোর কপট পামর,
জিনিয়া সমর ভেব না ক মনে, মায়াবীর মায়া এড়ি—
রবে নিকটকে । মায়াবী-মায়ায়—
যাবে রাজ্য ছার খারে ।
এক পত্নী তুই মোর করিলি হরণ,
কিন্তু আমি তোমার রাজ্যনারী লইব হরিষে ।
আমি খেয়ে মায়াবিনী দৈত্যবালাগণ,
ক'রে এসে মায়াবীর বিস্তার, ল'য়ে চল্ কিস্কিন্দ্যার নারী,
দৈত্যরাজ-প্রতিহিংসা আজ ক'রে গো সাধন ।

১ম দৈত্যবালার প্রবেশ ।

১ম দৈত্যবালা

গীত

আয় লো আয় রূপসোহাগী রূপের ডালা, আয় আয় ভাই !
আয় আয় ঘাই, লুফে লুফে নখ খাই, ছুটো চুমো দিয়ে ঘাই ॥

২য় দৈত্যবালার প্রবেশ ।

২য় দৈত্যবালা

গীত

তরল সরল, কমল-কোমল, ভালবাসায় গড়া স্বধার চুমো,
পীড়িত সাগরে জনম ইহার সোহাগের অতি সোহাগ জেনো,
একবার খেলে যাবে বাঁধা খুলে, হয় নয় দেখ, হয় জাগ না হয় বুঝো ।

দৈত্যবালাগণের প্রবেশ ।

মোহা পশরা ভরিয়ে বিকিতে সে নিধি এসেছি গো তাই এসেছি গো তাই
তোলা কে আছি রসবতি ! বল্ কার চুমো চাই, বল্ কার চুমো চাই ॥

বানরীগণের প্রবেশ ।

বানরীগণ । আমাদের চাই ! আমাদের চাই, আমরা মরি
তোমরা কি সুন্দর !

মায়াবী । (দৈত্যবালাগণের প্রতি) এইবার ধরেছে ঔষধ ।

নিয়ে চল দানব-পুরীতে ।

এইরূপে কিস্কিন্দায় নারীশূন্ত করিবে মায়াবী ।

[প্রস্থান ।

দৈত্যবালাগণ ।

গীত

ও সেই ডুব দিয়ে নে প্রেমসাগরে মোদের দেশ দেখেনে চোক মিলে ।
সোহাগের মুক্তমাণিক তায় চল চল, ভালবাসার হীরে খেলে ॥

মিলনের এমনি খোদকারী, বিরহের নামটীও নেই যাই বলিহারি,
নাই কুটিল নয়ন ছলের বাঁধন, চল মজা উড়াই মন খুলে ।

[সকলের প্রস্থান ।

জাম্বুবান ও হনুমানের প্রবেশ ।

জাম্বুবান । বলি ওহে হনুমন্ত ভাগা ! এ যে বড় মারাত্মক
বাধি হ'য়ে প'ড়ল দেখছি । রকম ঠাণ্ডাচ কি বল দেখি ?

হনুমান । ছর'ত মায়াবীকে রীতিমত শাসন ক'রতে না
পারলে এ রোগ যে আরোগ্য হবে, তা ত আমার অনুমান হয় না ।

জাম্বুবান । এ যে কিষ্কিন্দা রাজ্যের যত স্ত্রীলোককে সাবাড়
ক'রে দিলে ভাগা ! একে মূর্খ বানর জাত, তাতে গৃহিণী শূন্য ।
মাথা ঠিক রাখতে আর পারে না । কেবল রোদন আর বানররাজ
বালীর প্রতি বিজাতীয় ক্রোধ ।

হনুমান । কেন, দেবী তারা হৃন্দরী ত মাতৃরূপিণী হ'য়ে
সকল বানরদিগকে সাস্থনা দিচ্ছেন ।

জাম্বুবান । আরে ভাগা ! সে সাস্থনায় আর কি হবে ? পুষ্কর,
অনাহত, দেবদত্ত, কত আর নাম ব'ল'ব, তারা সন্ধ্যার সময় ঘরে
স্ত্রীকে রেখে একটা নিমন্ত্রণে গেছল, এসে দেখে যে ঘরে আর
স্ত্রীলিঙ্গ ব'লে একটা পদার্থ নাই । অমনি হাহাকার পড়ে গেল,
যত বানর মিলে হৈ চৈ ক'রতে লাগল । হৈ চৈ মিটতে ঘরে
গিয়ে সবাই দেখে, সকল ঘরের ব্যবস্থাই তাই, কারও ঘরে আর
স্ত্রী নাই । এখন নাও, এই রকমই যদি দিন হ'তে থাকে, তা

হ'লে জী অভাবে বানর বংশ ধ্বংস হ'য়ে যার। বানরবংশ ত আর
বৃদ্ধি হ'তে পারলে না ?

হুম্মান। বানররাজ বালী ত আর নিশ্চিস্ত নন, তবে মায়াবী
মায়াবীকে তিনি ধ'রতে পারছেন না, আর যতদিন না তার প্রকৃত
শাস্তি হয়, ততদিনই বানরজাতিকে এই সকল বিভ্রমনা ভোগ
ক'রতে হবে !

জাম্বুবান। এই আবার কি উৎপাত দেখ, বানর জাত
আগরা, বনের এক কোণে প'ড়েছিলাম, আমাদের উপরে ভায়া,
এ ভোগাভোগ কেন ?

(নেপথ্যে) বালী। মার্ মার্ মার্, পাগিষ্ঠ মায়াবী ঐ পালাচ্ছে।

হুম্মান। চলুন—চলুন মস্তিষ্ক ! এ বানরজাতিরই কোল-
ছল ! কি হ'লো দেখি গে চলুন।

জাম্বুবান। তাই ত হে, এ যে মেয়েমানুষ নিয়েই বিষম
উৎপাত হ'ল দেখছি।

[সকলের প্রস্থান।

নাগরিকাগণের প্রবেশ।

নাগরিকাগণ

গীত

হার দিদি গো, হার দিদি গো, ভাণ্ডার হওয়া কি স্বক্কারি।

এখন হাসব (হাঃ হাঃ হাঃ,) না কাঁদব বল, (উঁ, উঁ, উঁ,)

ভেবে চিন্তে ঠাওরাত্তে না পারি, বড় লেগেছে দিগ্‌দারি, বড় লেগেছে দিগ্‌দারি।

ভাবতেম আগে নাগী জনম ভাল নয়, মিন্‌সে গুলোর মন যুগিয়ে থাকতে হয়,

পাণে চূর্ণ হ'লে কম অমনি মুখ যোরর, দিদি গো সে বরং ভাল,
 এখন দেখতেছি যে রকমারি, এখন দেখতেছি যে রকমারি।
 ভাতার হওয়ার কেলেশ দেখনা বোন, সকল চিন্তা ছেড়ে দিয়ে মাগীর দিকে মন,
 ভাত কাপড় ত দিতেই হবে বাপের ঠাকুর হ'য়ে, ভাতার হ'য়েছে যখন,
 সে ত বেশী কথা নয়, ভাত কাপড় দেওয়া—বেশী কথা নয়,
 মাগ আগলান যে বিষম দায়, এখন ভাতা বা কাবার হায় রে ভাতার,
 হায় রে ভাতার, তোর গুণে: বালাই নিয়ে মার, ভাতার তোরে যাই বলিহারি।
 [সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

(পর্কত-গুহা)

(নেপথ্যে) বালী। এই পথে গিয়েছে, এই পথে গিয়েছে!

মায়াবীর বেগে প্রবেশ।

মায়াবী। রে বানর! আমার মায়াভেদ করা কি তোর
 মাধ্য! এই পর্কত-গুহার মধ্যে প্রবেশ করি। দেখি কেমন ক'রে
 তুই আমার অত্যাচার নিবারণ ক'রতে পারিস্?

[বেগে প্রস্থান।

বালী ও স্মৃত্তীবের বেগে প্রবেশ।

বালী। নিশ্চয়ই ভাই স্মৃত্তীব, ছুরাচার মায়াবী নিশ্চয়ই এই
 পর্কত-গুহার মধ্যে লুকায়িত হ'য়েছে, নিশ্চয়ই চুট এই স্থানেই

আত্মগোপন ক'রেছে! আর আমি বিলম্ব ক'রতে পার্চি না।
পাপিষ্ঠের অত্যাচারে রাজ্য ছারখারে যেতে ব'সেছে! সুতরাং
অবিলম্বেই তার বিধি-ব্যবস্থা করা বিশেষ আবশ্যিক। তুমি এক
কাজ কর, আমি গুহার মধ্যে প্রবেশ ক'রে পাপিষ্ঠের অনুসরণ
করি গে, তুমি তত্ত্বক্ষণ এই গুহারদ্বার রক্ষা কর। আমার বিলম্ব
হয়, তা হ'লেও তুমি আমার অপেক্ষা ক'রে থাকবে। আমি যাবৎ
প্রত্যাবৃত্ত না হই, তাবৎ তুমি অপেক্ষা ক'রবে।

[বেগে প্রস্থান।

সুগ্রীব। যে আজ্ঞা আর্ঘ্য! তাই শু, আর্ঘ্য একাকী গুহামধ্যে
প্রবেশ করলেন, কিন্তু মায়াবীর মায়ায় আমার বড় ভয়! কি
জানি, কোন্ মায়া প্রকাশে মায়াবয় মায়াবী এই গুহামধ্যে প্রবেশ
ক'রলে, তা কে বলতে পারে? মধুসূদন, তুমিই আর্ঘ্যকে রক্ষা
কর। তিনি যাবৎ প্রত্যাবৃত্ত না হন, তাবৎ আমি এই স্থানে
অপেক্ষা করি। ঐ অদূরে বটের তল, ঐ খানেই উপবেশন
করিগে।

[প্রস্থান।

বেগে তারার প্রবেশ।

তার।। শুনিলাম লোকমুখে.

এসেছেন পতি এই পথে.

পতি যার পথে পথে,

পরী তার কোন্ স্মৃথে—রহিবে আলয়ে !
কিবা স্মৃথ তার অট্টালিকারত্বধনপরিজনে !
তাই আজ ভিখারিণী ।

বেগে মানসীর প্রবেশ ।

মানসী । কেন মাগো ! কোন্ কার্ষ্যে আজি সন্ধ্যাদিনী
পাগলিনী সমা ফের দেশে দেশে !

তারা । পতি ব্যস্ত দানব-সংগ্রামে,
নন্ স্থির গৃহে এক দিন,
তাই মা এ ভাবে রই ।

মানসী । পুরুষের কাজ করিছে পুরুষ,
তুমি নারী অবলা সরলা,
শুধু শুভ চিন্তা তাঁর কর মা পূজায় !

তারা । পতিপূজা বিনা কোন পূজা না জানি জননি,
পতিস্মৃথেহুঃখে তারার পরাণ,
পতি বিনা কোন ধ্যান আসে না যে মনে ।
ক্লান্ত পতি দানব-মায়ায়,
সদা তাঁর বিমলিন মুখ,
পূজায় বসিলে মা গো সেই মুখ পড়ে মনে,
তারা-প্রাণ অমনি মা, হয় যে কাতর !
তবে কোন্ পূজা করিব জননি ?

মানসী । রাজরাণী তুমি ! সাজে না মা ভিখারিণী-বেশ
 সাজে না মা দেশে দেশে ভ্রমণ তোমার,
 ঐ অদূরে গিরির গুহা, তার মাঝে,
 তব স্বামী সনে মায়াবীর হইতেছে রণ ।
 ভ্রাতৃ-ভক্ত স্ত্রীকীৰ্ত্তন রক্ষিয়াছে গুহাধারে দ্বারী !
 পাবি না মা এবে দেখা তার !
 আর সতি ! কোন ভয় নাই—
 নিশ্চয়ই বালী করে হবে মায়াবী-পতন !
 নিশ্চয়ই হবে তাহে রাজ্যের মঙ্গল !
 আর মা সাধনাময়ি ! আর যাই—
 ছই চারি কথা ক'রে তোরে ।

[উভয়ের প্রস্থান ।





তৃতীয় অঙ্ক ।

প্রথম গভীক্ষ ।

(দণ্ডকারণ্য)

লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । আর্ঘ্য রামের আজ্ঞায়,
পূজ্যা দেবী জানকী সীতার
অন্বেষণ করি দ্রুতপদে,
কিন্তু পদে পদে ঘটে অমঙ্গল,
কৈ দেবি, দেবি কৈ !
মাগো কোথা তুই ? দেবি ! দেবি !

[বেগে প্রস্থান ।

বনদেব ও বনবালাগণের প্রবেশ ।

গীত

বনদেবী । হায় হায় হায় কি হ'ল কি এমন ঘটিল রে ।

বনদেব । রাবণ আসিল সীতার হরিল, কাননশূন্য করিল রে ।

বনবালা । কত যে আবেগে কাঁদিবু আমি গো—ফেলিয়ে তপ্ত অশ্রুনির,

বনদেব । পাষণ ফাটিল ব্যথায় আমার তপ্ত রাবণ রহিল দ্বির,

বনবালা । কাঁপিল কানন সীতার রোদনে দেবকুল হ'ল অধীর,

বনদেব । এ কানন-রাজ্য হইল শ্রীহীন হইয়ে সীতাবিহীন রে,

বনবালা । আজ মাতৃহারা মোরা—কানন শ্মশান, মা নাই, মা নাই,

সীতা নাই, সীতা নাই রে ।

লক্ষ্মণ । না না কোথাও না পাই দেবীর দর্শন—

পাতি পাতি করি বন ভ্রমিছু সকল-

কৈ কোথা মাগো—দে উত্তর,

লক্ষ্মণ কাতরে ডাকে—তোরে,

বল মোরে কোথা র'সু তুই ?

বল বন, বল তরুলতা,

কোথা দেবী স্বর্ণময়ী সীতা,

কোথা সেই রামের জ্ঞানকী,

লক্ষ্মণের ধ্যানময়ী দেবী ?

দেবি ! দেবি ! কৈ, না পেছু উত্তর,

রঘুবর করেন রোদন, বাই আঁখি !

এখনও পাই নাই দেবীর সন্ধান ।

[বেগে প্রস্থান ।

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

রাম । লক্ষ্মণ রে ! ভাল ক'রে পদ্মবন অন্বেষণ কর ভাই,
শোভনা সীতা বোধ হয় আমারই তৃপ্তির জন্য পদ্ম চয়নে গমন

ক'রে থাকবেন, না, তা ত নয় । লক্ষ্মণ ! আমারই যে ভ্রম হ'চ্ছে, প্রিয়তমা যে আমার চিরভীকস্বভাবা, আমাকে ভিন্ন কখনই যে একাকিনী পদ্ম চয়নে বহির্গত হ'তেন না । তবে গোদাবরী-পুলিন অন্বেষণ কর । বোধ হয় পুণ্যতোয়া গোদাবরী-সৈকতে পুণাময়ী দেবী আমাদের কুটির আগমনে বিলম্ব দেখে উন্মনস্ক হ'য়ে বিচরণ ক'রছেন ।

লক্ষ্মণ । পুণ্যশ্লোক আর্ধ্যা ! একবার নয়, শত সহস্রবার বোধহয় সেই গোদাবরী-তীর পুজাতুপুজ্যরূপে অন্বেষণ করেছি । “আর্য্যো কোথায়” “আর্য্যো কোথায়” ব'লে উচ্চৈঃস্বরে নদী-সৈকত-ভূমি শব্দময়ী ক'রে তুলে'ছি ! আকাশ, বন, গিরিনিঝ'র, এমন স্থান নাই যে, যেখানে লক্ষ্মণের অপ্রতিহত গতি কোনরূপে রুদ্ধ হ'য়েছে । কিন্তু কৈ আর্ধ্যা ! কোন স্থানে ত সাবিত্রীকপিণী মহা-দেবীর দর্শন লাভ হ'ল না !

রাম । বলিস্ কি লক্ষ্মণ ! অশোক তরু-মূলে গিয়েছিলি কি ভাই ! প্রিয়ার যে আমার অশোকের শাস্তিময় তল অঙ্কিত মধুর শাস্তির আকর । বোধ হয়, তাই হবে, শোকনাশক অশোক তরু-মূলেই বোধ হয় প্রিয়া আমার শাস্তি লাভের জন্ত গমন ক'রে থাকবেন । চল্ ভাই লক্ষ্মণ, আমিও তো'র সঙ্গে যাই । এই 'যে সেই নভস্পর্শী লতা পল্লব-কুসুম-শোভিত কদম্ব তরু ! হে কদম্ব বল বল, আমার সেই প্রিয়তমা মনোহর-বদনা সীতার যে তুমি অতি প্রিয়, তুমি কি বলতে পার ? সেই পীতবর্ণ কাষায়বসনপরি-ধারিণী প্রিয়তমা জনকনন্দিনী সীতাকে কি তুমি দেখ নাই ?

তাই রে ! ঐ নয়, ঐখানে তিলক বৃক্ষ, তিলকপ্রিয়! সীতার আমার তিলক বৃক্ষ যে অতি প্রিয়। তাই বলি, হে তিলক ! তুমি অবশ্যই আমার তপস্বিনী সীতার বিষয় অবগত আছে। বল, বল, সেই চাকুহাসিনী বরধ্বিনী মিথিলারাজ-নন্দিনী কমললোচনা সীতা আমার কোথায় ? লক্ষ্মণ রে ! ঐ নয় কুরঙ্গ কুরঙ্গী সকল উর্দ্ধ্বাসে গমন ক'রছে ? জিজ্ঞাসা কর তাই, জিজ্ঞাসা কর, ওরা কুরঙ্গশিত-নয়না সীতার আমার অতি প্রিয় বস্তু, নিশ্চয়ই ওরা আমার সীতার সংবাদ ব'লতে পারবে। নয় চল, চল, আমরা ওদের সঙ্গে সঙ্গে যাই, ওরা বোধ হয় আমাদের আমায় সীতাকে দেখাবার জন্য ঐ বনপথে ছুটে যাচ্ছে ! না, শুনলে না, সব চ'লে গেল ! যারা রৈল, তারাও নীরব ! লক্ষ্মণ ! তবে আমার প্রিয়তমা বৈদেহী সীতা কোথায় ? তাই রে, তবে কি তাঁকে কেউ হরণ ক'রেছে, না এই ভীষণ হিংস্রবৃত্ত-সমাহুল অরণ্যমধ্যে কোন হিংস্র জন্তু সীতাকে আমার ভক্ষণ ক'রেছে !

লক্ষ্মণ । কাকুৎস্থ করণাময় প্রভো ! আপনি অনর্থক শোকে কাতর হবেন না, আশুন, আমরা আরও আবেষণ করি, হয় ত তিনি আমাদের ভয় দেখাবার জন্য অথবা আপনি তাঁকে কতদূর ভালবাসেন এবং আমি তাঁকে কিরূপ ভক্তি করি, তাই পরীক্ষার জন্য সেই ধনশোভাদর্শনে নিতান্ত আগ্রহান্বিতা দেবী কোন বিশেষ ভাবে লুকায়িত আছেন।

রাম । তাই রে ! একথাও অসম্ভব নয় ! সীতে ! সীতে ! ভদ্রে ! ভদ্রে ! ঐ যে—ঐ যে তুমি অশোক তরুতলে অশোক

পুষ্পশোভিতা হ'য়ে আত্মগোপন ক'রে রয়েছে ? চাক্ষুশীলে !
আমি যে তোমায় দেখতে পেয়েছি, আর ত তোমার পরিহাস করা
চলে না। ঐ যে তোমার কদলীযুক্ত কদলী বৃক্ষের গায় উরু !
ঐ যে তোমার ইন্দ্রীর তুল্য নীলপদ্ম চক্ষু। তবে দেবি ! আর তুমি
আত্মগোপন ক'রছ কেন ? ঐ যে তুমি হাসতে হাসতে কর্ণিকার বনে
ভ্রমণ ক'রছ ! আমি তোমায় যে পলকে পলকে দেখতে পাচ্ছি।
বিশাললোচনে ! শীঘ্র এস, দেখ না যে তোমার বিরহে রামের আজ
কি অবস্থা ! দীন, আতুর, বুদ্ধিহীন চৈতন্যশূন্য, স্পন্দহীন হ'য়ে
প'ড়েছি। প্রিয়ে ! আমার নিকট একরূপ পরিহাস তোমার গায়
পতিপরায়ণা রমণীর ত উচিত নয়। সীতে ! সীতে ! কৈ লক্ষণ !
কৈ ! ভাই রে, সীতা নিশ্চয়ই রক্তপায়ী রাক্ষসগণ কর্তৃক হত বা
ভক্ষিত হ'য়েছেন, কেন না আমার একরূপ কাতরতায় পতিপ্রাণা
সীতা কদাচ পরিহাসচ্ছলেও আমাকে উপেক্ষা করতে পারতেন
না।

লক্ষণ। দেবি ! দেবি ! কোথায় আপনি ? উত্তর দিন ?
দাস লক্ষণ আপনার অদর্শনে যে বড়ই ব্যথিত হ'য়েছে ! মাতৃ-
রূপিণি দেবি ! আমি যে আপনার স্নেহে মাতা স্মিত্রার অকৃত্রিম
স্নেহও বিস্মৃত হ'য়েছিলাম ! দয়াময়ি ! পূণ্যবতি ! তবে আজ আপ-
নার সে স্নেহ কোথায় ? কেমন ক'রে লক্ষণের স্নেহ বিস্মৃত হয়ে-
ছেন ! কেমন ক'রে পতিপ্রাণা হ'য়ে আৰ্য্য রামচন্দ্রকে এই
হৃৎখারবে নিমগ্ন দেখে নিশ্চিন্ত আছেন ? আৰ্য্য ! কোথায় আপনি ?
মা ! কোথায় আপনি ! আমি ত স্তম্ভিত আপনার কোন

অপ্রীতিকর কার্য্য করি নাই; যে মুহূর্ত্তে আপনি মায়াবীর মায়ায়
 আর্থ্যের আসন্ন বিপদ অনুমান ক'রে আমাকে তাঁর অনুসন্ধান
 বাহির হ'তে ব'লেছিলেন, আমি ত সেই মুহূর্ত্তেই আপনার আজ্ঞা
 বেদনাক্রম জ্ঞান ক'রে বেদময়ী মহাদেবি! আপনার মহাজ্ঞা
 পালনে বহির্গত হ'য়েছিলাম, তবে আপনি আমার কোন্ অপরাধে
 আমাদের এত কাতর আহ্বানেও কর্ণপাত ক'রছেন না? যদি
 অজ্ঞানে কোন ত্রুটি ক'রে থাকি, তা হ'লে ত মা স্তুমিত্রা অযোধ্যা
 হ'তে আসবার সময় আমাকে আপনার পদে সমর্পণ ক'রে দিয়ে-
 ছিলেন। দেবি! আমি যে আপনার সন্তান, সন্তানের ত্রুটিতে এত
 ক্রোধ করা কি দয়াময়ী মায়ের কর্তব্য? আর্থ্যো! উত্তর দিন,
 এখনও উত্তর দিন! আমি যে আপনার অদর্শন-যাতনা কিছুতেই
 সহ্য ক'রতে পারি না! দেবি! আপনাকে না দেখতে পেয়ে যে
 পৃথিবী অন্ধকারময় দেখি। দিক সকল শূন্য বোধ হ'চ্ছে!

রান্না। লক্ষণ! ঐ দেখ! ঐ হরিণ সকল অশ্রুপূর্ণনয়নে
 যেন আমাকে ব'লছে যে, "রাক্ষসগণ সীতাদেবীকে ভক্ষণ ক'রেচে!
 হা আর্থ্যো! কোথায় তুমি! হা সাক্ষি! কোথায় তুমি? হা পাত-
 ব্রতে! কোথায় তুমি? হায়! হায়! তাই রে লক্ষণ, এতক্ষণে
 বুঝলেম যে এতদিনের পর কৈকেয়ী মায়ের মনোরথ সফল হ'ল!
 হায় রে! যে নীতার সহিত আমি বাঁচি হ'তে বহির্গত হ'য়ে বন-
 বাসে এলাম, আজ সেই সীতাকে বিসর্জন দিয়ে কেমন ক'রে
 চতুর্দশ বৎসর পরে অযোধ্যানগরে প্রবেশ ক'রব! লক্ষণ! তখন
 যে আমাকে সত্যে নির্দয় হীনবীণা ব'লবে। বনবাস অবসানে

যখন বিদেহরাজ-রাজর্ষি জনক আমাকে কুশল জিজ্ঞাসা ক'রবেন, তখন আমি তাঁকে কেমন ক'রে মুখ দেখাব? তিনি নিশ্চয়ই আমাকে সীতাবিহীন দেখে কতটা বিনাশে সমুপ্ত হ'য়ে যোহ প্রাপ্ত হবেন। হায় রঘুকুলগৌরব পিতা, আপনি ষণ্মার্থই স্বর্গগত হ'য়ে কৃতার্থ হ'য়েছেন। না, না ভাই, আমি আর ভরতপালিত আনো-
ধ্যায় যাব না, স্বর্গও যদি সীতারহিত হয়, তা হ'লে তাও আমার মতে শূন্য, রাজস্ব ত কোন্ ছার, লক্ষণ! রাজ্য ত কোন্ ছার!

লক্ষণ। সকলই বুঝতে পারছি অর্ঘ্য! তথাপি শোকভাগ ক'রে ধৈর্য্য ধারণ করাই মহত্বের লক্ষণ! হে গুণনিধান রামচন্দ্র! আপনি এত অস্থির হ'লে আমাকে সাহসনা দেবার কে আছে?

রাম। সীতাস্থল রামের আর কি শক্তি আছে ভাই লক্ষণ, যে, তোমাকে আর সে সাহসনার বাক্য প্রয়োগ ক'রবে! না, লক্ষণ, তা হবে না, এখনও ভাল ক'রে সকলকে জিজ্ঞাসা ক'রতে হবে। কেউ না কেউ অন্যত্রই আমার সীতার সংবাদ জানে। ভাই! চল, চল, বিশেষরূপে অন্বেষণ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।]

বিবাতাপুরুষের প্রবেশ।

গীত

বিবাতা। কেন লিখিতে ব'লেছিলে হে আমারে, ওহে ভাবলিখনকারী - রামে।

(রাম হে - প্রহ হে - মুকুন্দমুরারি)

কি লিখিতে কি লিখি, লিখনবটন - হরি, হরি - খাঁড়ি ভাদে।

এই কি লিখেছিনু পরব্রহ্ম, ভাগ্যকলকে তব—

চৈতন্যরূপিণী সীতা তুমি হারাবে.

এ ত লেখা নয় যে ঈবাস, তোমারি লিখন হরি,

তোমারি লিখনে তুমি কান্দ হা হ। রবে,

শুধু নিমিত্তের ভাগী করিলে আমারে,

শুধে নিমিত্তকারণ. এও দেখিতে হইল শেষে ॥

কে তুমি হে রাম, জান কি হে তুমি বৈকুণ্ঠের নিত্যানন্দ—

চতুর্ভূজ শঙ্খচক্রধারী বনমালী,

অযোধ্যায় রাধব, গোলোকে কেশব, ভক্তের মাধব,

হ'য়ে গোপীপ্রাণধব, কর চতুরালী,

কভু লও বাঁশী, কভু ধর অসি, কভু হে ধনুকধারী,

কভু কল রূপে কর ভুবন আলো, বিশ্বর ভক্তমানসে ॥

[প্রস্থান ।

রাম ও লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ ।

রাম । গোদাবরীকে জিজ্ঞাসা করি ভাই ! গোদাবরি ! সন্তপ্ত
দীনভাবাপন্ন রামকে উত্তর দানে অতিথি সৎকার কর । বল—
সীতাকোথায় ? উত্তর দাও রাম তোমার দ্বারে আজ অতিথি ।
ভাই লক্ষ্মণ ! এত ক'রে ব'লছি, তবু ত স্নেহময়ী গোদাবরী নদী
আমায় কিছু ব'লছেন না ? হে পর্বতশ্রেষ্ঠ ! তুমি নয় বল, তুমি
ত উচ্চশৃঙ্গে এ বনভূমি সকল নিরীক্ষণ ক'রছ, তুমি বল, কোথায়
আমি হ'তে বিচ্ছিন্ন হেমান্তী হেমপ্রভা সীতা ? কি, ব'লবে না ?
কিন্তু ব'লতে হবে. যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তোমার সাহসকল

বিধ্বংসিত না কৰি, সেই সময়ের মধ্যে আমাৰ সতীৰ সংবাদ তোমাৰ বলতে হবে। রে গোদাবৰি! তুমি যদি আমাৰ সীতাৰ সংবাদ না বল, তা হ'লে নিশ্চয়ই জেন' আমাৰ শৱানলে আজ তোমাৰ শুক হ'তে হবে! কেউ রক্ষা ক'ৰ্তে পাৰবে না! বল, বল, যে যেখানে আছ, ৰামেৰ সীতাকে কে কে দেখেছ, তাই শাস্ত্ৰ বল? একি? লক্ষ্মণ! একি? এই যে সীতাৰ ভূবণেৰ স্বৰ্ণখণ্ড! এই যে সীতাৰ গলস্থ বিবিধমালা ছিন্নভিন্নভাবে পতিত! একি ভাই! ভূতলেৰ চতুৰ্দ্দিক যে স্বৰ্ণবিন্দুৰ আয় বিচিত্ৰ রক্তবিন্দুসমূহে রঞ্জিত! লক্ষ্মণ রে! এতক্ষণে বুঝল ম. আৰ আমাৰ সীতা নাই! নিশ্চয়ই কামৰূপী ৰাক্ষসেৰা বিদেহৰাজনন্দিনী সীতাকে ছেদন ক'ৰে বিভাগ পূৰ্বক ভক্ষণ ক'ৰেছে। নিশ্চয়ই সীতাৰ জন্তু এখানে কোন ছই ৰাক্ষসেৰ ঘোৰ সংগ্ৰাম হ'য়েছিল, তা না হ'লে এই ভূতলে পতিত মুক্তামণিখচিত বিভাষিত মনোহৰ ভগ্নধনু কাৰ? বিশীৰ্ণ স্বৰ্ণময় কবচ, উৎকৃষ্ট মাল্যশোভিত শত শলাকাবিশিষ্ট ছত্ৰ কাৰ? দেখ, দেখ, এই ভগ্নচক্ৰ এথ কাৰ? এই রথাক্ষপৰিমিত কাঞ্চনভূষিত ভীষণ নষ্ট বাণ সকল কাৰ? ভাই রে, আৰ এই যে অশ্ব চালন-যষ্টি ও রাশ্মিধাৰী সারথি নিহত হ'য়েছে, এ সকল কাৰ? এই যে—এই যে কামৰূপ পদচিহ্ন! ভাই রে, এ যে ৰাক্ষসেৰ পদচিহ্ন! নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই তাই, প্রাণাধিকাকে আমাৰ ৰাক্ষসে ভোজন বা অপহৰণ ক'ৰেছে. সে বিষয়ে আৰ সংশয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মণ! একটা কথা জিজ্ঞাসা কৰি ভাই, যখন প্রাণপ্রতিমা প্রিয়তমা সীতাকে পান্যআৰা হৰণ বা ভক্ষণ ক'ৰুলে, তখন দেবগণ আমাৰ

কি হিতকর কার্য সম্পাদন ক'রলেন? লোকে অজ্ঞানতা বশতঃই দেবগণের অভীষিত কার্য না ক'রে থাকে, কিন্তু আমি ত কোন কালে দেবগণের অপ্রীতিকর কার্য করি নাই। তাই বুঝি দেবগণ আমাকে হীনবীৰ্য্য জ্ঞান করেন? কিন্তু দেখে ভাই লক্ষ্মণ! গুণও আজ আমাতে দোষরূপে পরিণত হ'ল। তাই হোক, যুগান্তকালীন মহামূৰ্খা যেমন চন্দের নিকট কিরণসকল নষ্ট ক'রে উদ্ভিত হন, সেই-রূপ আমার তেজ সনস্ত গুণ সংহার ক'রে ছুরাত্মা রাক্ষসদিগের—এমন কি সনস্ত প্রাণীর সংহারার্থে প্রদীপ্ত হবে! লক্ষ্মণ! যক্ষ, রক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব, কিন্নর বা মানব—কেহই আজ সুখী হ'তে পারবে না। লক্ষ্মণ! দেখ, অবিনশ্বে আমার শরসমূহে আকাশসকল সমাকীর্ণ হবে। গ্রহসংকার ও চন্দ্রোদয় নিবারিত, নির্মল বায়ু বিনষ্ট সাগর শোষিত, সূর্য্যাকিরণ রুদ্ধ, পৰ্ব্বত, শৃঙ্গ সকল বিচূর্ণ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম সকলই ধ্বংসীভূত হবে। এখনও ব'লছি, যদি দেবতার! এখনও আমার প্রাণাধিকা সীতাকে প্রত্যর্পণ না করেন, তা হ'লে আমার আকর্ণদন্ধান বাণসমূহে—এই দেখ লক্ষ্মণ! এই মুহূর্ত্তে কি প্রলয়ঙ্করী ঘটনা সংঘটিত হয়, তাই দেখ! দাও দাও, এখনও আমার প্রাণপ্রতিমা সতী সীতাকে দাও! (বকল, অজিন ও জটাবকনোত্তোগ)।

লক্ষ্মণ। (স্বগত) একি! আর্যের যে এ সাক্ষাৎ ত্রিপুরবিনাশী তুচ্ছ রক্তমূৰ্ত্তি! আরক্ত নয়ন, ক্ষুরিতাধর ঘন ঘন কম্পিত হ'চ্ছে!

রাম। এই লক্ষ্মণ, এইবার হ'য়েছে, দাও আমার ধনু। (ধনুগ্রহণ) যেমন জরা, মৃত্যু, কালও বিধির গতি প্রতিহত হয় না,

ভেমনি আমার ক্লান্তগতির গতি কেহই প্রতিহত ক'রতে পারবে না ! তবে আমি এখন ব'লছি, আমার সুদীর্ঘ অনিন্দিতা সীতাকে তোমরা এখনও দাও । :যদি সচরাচর ত্রিলোক এমন কি সমস্ত জগত বিমর্দিত দেখতে কারো ইচ্ছা না থাকে, তা হ'লে এখনও ব'লছি, আমার প্রাণের প্রাণ সীতাকে দাও । (জ্যাকর্ষণ)

লক্ষণ । (স্বগত) একি, মূর্তি আরও যে ভরকর ! শ্যামল নব দুর্বাদল ভেদ ক'রে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গসকল একত্রীভূত হ'চ্ছে ! আর ত পৃথিবী ধ্বংসের ক্ষণ মুহূর্ত বিগম্ব নাই ! (প্রকাশে,— (রামচন্দ্রের পদ ধারণ পূর্বক) দাদা, দাদা, আপনি যে চন্দ্রের লক্ষ্মী, সূর্য্যের প্রভা, বায়ুর গতি, পৃথিবীর ক্ষমা, আপনাতে যে সমুদয় গুণ ও অনুপম বশ সততই রক্ষিত ! তবে আবার আজ একি ভাব ! রঘুনন্দন, আপনি যে সমস্ত প্রাণীর রক্ষক এবং তাদের পরম গতি । তখন একজনের জন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসে উত্তত হ'য়েছেন কেন ? পৃথিবীপতে ! অবশ্যই পৃথিবীস্থ সমুদয় লোকেই সীতা ভক্ষণ বা সীতা হরণ পূর্বক আপনার শত্রুতা সাধন করে নাই, তখন বিনা কারণে পৃথিবী ধ্বংস করা ত আপনার জ্ঞান মহানুভবের বিহিত বোধ হয় না । আর্ঘ্য ! দেবগণের অমৃতলাভের জ্ঞায় মহারাজ দশরথ মহাতপশ্রায় ও মহাযজ্ঞে যে আপনাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন, তিনি আপনার গুণে বাধা হ'য়ে আপনার বিরোগেই স্বর্গ গমন ক'রেছেন, তা হ'লে কাকুৎস্থ, আপনি যদি এই উপস্থিত দুঃখ সহ্য না ক'রবেন, তা হ'লে অন্নপ্রাণ আর কে সহ্য ক'রবে ?

রাম। তবে লক্ষণ! ভাই রে! কি করি, কোথায় যাই!
কেমন ক'রে সীতাকে পাই, তারই স্মৃতি করি ভাই!

লক্ষণ। আর্ধ্য! আসুন, আমরা এই বহুবৃক্ষলতাসমাবৃত
রাক্ষসগণসমাকীর্ণ জনস্থানসকল বিশেষভাবে পুনর্বীর অন্বেষণ
করি গে। এ স্থানে অনেক গিরি, দুর্গ, বিদৌর্ণ পায়ানথও, কন্দর,
নানামৃগসমাকুল ভয়ঙ্কর গুহা, কিষ্কর ও গন্ধর্ব্বগণের বাস আছে।
আসুন আর্ধ্য! আমরা স্থিরভারে সেই সকল স্থান পুনর্বীর পর্যটন
ক'রতে থাকি! দেখুন, দেখুন আর্ধ্য! ঐ পর্বত সান্নিধ্য পর্বত
শৃঙ্গের ছায় এক পক্ষী ভূতল শায়িত, দেখতে পাচ্ছেন কি?

রাম। ভাই রে, ভাই রে, পাপিষ্ঠ নিশ্চয়ই রাক্ষস। ছুরাচার
মায়াবে পক্ষী মূর্তি ধারণ ক'রে আমার প্রাণাধিকা বিদেহ-
রাজনন্দিনীকে নিশ্চয়ই ভক্ষণ ক'রেছে! কি ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখ
লক্ষণ! আরে ছুরাচার, ক্ষণেক অপেক্ষা কর, ক্ষণেক অপেক্ষা
কর, আমি এই মুহূর্তে আমার প্রদীপ্তফলক ঋজুগামী বাণ দ্বারা
তোমার পাপকার্যের সমস্ত প্রারম্ভিক বিধান ক'রছি দেখ!

(বাণ সংযোজন)

জটায়ু। (ভূমিতে পতিত থাকিয়া) নবদুর্বাদল-বরণ
রাম! তিষ্ঠ, তিষ্ঠ! ধর্ম্মরক্ষা সংঘত কর। আমার উত্থানশক্তি
রহিত! কণ্ঠায় রুদ্ধ হ'য়ে আসছে। বাণ নিক্ষেপ ক'র না।
দুরাত্মা রাবণ সেই অঘোনিজা লক্ষ্মীরূপিণী সীতা ও আমার প্রাণ
উভয়কেই হরণ ক'রে নিয়ে গিয়েছে! যাই রাম! দাঁড়াও, ভাল
ক'রে দাঁড়াও! দুরাত্মা, মাকে হরণ ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল, সম্ভান

আমি তা দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলাম । আমার যুদ্ধেই পাণিষ্ঠের রথ ভগ্ন হ'য়ে ভূতলে পতিত র'য়েচে । আমার পক্ষাঘাতে ঐ যে পাণাঘ্রার সারথি নিহত হ'য়েছে । হুয়াওয়া রাবণ আমার দুই পক্ষ ছেদন ক'রেছে । হায় রাম ! আমি পূর্বে রাক্ষস হস্তে নিহত হ'য়েছি, আর কেন তোমার ভুবনধ্বংসী বাণ তুমি যোদ্ধনা ক'রছ ? আমি তোমার পিতৃবন্ধু, নাম জটায়ু ।

রাম । কি কি বল্লে পক্ষিরাজ ! তুমি আমার প্রিয়বাদিনী প্রাণাধিকা সীতার জ্যেষ্ঠ একরূপ ভাবে আত্মোৎসর্গ ক'রেছ ? তবে দাও, দাও, আমার প্রাণভ'রে আগ্নিকন দাও । (আলিঙ্গন প্রদান) ধন্য, ধন্য পক্ষিরাজ ! তোমার পক্ষি-জীবন ধন্য । (শুশ্রূষা করণ) লক্ষণ ! ভাই রে ! দেখছি, আমার শ্রায় হুর্ভাগ্য আর এ সংসারে কে ভাই ! রাজ্যচ্যুত-বনবাসী হ'য়েছিলাম, এখন আবার পত্নীহারী হ'য়ে আমাদের হিতাকাজক্ষী চির সুহৃদ এই গৃধ্রশ্রেষ্ঠ জটায়ুকে হারালাম । রাজ্যচ্যুতিতে, বনবাসে আর সীতাবিয়োগে যে যন্ত্রণা না অহুভূত হ'য়েছিল ভাই, আমার জ্যেষ্ঠ এই পক্ষীর প্রাণবিরোগে তদপেক্ষাও দারুণ দুঃখ উপস্থিত হ'য়েছে !

লক্ষণ । সতাই আর্ঘ্য ! জ্ঞানবান সাধুদিগের কথা বলছি না, পক্ষিগণের মধ্যেও একরূপ দুর্ভাগ্যের আশ্রয়, আত্মোৎসর্গের জলন্ত উদাহরণস্বরূপ শৌর্যাশালী ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধু দর্শন ক'রে বাস্তবিকই চমৎকৃত হ'তে হয় !

জটায়ু । গুণময় রাম ! আজ আমার সকল সার্থক । পক্ষি-জন্ম হ'তে মুক্ত হ'য়ে চলেম । রঘুনন্দন ! আর আমার অধিক

বিলম্ব নাই, প্রাণবায়ু রুদ্ধ হ'চ্ছে। নেত্রদ্বয় ঘূর্ণিত হ'চ্ছে। কাকুৎস্থ !
 চিন্তিত হও না, ছুরাআ রাবণ বিন্দু লগ্নে থাকে আমার হরণ
 ক'রেছে, স্তূতরাং মংস্তু বেক্রপ বড়িশ গ্রহণ ক'রে অর্চিরে বিনষ্ট
 হয় তক্রপ পাপাআ রাবণেরও ধ্বংস হবে। লোকাভিরাম রাম-
 চন্দ্র ! চল্লম, আজ পরোপকারে জীবন বিসর্জন দিয়ে পরম আত্ম-
 তৃপ্তি লাভ ক'বে হাসতে হাসতে চল্লম। করুণানিদান ! হৃদয়ে
 শক্তি দাও, হৃদয়াসনে তোমার আমি যেন স্থান দিখে যেতে পারি !
 দৃষ্টিশক্তি দাও, আমার নয়নতৃপ্তিকর নবদুর্কাদল রূপ যেন ভাল
 ক'রে দর্শন ক'রতে থাকি। হে করুণানিদান, আমার এই কর !
 রাম—রাম—রাম—

গীত।

এই ক'র হে প্রভু রাম মম এ নিদানে।
 এই দীপ্ত হীনে, ও রূপ দেখিতে দেখিতে, যেন পারি হে যাইতে,
 তোমার নিত্য শান্তি-ধাম বৈকুণ্ঠ ভবনে ॥
 আমার পঞ্চভূতবিনির্মিত, এ দেহ হবে গত,
 তার যাহা সারভূত, তারে শান্তি দাও :—
 তুমি সর্বভূতে আশ্বারাম, তাহা আমি জানি রাম,
 তাই হে শরণ নিলাম তোমার চরণে ॥
 তোমার অংশ তোমার যাবে, জলে জল মিশাইবে,
 এর চেয়ে কি শান্তি তবে, আছে দয়াময় :—
 রাম জয় রাম জয়, ঘুটিল ঘমের ভয়, ঘুটিল জটরভয় আমার এতদিনে ॥

(মৃত্যু)

লক্ষণ । আর্ঘ্য ! এই যে দেখ্ন্তে দেখ্ন্তে পরম মিত্রের জীবন-
স্বর্ঘ্য অস্তে গেল ! আত্মসর্গী মহাপুরুষ ! তোমার আশ্চর্য্য
চরিত্র লোকশিক্ষার আদর্শ উদাহরণ । যারা পরের জন্ত বিনা
স্বার্থে আপনার জীবন একরূপ ভাবে বিসর্জন দিতে পারে, কে সে
পক্ষিদেহধারী অমর-দেবতা ? সে রত্ন কখন মর্ত্যের নয়, স্বর্গীয়-
ভাবাপন্ন আদর্শ দেবতা । যাও মিত্র, যাও সুহৃদ, যাও বন্ধু, যাও
দেবতা, তোমার জন্ত নারায়ণের শ্রীবৈকুণ্ঠ-দ্বার চির উন্মুক্ত, হাসতে
হাসতে চ'লে যাও !

রাম । যাও ভক্ত গৃধ্ররাজ ! আজ দুর্ভাগ্য রামের এ বিপদে,
প্রাণাধিকার সংবাদ দিয়ে যে উপকার ক'রে গেলে সে উপ-
কার, সে কৃতজ্ঞতা, জীবনে কখনও ভুলতে পারব না । তার
যথার্থ পুরস্কার তুমি লাভ কর । তোমার পবিত্র আত্মার যথাবিহিত
সদগতি হ'ক । এ শোকময় রামচরিতের মধ্যে তোমার নিঃস্বার্থ
আত্মসর্গের পবিত্র কাহিনী অনন্তকালের জন্ত বিদ্যাত্মকরে
লিখিত থাকবে । ভক্ত জটায়ু, পিতৃবন্ধু জটায়ু, যাও - আনন্দ লাভ
কর গে যাও । সে আনন্দ তোমার গোমুখী-নিঃসৃত গঙ্গার ত্রায়
ব্রহ্ম-মন্দির হ'তে অনন্তকালের জন্ত প্রবাহিত হ'তে থাকবে ।
এখন এস ভাই লক্ষণ, এই মাননীয় পূজনীয় পরোপকারী পিতৃবন্ধু
জটায়ুর পবিত্র জড়দেহের যাতে সৎকার হয়, তাই করি এস ।
ইনি যখন আমাদের জন্ত আপনার অমূল্য জীবন পরিত্যাগ ক'রে-
ছেন, তখন ইনি আমার পিতা দরশনের ত্রায় পূজ্যাম্পদ । সুতরাং
আমি অগ্নি উৎপাদন ক'রে এই পরম মিত্র গৃধ্ররাজের সৎকার

ক'রব। এই পক্ষিশ্রেষ্ঠকে আমি চিত্র স্থাপন ক'রে দণ্ড ক'রব। আর ভাই, পুত্রের ত্রায় পিণ্ডদান, তর্পণাদি—পুত্রের অবশ্য পালনীয় কার্যগুলি বিশেষভাবে সম্পন্ন ক'রব। চল ভাই লক্ষণ! অগ্রে অদূরে এই মৃত দেহ ল'য়ে যাই চল। তার পর জীবনের শোণিত বিনিময়ে সীতা-উদ্ধারের চেষ্টা করা যাবে।

লক্ষণ। তাই চলুন আর্য্য।

[উভয়ে জটায়ুর মৃতদেহ লইয়া প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(বনপথ)

ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র, ভগবতী ও মানসীর প্রবেশ।

মহাদেব। দেখেছেন পদ্মযোনি! কমললোচন প্রভুর আমার বনবাস-যাতনা কিরূপ দুঃখভেদী! করুণানিদান কাকুৎস্থ রামের করুণ যোগদনে আজ বনের পশুপক্ষীও কাঁদছে। এখনও যা হয় করুন। আর আমি কিছুতেই প্রভুর অবস্থা দেখে স্থির থাকতে পারছি না। পদ্মযোনি। পিতামহ! যদি দেবগণের দুর্গতি মোচনের জন্তই রাবণবধের আবশ্যক হয় এবং সেই জন্তই যদি প্রভুকে আমার এই যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে হয়, তা হ'লে হয় অনতিবিলম্বেই রাবণবধ ক্রিয়া সমাপ্তি ক'রুন, নয় চলুন, মায়াময় হরির মায়ায়

ভাব দূর ক'রে বৈকুণ্ঠ-বিহারীকে বৈকুণ্ঠ ল'য়ে যাই। আর নয়, বলুন—রুদ্ধ ! তে'মার রুদ্ধ-তেজে পৃথিবীর সকল ভারের ধ্বংস কর। তা প্রভুর জ্ঞাত ক'রব, কিছুতেই কোন বিষয়ে পশ্চাৎপদ হ'ব না।

ব্রহ্মা । ভোলা, ভক্তের হৃদয় এইরূপই বটে। কিন্তু মহেশ্বর, রাবণবধের যে এখনও অনেক বিলম্ব। কেবল মাত্র রাম-বনবাসে ও সীতাহরণে সে নাটকের দুইটি গর্ভাঙ্কের পরিসমাপ্তি হ'য়েছে। অবশিষ্ট সবই।

মহাদেব । কি ব'ল্লেন পিতামহ ! রাবণবধের এখনও অনেক বিলম্ব ? এখনও প্রভুকে আমার সাংসারিক ঘটনার এইরূপে অনেক চক্ষের জল ফেলতে হবে ? হা প্রভো রাম ! হা দয়াময় জনার্দন ! হা বৈকুণ্ঠবিহারি ! এতই যদি লীলার আবশ্যক ছিল, তা হ'লে দাসকে কেন সঙ্গে নিলেন না ? হা রাম ! হা রাম ! তাহ'লেও ত লীলার সহচর হ'য়ে ঐ রোদনের সঙ্গে রোদন ক'রে অনেক আলাপ তৃপ্তলাভ ক'রতে পারতাম প্রভো ! (রোদন)

মানসী । মা, দেখ মা, পিতার চক্ষের জল দেখ মা !

দুর্গা । মা, মানসী, কঠিনা পাষাণী নইলে কি জগতে লীলা-ময়ী নাম ধারণ ক'রতে পারি মা !

ইন্দ্র । বিধিদাতা পিতামহ ! আমাদেরও যে অসহ্য হ'য়ে উঠল ! আর ত রামভক্ত ত্রিলোচনের ত্রিনয়ননিঃসৃত অশ্রুধারার মহাবেগ দর্শন করা যায় না। এখনও রাবণবধের বিলম্ব কি জ্ঞাত তাই বলুন ?

ব্রহ্মা । সহস্রলোচন ! মাত্র যদি রাবণবধের কারণ নারায়ণের
রামাবতারের উদ্দেশ্য হ'ত, তা হ'লে কোন বিলম্বেরই কারণ হ'ত
না। কিন্তু তা যে নয় ! ঐ দেখ্চ না ঋৎস ! মহামায়া আত্মশক্তি
দেবী জগজ্জননী মহাদেবী কি জন্ত আজ কৈলাস ত্যাগ ক'রে
পাগল ভোলার সহচরী হ'য়েছেন, তার কি কারণ কিছু বুঝেছ ?

ইন্দ্র । বল মা কাত্যায়নি, কি কারণে তুইও আজ গৃহত্যাগিনী
হ'য়েছিস, অগ্রে তাই বল মা !

দুর্গা । বাছা ইন্দ্র ! আমার গৃহত্যাগের বহুবিধ কারণ হ'য়ে
প'ড়েছে । রামভক্ত পাগল মহেশ্বর প্রভু রামচন্দ্রের নিদারুণ অবস্থা
দেখে আত্মহারা হ'য়েছেন, শীঘ্রই যাতে রামলীলার অবসান হয়,
তারই পন্থা অবেষণ ক'রচেন । কিন্তু বাছা, তা হ'লে আমার
ইচ্ছা পূর্ণ হ'ল কৈ ! আমি যে তারাকে আদর্শসতী ক'রবার জন্ত
তার বিপতির ব্যবস্থা ক'রলাম, তারা সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ল
কৈ ?

মহাদেব । দুর্গে ! তোমার ইচ্ছা পূর্ণের জন্তই যদি প্রভুকে
আমার এই সকল যাতনা সহ ক'রতে হয়, তা হ'লে বল, কি
ক'রলে শীঘ্রই তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হয়, তাই নয় করি ।

দুর্গা । উত্তম, তা ক'রলে ত সকল বালাই চুকে যায় ! কৈ
কর দেখি ! বালীগতপ্রাণ সুগ্রীব আর সুগ্রীবগতপ্রাণ বালীর
প্রাণকে ভেদ কর দেখি ? তাদের এই ভ্রাতৃ-প্রণয় ভেদ ক'রতে
না পাবলে যে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হয় না ! আর আপনাদের
প্রভুও যে রাবণবধের পথে অগ্রসর হ'তে পারেন না ।

মানসী । কেন পিতা, আপনার কি স্মরণ হ'চ্ছে না যে, রাবণবধের পূর্বে দুর্ভিত্ত বালীর নংহার আবশ্যক !

ইন্দ্র । সে বালীবধ ত প্রভুই ক'রেন না !

দুর্গা । বাছা ইন্দ্র ! সে বালীবধের স্মৃতি কোথায় ? স্মৃত্তীষ আর বালী যে অভিন্নভাবে জগতে বিহার করছে ! ঐ দেখ, ঐ দেখ পর্বত গুহাদ্বারে ভ্রাতৃত্ত জ্ঞানবীর স্মৃত্তীষ অনাহারে, অনিদ্রার ভ্রাতৃ-ভ্রাতা প্রতিপালনে নিযুক্ত । এ জগতে এখনও কার' সাধা নাই যে, ভ্রাতৃত্ত স্মৃত্তীষকে এ স্থান হ'তে প্রত্যাবর্তন করায় ! আমি মায়ায় এক বৎসর বালীকে ঐ গুহামধ্যে মায়া-বীর সহিত যুদ্ধে বিব্রত ক'রে রেখেছি ! কিন্তু আর পারি না ; এইবার কুমরুণী বানর বালীর অসীম তেজে মায়াবী দৈত্য হত্যা হবে, তারপর বালী এসে স্মৃত্তীষের সহিত মিলিত হ'লে—তখন উপায় ? ভেবেছ কি ইন্দ্র ! কি বিবশ চিন্তায় আমি চিন্তিত ? আরও, তারা যে দুই পতিকেই একরূপ চিন্তা ক'রছে, তারও পরীক্ষা করা হয় নাই । কিন্তু এই সুযোগ । স্মৃত্তীষ যদি বালীর মৃত্যু হ'য়েছে জেনে ফিরে আসে, আর বালীর অবর্তমানে তারা যদি স্মৃত্তীষকে সেই পতিজ্ঞানে ভজনা ক'রতে পারে, তা হ'লেই আমার পরীক্ষা শেষ হয় । বাছা রে, তাই ব'লছিলাম, আমার কৈলাসভাগের বহুবিধ কারণ হ'য়ে প'ড়েছি । আর প্রভু রামচন্দ্রের রাবণবধেরও অনেক বিলম্ব আছে ।

ইন্দ্র । আর আমরা যদি না, এই কার্যের সুবিধা করতে পারি ?

হুগী। করাও ত উচিত। কেন বৎস, শুন্লে না কি, প্রভু রামচন্দ্র ত সীতাবিরোগে স্পষ্টই বলেন, সীতাহরণের সময় দেবকুল আমার কি উপকার সাধন করলেন? তা হ'লেই বাছা, যদিও সীতাহরণে দেবগণের স্বার্থ আছে, কিন্তু শীঘ্র রাবণবধের জন্তও ত দেবগণের যথাসাধ্য সহায়তা করা আবশ্যক।

ইন্দ্র। তাই হবে মা, প্রথমতঃ বালীর সহিত স্ত্রীবেদ ভেদ করার জন্ত এখনই আমি পাপকে প্রেরণ কর'ব। পাপ যদিও কামরূপী স্ত্রীবেদ সমকক্ষ হ'তে অক্ষম, কিন্তু সে কামরূপী বালীকে আশ্রয় ক'রে তাদের ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদের বিশেষ সুযোগ করিয়ে দিবে। আর পাপ! দেবরাজ ইন্দ্র তোকে স্মরণ কর'ছে আমার আজ্ঞায় এই মুহূর্তে তুই আমার সূক্ষ্মে আবির্ভূত হ'।

পাপের প্রবেশ।

পাপ। (স্বগত) হিঃ হিঃ হিঃ। আজ পাপের কপাল ফিরেছে! হিঃ হিঃ হিঃ, দেবের রাজা ইন্দ্র যিনি, পাপকেও আদর কর'লেন তিনি। ব'লেন ভাই পাপ, এস ত রে ভাই, তাই এসেছি আমি। হিঃ হিঃ হিঃ। তা হ'লেই দেখ, সংসারে কেউ ফেল'না নয়; কুলোর ফেল'না ছাইও মানের গোড়ায় দেয়, তাতেও মান বড় হয়। তেমনি আমি পাপ।

মানুষ ত কোন ছার, দরকার হয় দেখতার।

ছোটলোক মূৰ্খ যেই, পাপকে ঘৃণা করে সেই।

এখন যাই, দেবরাজের আহ্বান কেন, শুনি।

(প্রকাশ্যে) কেন আমার ডাক্লে বল ওগো সুরমণি!

ইহু। পাপ! আমার আজ্ঞার তুই শরীরী হ'য়ে কিস্কিন্দার
যা। কিস্কিন্দায় গিয়ে এক পর্বতগুহার বানরেন্দ্র বালীকে আর
তারই দ্বারে তারই ভ্রাতা স্ত্রীবকে দেখতে পাবি। উভয়ের
মধ্যে একজনকে আশ্রয় ক'রে তাদের ভ্রাতৃ-প্রণয়বন্ধন-ভোর ছিন্ন
ক'রবি।

পাপ। (স্বগত) হিঃ হিঃ হিঃ,

তাই ত বলি ওরে—ওরে—ওরে, দেবরাজ কেন ডাকেন মোরে।

হাড় জ্বালানে মাসপোড়ানে পাপকে ঠুর কি দরকার?

এখন বুঝ্ছি, এই শাস্তির সংসার মাঝে ভুলতে হবে হাহাকার!

পাপ যেখানে যাবে, সেখানে আর কি কিছু থাকবে!

পিতা-পুত্রের ঝগড়া কেন, মধ্যে দেখ্বে পাপ,

মনের পাপেই মনান্তর পাপেই ঘটে তাপ।

(প্রকাশ্যে) তা ভালারে মোর বাপ, তাই হবে, চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

ব্রহ্মা। মাগো, তোমার ইচ্ছা পূরণের জন্ত এবং অনতিবিলম্বে
রাবণবধের জন্ত আর কি ক'রতে হবে, এবার তাই বল।

দুর্গা। পিতামহ! আপনিও যে ভোলানাথের মত আত্মহার
হ'য়ে যাচ্ছেন! এখন বিশেষভাবে রাম নাম প্রচার করা আবশ্যিক।
ভোলানাথ! প্রভুর উদ্দেশ্য ক্রমে পূর্ণ হ'লেই তাঁর লীলার ক্রমশঃ
শেষ হ'য়ে আসবে।

মহাদেব । ভগবতি ! তা হ'লে এতদিন ত বলতে হয়,
 তবে বল শিলা রাম নাম !
 বল ভোলা, প্রাণভরে বল শান্তিভরা নাম !
 ধরাভার লাঘবিত্তে নিজে প্রভু রাম-অবতার !
 সে রামের মহিমায়ে গাও,
 এস পুণ্য — মুক্তির নিদান !
 যে রামের নামে মানবী অহল্যা পাম্বানী,
 কাষ্ঠের তরলী হ'ল সোনা,
 কর রে ঘোষণা তাঁর নাম,
 প্রাণভরে দিবানিশি কর রাম নাম ।
 অধিষ্ঠান হও আজ শরীরী রূপেতে,
 যাও মেতে পবিত্র করিতে ধরা রাম নামে ।
 কৈ, কোথায় পুণ্য,
 কর ধন্ত বসুন্ধরা আজ !
 আর জ্ঞানরূপী স্ত্রীবেতে করহ আশ্রয় ।

পুণ্যের প্রবেশ ।

পুণ্য

গীত ।

সে রাম নামের কে পিরাসী নয় ?
 শুক সম্রাসী নারদ ঋষি বীণার মুখে গায় । (যে রাম নাম)
 বলে শ্রামতনুং রামং স্কন্দরং রাঘবং বরং
 মুকুন্দং মাধবং দ্বংখনাশকরং পরম্,

যে রামের গুণে কাঠের তরী সোণার তরী হ'য়ে যায়,

যে রামপদ পরশনে পাষাণী মানবী হয় ॥

রামং শাস্তং সত্যসত্যং কৌশল্যানন্দবর্দ্ধনং,

কাকুৎস্থং জগদানন্দং শ্রীপতিং প্রণমাম্যহং,

যে নাম বনের পাখী প্রেমে মাতি সদা দেয় জয়।

যে নাম করলে শরণ আপনি শমন পায় গো ভয় ॥

ব্রহ্মা । যাও—যাও পুণ্য, রাম নাম করিতে প্রচার।

মধাদেব । রামনামে মাতৃক অবনী।

ইন্দ্র । রামপ্রেমে মত্ত হোক জগতের জীব।

দুর্গা । পাপক্ষয় হউক সবার বলি রাম নাম।

মানসী । জয় রাম, জয় রাম, অবিরাম গুণি যেন কাণে।

সকলে । এস পুণ্য, এস পুণ্য।

ধরা ধন্য কর গিয়া আজি রামনামে।

সকলে । জয়—রাম—জয়—রাম!

[সকলের প্রশ্রয়ান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(গুহাঘার)

পাপের প্রবেশ।

পাপ। আচ্ছা, লোকে আমার এত ঘৃণা করে কেন? কার ছেলে মেরেছি যেন। ইনি ব'লছেন এটা পাপ, উনি ব'লছেন ওটা

পাপ । বাপ্ রে বাপ ! পাপ বেটাই যেন ধরা প'ড়েছে । তোরা
ক'রিস কেন ? কে ক'রতে ব'লেছে ?

নিজের হ'য়ে স্বার্থপর ক'রে আমার উপাসনা,
ভুগিস্ ভোগিস্ আপন মনে, শেষ বদনামটা আমার দেনা ।
বা, বা, মন্দ কথা নয়, একটুকু বুকে দেখলেই হয় ।
চুরি করা মহাপাপ কোন লোকটা না জানে ।
তবে আবার লোকেই কেন চুরি ক'রে আনে ॥
পরের নারী মায়ের সমান এ জান শু ভাই ?
তবে চোক্তা ঠেঠে উকি মেয়ে তুলুছ কেন-হাই ?
মিথায় নরকবাস—সভো গোলোকে বাড়ী,
এ জেনেও মিথায় কেন কর বাহাহুরী ?
এ জান ত ধন আর অহকার ছ' দিনের তরে,
তবে কেন কাঁদে গরীব ধনীদেব ছায়ে ।
এ জান ত সব দাদা, তেলা মাথায় তেল দিতে নাই,
তবে কেন বাবুর শালার ভাগো মোহনভোগ আমার ভাগো ছাই ।
বাবা, গরু ভারি—গা বমি বমি করে,
পাপ আমি ভারি বদমাইস এইটে মনে ধরে ।
দেখ না, বালীর ভাই সুগ্রীব ষিনি, ভাতভক্ত বলেন তিনি,
তাই ছেড়ে রাজ্যপাট, সার ক'রেছেন পাহাড় ষাট ।
সেখা রাজ্য যায় ছারখারে, কিস্কিন্ধ্যা-নগরে—
বানর গুলোয় ষাওয়াখাষি ক'রে মরে ।
ইনি ভাতভক্ত, তাই ব'লেছেন আমি ষাবৎ না আসি,

ভাই স্ত্রীও থাকবে বসি ।

কাছেই ভাই, সকল কাছে ফেলে ছাই ।

ভুবিয়ে দিয়ে বাপ পিতামহের নাম, সাধছেন আপস কাম ।

বল দেখি পাপ কোনটে, ঐ আসছে বটে ।

গা আড়াল দিয়ে থাকি, স্ত্রীওয়ের ব্যাপার দেখি ।

(লুকায়িত হওন)

স্ত্রীওয়ের প্রবেশ ।

স্ত্রীও । এই আসে, এই আসে ক'রে, কেটে গেল সারাটি বছর,

তবু দাদা না আসিল ফিরে !

ধীরে ধীরে চলে গেল কতই ঘটনা,

ওতপ্রোত ভাবে করিল ঘোষণা,

তবু দাদা না আসিল ফিরে !

মনে হয় নানা ভয়, দুরাচার মায়াবী মায়াবী—

কামরূপী ছষ্ট দৈত্য বুঝি ছলা-ফাঁদে ফেলিল দাদারে

কি হ'তে কি হ'য়ে গেল বুঝি ?

কিন্তু দাদা, আমি আছি অটল অচল,

বলিয়াছ তুমি, যাবৎ না ফিরি আমি,

তাবৎ এভাবে ভাই—রহিবে হেথায় ।

ভাই আছি আমি আর্ধ্য, তুলিয়া সক

বল দাদা, বল, তুমি ত মো আছ ভাল ?

গিরিগুহা হ'তে যত আসে উক প্রসবণ সম—

রক্ত-বসা স্রোতের আকারে—

তত ভাবি দাদা, তুমি ত গো আছ ভাল ?

দিন দিন করি কেটে গেল যবে সম্বৎসর,

তত ভাবি দাদা, দিন দিন —

তুমি ত গো আছ ভাল ?

না আসিছ যত দাদা, তত মোর হৃদয়-সাগরে—

চিন্তা-উন্মি মর্মে মর্মে করিছে আবাত।

হ'তে ছিল গুহামাবে প্রথম প্রথম—

যত গভীর গর্জন, মনে হ'ত তত দানবের রব,

এই বুঝি দাদা আসে দানব নাশিয়া,

এই দুই ভেয়ে কিস্কিন্ধ্যা নগরে—

দিব গিয়া যতেক বানরে শুভ সমাচার !

ক্রমে ক্রমে হইল নীরব তাহা,

অমনি আসিল প্রাণে ভাবনার রাশি—

“দাদা মোর আছ ত গো ভাল”

দাদা—দাদা, কৈ দাদা ?

তবে কি হ'য়েছে কোন অশুভ ঘটনা ?

তবে কি আমার দাদা, স্ত্রীবেদ দাদা

নাই গো জগতে ? দাদা—

কি হ'বে তাহ'লে ? কেমনে বাইব ফিরে—

কিস্কিন্ধ্যা নগরে ? কেমনে সেখানে দেখাইব মুখ ?

দেবী তারা সুধাইবে ববে আর্থ্যের কুশল,

কুমার অঙ্গদ যবে জিজ্ঞাসিবে—“আর্ঘ্য !
 পিতা কোথা মোর ?” কি বলিব আমি ?
 অহো ! স্মরণেও কাঁপে বুক ! কি উত্তর আছে তার,
 কি ভাষায় দিব সে সাঙ্কনা,
 দাদা ! দাদা ! তুমি বিনা—
 স্মৃত্তীবের সকলি আঁধার !

গীত

আঁধার তোমা বিনা জিভুবন ।
 যে দিকে ফিরাই আঁখি, সব শূন্যময় দেখি,
 দাদা বিনা জানে না সে স্মৃত্তীব জীবন ।
 কেমনে কিস্কিন্দ্যাপুরে, বল দাদা যাব ফিরে,
 দিয়ে গুহার মাঝারে, তোমাধনে বিসর্জন ।
 তারাদেবী আসি যবে, তব কথা স্থধাইবে,
 কি বলিব বল তবে, তারে স্মৃতিষ্ট বচন ।

পাপ । (স্বগত) আমি পাপ এখন কি করি,
 এ যে ভ্রাতৃ-প্রেম বেজায় ভারি ।
 না হ'লে ছাড়াছাড়ি, ফিরিতে হবে আপন বাড়ী ।
 দেবরাজ ইন্দ্রেরও কাজ হবে না,
 আর চূণ কালি ত মুখে পড়বেই—ভেঙ্গে যাবে পাপের ডানা ।
 এখন এক কাজ করি,
 এই মান্নাবীর রক্তবসাগুলো স্মৃত্তীবের স্মৃতিথে নিয়ে ধরি ।
 ছলে বলে এমন বুঝাই, যে ম'রে গেছে তোর বালী ভাই ।

মিছে কেন দাঁড়িয়ে হেথা, সচ্চিস সদা দারুণ ব্যথা !
 মনে এই ত যুক্তি আসে,
 আর ভয় দখাব মায়াবীর তাহ'লেই স্ত্রীব পালাবে আসে ।
 স্ত্রীব । দাদা—দাদা—কোথা তুমি ?
 কৈ—দাদা—দাও গো উত্তর ?

পাপ । (রক্তাদি মাথিয়া)

কে রে তুই, কে রে তুই, আর কি তোমর দাদা আছে,
 গুহার মাঝে ঘোর মায়াবী দাদার তোমর রক্ত শুষেছে ।
 এই দেখ্ না কেন—গুহার ঘারে কত রক্ত আসে তেসে,
 তোমর দাদার রক্ত দেখেই সৈত্য তোকে নেবে শেষে ।

স্ত্রীব । কে তুই, কে তুই রক্তময় হরষ রাক্ষস !
 কে তোরে রে আত্মানিল পাবণ হৃদ্যুৎ !
 কে বলিল—দাদা নাই ?
 স্ত্রীবের দাদা নাই কি রে ?

পাপ । কি ক'রব বল ধন, গুহার জানোয়ার আমি—বা দেখে
 এহু তাই বলহু, সত্য মিথ্যা কর নির্দোষন ।

স্ত্রীব । অহো হো কি শুনি বহুসমবাণী,
 স্ত্রীবের দাদা নাই !
 কিক্কিয়ার রাজা নাই !
 বানরের শিরোমণি নাই !
 নতশঙ্ক গেছে রাহুগাসে !

পাপ । শুধু কি তাই ধন, এই রক্ত কর দরশন ।

এই তোমার দাদার রক্ত, এইটে শেষ ক'রেই দৈত্য ।

তোমার ষাড় খ'রবে এসে, তাই ব'লছি পালাও দেশে ।

(স্বপ্নত) আর কেন রই হেথায় তবে, এর পর যা হয় করা যাবে ।

(প্রকাশ্যে) ঐ দেখ —দৈত্য গুহার রক্ত মার্চে টান,

ঐ এলো দৈত্য—বাপ রে বাপ পালাই সটান ।

[বেগে প্রশ্নান ।

সুগ্রীব । তাই হবে, তাই হবে দাদা নাই আর,

সুগ্রীবের গল-হার গ্রেসেছে দানব !

ডুবে গেছে কিক্কির গোঁরব-মিহির,

দিল ঢেকে হুঃখময়ী তমিস্রা রজনী—

অন্ধকারে, দিক্শূন্য সুগ্রীব পামর,

হার দাদা, কোথা তুমি বীরেন্দ্রকেশরী !

ভুজবীৰ্য্যে তব ধরা হ'ত টল মল,

কি ছার মায়াবী দাদা দশান্ত রাবণ;—

মেনেছিল পরাজয় তব বাহুবলে,

দেবকুল রহিত শক্তিত সদা হার ।

আজ একি শুনি অসম্ভব হে বীরেন্দ্র !

অযৌক্তিক কথা না হয় বিশ্বাস করু.

তুমি হত মায়াবীর রণে গুহামাঃব ?

প্রলয়ের অগ্নি আজ হইল নির্ঝাণ ?

কেজ্রচূত হ'ল গ্রহ সামান্য আঘাতে !

রক্তের সংহার-মূর্তি হইল বিলোপ ?
 নিয়তি—নিয়তি দাদা, নিয়তি বুঝিহু!
 হায় এবে কি করিব আমি, যাই কোথা —
 কোন মুখে ফিরিব গো কিক্কিয়া নগরে ?
 অহো ! না—না—এখনি ত আসিবে মায়াবী,
 আগে রুদ্ধ করি তার গুহার দ্বার—
 অই অচল অটল সম বৃহৎ পাষাণে !
 যেন কোন মতে ছরাচার ছুই দৈত্য—
 বাহিরিতে নারে কতু গুহামধ্য হ'তে ।
 কি করিব আর —মাত্র হাহাকার সার,
 কেমনেতে হায় এই কালা মুখ ল'য়ে—
 কিক্কিয়ায় যাব ফিরে ?
 যাই যদি—কহিব না তবু দাদা,
 তব মৃত্যুর কাহিনী !

[প্রস্থান ।

পাপের প্রবেশ ।

পাপ । হিঃ—হিঃ—হিঃ, কেমন দেখ পাপের ফিকির, স্ত্রীগ্রীব
 গুহাদ্বারে পাথর চাপা দিতে গেল। তাতেই ক্রোধ করাব বালীর ।
 সেই স্রোযোগে বালীর কাছে থাকব গিয়ে আমি, পাপের ডঙ্কা
 বাজবে জোরে কাঁপবে জগৎপ্রাণী !

[প্রস্থান ।

সুগ্ৰীৱেৰ পুনঃ প্ৰবেশ ।

সুগ্ৰীৱ । গুহাৱাৰে দিগে এনু ভীষণ প্ৰস্তৱ,
বিস্তৰ চেষ্টায় নাৱিবে মায়াবী,
কৰিবাৰে তাহে উদ্ঘাটন ।

পুণ্যেৰ প্ৰবেশ ।

গীত ।

পুণ্য । জয় ৰাম জয় ৰাম জয় ৰাম ।

সুগ্ৰীৱ । কে তুমি শাস্ত শিষ্ট পুণ্য মূৰ্ত্তি, কিবা তব নাম ?

পুণ্য । ৰাম নাম প্ৰচাৰ কৰিতে এসেছি ধৰাত্তে, তাই মোৰ পুণ্য নাম ।

সুগ্ৰীৱ । আহা মৰি, কি সুন্দৰ নাম, কহ পুণ্য,

ৰাম নামে কিবা হয় ?

পুণ্য । বমভয় যায়. পাপ হয় ক্ষয়, ৰাম নাম একবাৰ যে বলে বদনে,

সুগ্ৰীৱ । পুণ্য ! আমি তোমাৰ সুধাময় কণ্ঠে মধুৰ ৰাম নাম

শুনে একেবাৰে যে নিৰ্বাণ-শান্তি অনুমান ক'ৰছি ।

পুণ্য । ৰাম যিনি কৰুণানিধান, ভক্ত তাঁৰ প্ৰাণ,

তাই বলি ৰাম নাম বল অবিৰাম ।

সুগ্ৰীৱ । ৰাম ৰাম, ৰাম, এস পুণ্য, হুৱয়ে আমাৰ ! (ক্ৰোড়ে গ্ৰহণ)

এসংসাৰে ষোৰ পাপী আমি,

বিষয় সম্পদে মন সদাৱত ।

পাপ সদা আমাৰে ভড়িত,

স্নাতন ব্ৰহ্মে নাহি চিনি,

এস পুণ্য, দাও পুণ্য ! আমারে আশ্রয় ।

যত দিন ভবে রহিব জীবিত,

ততদিন তব সঙ্গ ঘেন লভি ।

[উভয়ের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

কিঙ্কিয়ার অন্তঃপুর ।

(পূজাগৃহ)

তারের প্রবেশ ।

তার। এই ত মহারাজ্ঞী মা তারাদেবীর পূজাগৃহ ! মা আমার দিবারাত্রিই দেবারাধনায় কালান্তিপাত করেন। মুহূর্ত সময় নাই যে, তাঁর সঙ্গে রাজ্যসংক্রান্ত হ'একটা পরামর্শ স্থির ক'রবো। এদিকে বানররাজ বাগীও স্ত্রীঘ্রীবের সহিত সঙ্ঘৎসর নিকরদ্বন্দ্ব। বানরকুল সর্বদাই উচ্ছৃঙ্খলভাবে কিঙ্কিয়ার শ্রীহীন ক'রে তুলছে। মাকে এ কথা বলে—তিনি আমার উপর সমুদয় ভার দিয়ে নিশ্চিত হ'তে চান। কিন্তু আমি ত রাজ্য রক্ষা ক'রতে এবার সম্পূর্ণ অপারগ হ'য়ে উঠেছি। কি করি, কিছুই স্থির ক'রতে পারছি না ! এই যে মা আমার সাক্ষাৎ সাবিত্রীর বেশে এই দিকে আসছেন ! আহা মাগো, গোর পুণ্যেই এখনও মহাত্মা

অন্ধিরাজার পবিত্র কিঙ্কিরা-রাজ্য অক্ষতভাবে র'য়েছে! নতুবা মন্ত্রী তারের কি সামর্থ্য যে, রাজাহীন এই বিশাল রাজ্য এরূপ ভাবে রক্ষা করতে পারে? (প্রঃ) আসুন মা, জটিল রাজ্যসংক্রান্ত বিষয় বুঝতে না পেরে আবার জননি, তোমায় বিরক্ত ক'রতে এলাম।

তারার প্রবেশ।

তার। না বাছা, তাতে আর বিরক্তি কি? মহারাজের সংবাদ কি তাই এখন বল? আমারও বাছা, ক্রমে ধৈর্য্যচূড়তি ঘটছে!

তার। মা, আমরাও ক্রমে উৎসাহহীন হ'চ্ছি!

তার। বুঝলেম, তাহ'লে রাজ্যসংক্রান্ত কথা কি বল'বে বল?

তার। মাগো, রাজাহীন রাজ্য আর শাসনে রাখা চলে না।

তার। কি ক'রতে চাও মন্ত্রী!

তার। বানরগণের অনেকেই মত যে, রাজা বা বীরেন্দ্র সুপ্রীত যখন এখন কিঙ্কিরা প্রত্যাগত হ'লেন না, তখন আপনি রাজ্যাসন গ্রহণ ক'রে পুত্রবিশেষে রাজ্যপালন করুন জননি!

তার। বাছা তার, তা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তুচ্ছ রাজ্য বাছা, রমণীয় স্বামীই যে স্বর্গ-রাজ্য! সে স্বর্গ-রাজ্য বিসর্জন দিয়ে কে কোথায় তুচ্ছরাজ্যে ব্যস্ত হ'য়েছে তার!

তার। মা, তা হ'লে রাজ্য যে আর থাকে না।

তার। কারণ?

তার। রাজ্য শাসন করে কে ?

তার। আমি ক'র্বো।

তার। তারা যে আপনাকে দেখতে পার না।

তার। কেন আমার প্রতিনিধি তুমি ত আছ ?

তার। সে প্রতিনিধি বোধ হয় বানরগণের মনোমত নয়।

তার। কেন মন্ত্রী ! তারা কি রানীর আদেশ লজ্বনে বাধা
হ'য়েছে ?

তার। প্রায় বটে।

তার। বুঝ্লেম, এখন যাও, যদি তাঁরা দুই একদিনের মধ্যে
রাজ্যে প্রত্যাগত না হন, তাহ'লে আমি শীঘ্রই সে বিষয়ের প্রতি
বিধান ক'র্ব্ব। তুমি রাজ্যে ঘোষণা করিয়ে দাও যে, সকলে
যেন সপ্তাহ সময় নিরন্তরভাবে কাল যাপন করে, মহারানী তারা
স্বয়ং কিক্কিয়া-রাজ্য পরিদর্শন ক'র্ব্বেন।

তার। যে আজ্ঞা মা !

[প্রস্থান।

তার। ক্রমেই নারীজীবনের কর্তব্যের পথ সকল যেন জটিল
হ'য়ে আসছে। তা ব'লে ত আর সাধনা ত্যাগ ক'র্ব্বতে পারি না।
জীবনের ইষ্ট মন্ত্র যা, তারার মহাব্রত যা, সেই সকল কর্তব্য তারার
অগ্রে, তারপর অন্ত কিছু। মা মানসি ! আয় মা, বড়ই চিন্তা চঞ্চল
হ'য়ে উঠল ! তারার নারীজীবনের কর্তব্যপথে এখন একবার
সহচরী হবি আয় মা !

মানসীর প্রবেশ ।

মানসী । কেন মা ডাকিলি তারা ?

তারা । জগদ্ধাত্রি—জগৎ-অধিকে !

কেমনে মা দুইরূপ করি একরূপ ?

মানসী । একরূপ বিনা দুইরূপ কোথা আছে তারা !

এক হ'তে জগৎ রচনা—

একই নিয়মে ও মা,

এই বিশ্ব হ'তেছে চালন,

বহুরূপে করি একরূপ

যোগী করে একেরি সাধনা !

গীত

এক বিনে যে নাই ভুবনে, ও সে একের রচা একের গড়া ।

ও মা একেই উক্তি, একেই মুক্তি, যুক্তি ভক্তি একই ধারা ॥

ও মা একই মনে, যোগে যোগিগণে,

(করে যোগী এক সাধনা, তারা এক বিনা যে আর জানে না)

করে একই লক্ষ্য, লভিতে মোক্ষ, স্মৃৎদ্রুপ হ'য়ে হারা ॥

একই মনে, একই ধ্যানে, একই জ্ঞেয়ান ক'রে,

ভজিলে জপিলে, ডাকিলে কাদিলে, নিশ্চয় পাইবি তারে,

(তরীর এক নাবিক মা, রাখে তরী, তরীর এক নাবিক মা,

রয় ভয় কি তরীর এক নাবিক মা)

যতন কর মা তারে, এক ভাবে ভাব তাবের ভাবিনী মা,

ভাবের ভাবে সবি এক হবে,
কোন অভাব তখন আর পাবি না, সে যে ভাবের ভাষা,
ভাবের কাব্য, ভুবনসেব্য হয় মা তার।

তার। তুচ্ছ মা বানরী আমি জড়বুদ্ধি নারী,
সে সাধন-তত্ত্ব মাগো, বুঝিতে যে নারি।

মানসী। তবে স্পর্শ কর মাগো, মোর দেহ ধর,
দেখিতে পাইবি এক বিশ্বচরাচর।

তার। (স্পর্শ পূর্বক) নমস্কার জননি গো, নমস্কার পায়,
একি মা বিশ্বের ধারা এক সমুদয়।

পশুপক্ষী কীট নর—সবি যে সনান,
সবার একই আত্মা এক তার প্রাণ।

এক সুখ দুঃখ ভোগ করিছে সবাই,
এক পিতা এক হ'তে সব ভাই ভাই।

কেবা বাণী কে স্মগ্রীব কি বুঝি জননি,

তার। হৃদে এক যেন দীপ্তিমান মণি !

বাণী যেন কন্দরূপী স্মগ্রীব সে জ্ঞান,
জ্ঞানবশে তার। যেন সদা ভক্তি-প্রাণ।

বুঝেছি মা, সার তত্ত্ব কেউ ভিন্ন নয়,
তেদে ভিন্ন নয় অন্য এক সমুদয়।

মানসী। একপতি ছই নারী দেখ মা ভোগার,
দুর্গা পজা নামে, কেমনে মা সতীপতি—
তোষেন সবারে করে রাধি বক্ষোপরে,

কারে ধরি শিরে ! নাই মা, অভিন্নভাব,
সেই তবে পূজ সতি ! বালী ও স্ত্রীবে ।

[প্রস্থান ।

তার। তারাহারা প্রাণপতি সারাটা বছর,
সেজে আছি তাই এই যোগিনীর বেশে ।
হা স্বামিন্ ! কোথা হে তোমরা ? দাসী আমি—
মনে কি হে নাই গুণমণি, অবলার ?
ধিক্ নারী-জাতি ! নাই কতু স্বাধীনতা—
জীবনে তাদের—তাই বাথা পাই নাথ,
মিলিতে হে সাথে তব মনঃ আশা মত ।
কৃদ্ধ তাই প্রাণনাথ ! শ্রোতস্বিনী-শ্রোত,
বিহঙ্গিনী তাই কৃদ্ধা পিঞ্জর-মাঝারে !
প্রাণাধিক্ ! দেহ মোরে শুভসমাচার !
সমীরণে দূত করি কিম্বা নভঃ-মেঘে ।
আসে তারা প্রতিদিন কিঙ্কর্যা নগরে ।
ভাবি দেখ মনে নাথ ! কি দশায় তারা —
ধরা মাঝে নিঃসহায়ে করিছে বিহার ! (রোদন)
সবি আছে সবি নাই, সব শূন্যময়—
রাজা প্রজা—সবাকার প্রাণে সদা ভাই !
কুমার অঙ্গর মোর নদীর পুতলি
সেও জলে তোমার চিত্তায়—প্রাণধন !
বিমলিন মুখশশী সদা হেরি তার,

আর বুক ফেটে যায় হৃথিনী তারার।
 আজ বাদে কাল হয় আসিবে হে সবে,
 এই ভাবে কাটাইলু সারাটি বছর,
 আর নে পারি না নাথ, সহিতে যাতনা ! (রোদন)
 অনর্থ সাধনা দেয় পাত্র মিত্র—
 বত রাত্র পারিষদ—কি হবে তাহায় ?
 বরং অগ্নির তেজঃ বাড়ে বাক্য-দ্বতে ।
 আমোদ-প্রমোদশূণ্য বানরমণ্ডলী,
 উৎসাহ-উত্তমহীন হেরি সবাকারে,
 মরুভূমি'পর আমি র'য়েছি পড়িয়া ! (রোদন)

অঙ্গদের প্রবেশ ।

অঙ্গদ । মা—মা—

তার। কে বাছা অঙ্গদ !

অঙ্গদ । হাঁ মা, কবে বাবা আসিবে গো—
 কিস্কিন্দ্যা নগরে ?

তার। (স্বগত) হা প্রাণেশ্বর !

কি ব'লে সাধনা দিই কুমারে তোমার ?
 কি বলিব, কবে তুমি আসিবে যে প্রভু,
 কেমনে জানিবে তারা চির অভাগিনী !
 (প্রঃ) এই আসিবার বাবা ! হ'য়েছে সময় ।

অঙ্গদ । খুঁড়া ত গো আসিবে বাবার সাথে ?

তার। আসিবার দিনে সকলে আসিবে চাঁদ !

অঙ্গদ । কবে আসিবার দিন হবে গো জননি ?

দিবস-যামিনী করি ভাবি তাই আমি । (রোদন)

তার। অঙ্গদ রে ! সে দিনের কোন্ দিন চাঁদ—

হবে রে উদয়, রাজ্যের কবে রে হবে—

সেই শুভ দিন, যেই দিন রে অঙ্গদ,

মহারাজ আসিবেন কিস্কিন্দা-নগরে ।

কত দিকে কত লোক ক'রেছি প্রেরণ,

কেউ ত সন্ধান বাবা, নারিল আনিতে ।

গেল ল'য়ে ছুরাচার মায়াবী মায়াবী,

কোন্ পথে, তাঁহাদের না হ'ল সন্ধান !

অঙ্গদ । বাব আমি করিতে সন্ধান বিধিমতে,

অনুমতি দেহ মাতা তুমি ।

তার। রে বালক ! রে অঙ্গদ ! একি শুনি মুখে—

তোর, ননীর পুতুলি—জীবন-প্রদীপ !

তেয়গিস্ তুই যদি ছুঃখিনী তারায়—

তবে কি ল'য়ে অভাগী, কার মুখ চেয়ে—

রহিবে ধরলী'পর বল বাছাধন !

অঙ্গদ । সত্য মা সকলি, কিন্তু জিজ্ঞাসি জননি,

পুল্লরূপে এ অঙ্গদ জঠরে তোমার—

জন্মেছে কিসের তরে কহ পুণ্যবতি !

পুল্লবাঞ্ছা করে কেন জনক-জননী ?

ছার পুল্ল—ধিক পুল্ল—সেই পুল্ল হ'তে

যদি পিতা মাতা নাহি পান উপকার !

তাই বলি দে গো মা গো বিদায় আমার ।

যাই আমি পিতার উদ্দেশে, বাধা তার—

দিও না জননি !

উমার প্রবেশ ।

উমা । দিদি ! এখনও তাঁদের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না, তাহ'লে কি হবে ?

তার্না । উমা, চেষ্টার ত কোন ভ্রুটী হচ্ছে না বোন, সকলই আনাদের অদৃষ্ট ! আজ আবার বাছা অঙ্গদের কথা শোন, শুনে অবধি আমার গা কাঁপছে ।

উমা । কি কথা বাবা অঙ্গদ, তোর আবার কি কথা রে ?

অঙ্গদ । কাকী মা, আমি বাবা আর কাকাকে খুঁজতে বাব ।

উমা । অবোধ ! তুই কোথা যাবি বাবা !

অঙ্গদ । যেখানে বাবা আর কাকা গেছেন । যেখানে তাঁরা এক বছর ধ'রে আমাদিগে ভুলে র'য়েছেন ।

উমা । চাঁদ ! তুমি বানক, যাদের সন্ধান ব'লতে বিচক্ষণ দ্বৈতেরাও অক্ষম, তাঁদের সন্ধান তুমি কেমন ক'রে পাবে ?

তার্না । হয় ত গ্রহদোষে তাঁদের মত তোকেও আমরা হারাচি চাঁদ !

উমা । না বাবা, তা হবে না, তোকে ছেড়ে আমরা কিছুতেই সরে থাকতে পারব না । আমরা যে বাছা, তোর মুখ দেখেই সব বস্তুণা ভুলে র'য়েছি ।

নেপথ্যে—বানরগণ । মহারাজ বানীর জয়, জয় সুগ্রীবের জয় ।

তারা । অকস্মাৎ বানরগণ মহারাজের নামে জয় দিচ্ছে কেন
উমা !

উমা । আমারও দিদি, বামচক্ষু নৃত্য ক'রুচে ! তবে হয় ভ
দিদি ! এত দিনের পর আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্ন হ'লেন ! হয় ক
তারা মায়াবী দৈত্য হত্যা ক'রে রাজ্যে ফিরে এলেন ।

অঙ্গদ । আসি মা, আমি শুভ সংবাদ জেনে আসি ।

তারা । আমাদের আশ্রা লঙ্ঘন ক'রে যেন কোথাও চলে
যেও না বাবা !

অঙ্গদ । না মা, তোমার না ব'লে আমি কোথাও যাব না ।

[প্রস্থান ।

নেপথ্যে—বানরগণ । জয় বামরবীর সুগ্রীবের জয় !

উমা । ঐ দিদি, আবার বানরেরা জয় ধ্বনি ক'রছে ।

তারা । উমা, আমাদের কি সে দিন হবে দিদি !

বেগে উক্কনো ও বুক্কনোর প্রবেশ ।

উক্কনো ও বুক্কনো । বড়দিদি আর ছোটদিদি গো ! ওগো,
বড়দিদি আর ছোট দিদি গো !

তারা । উক্কনো-বুক্কনো ! কি হ'য়েছে, কি হ'য়েছে ?

উক্কনো ও বুক্কনো । ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেছি দিদি !
ছুটতে ছুটতে হাঁপিয়ে গেছি । বড় একটা সুখপর এনেছি দিদি !

উক্কনো । চুপ কর বুক্কনো ! আমি আগে ব'লব ।

ঝুক্‌নো। চুপ কৰ্ উক্‌নো ! আমি আগে ব'ল্‌ব।

উক্‌নো। দেখ্ অম্বল-চাকৌ, চুপ কৰ্, আমি আগে ব'ল্‌ব।

ঝুক্‌নো। দেখ্ বার-ফট্টাৰি মাগি, ফতোছুড়ি ! চুপ কৰ্ ব'ল্‌ছি, আমি আগে ব'ল্‌ব।

উক্‌নো। আমি কিন্তু ব'ক্‌সিস নোব।

ঝুক্‌নো। তা হবে না, আমি নোব।

গীত।

উক্‌নো। চুপ চুপ চোপ্‌সা গালি, কোটরচোখী, ও দিদি গো, একটা কথা কই

ঝুক্‌নো। ছুঁড়ি কি রূপের ডালা কাকন নালা,

টকো এঁকো নয় দিদি গো চিনিপাতা দই ॥

উক্‌নো। দিদি গো তোর সোয়ামী এসেছে—মিন্‌সে বেন ভব্‌কে উঠেছে,

ঝুক্‌নো। আমি আগে দেখেছি, ওকে ব'লেছি, তাই ও আগে ব'লেছে,

উক্‌নো। সত্যি না কি রূপসী নেকি, খাঁটি মেকি স্পষ্ট করে বল্,

ঝুক্‌নো। সত্যি মেনে বল্‌না কেনে, নজ্‌রা হেনে কে বাজিয়ে ছিল কাঁসার মৰ।

উক্‌নো। ওলো ওলো, সত্যি আমার বল্‌ বল্‌ বল্—

ঝুক্‌নো। সত্যি কথা নাই ক ব্যথা দিদির সোয়ামী নাইরি মাইরি মাইরি—সই

তার। উক্‌নো ঝুক্‌নো, আমরা সব বুঝেছি, তোরা ছ'জনেই আমাদের প্রিয়পাত্রী, তোরা ছ'জনেই আমাদের পুরস্কার পাবার যোগ্য। নে—আমাদের গলার হার তোদিগে দিচ্ছি। তোরা ছ'বোনে পর্‌ গে যা। (উমা সহ গলহার প্রদান) আর উমা, আর উক্‌নো ঝুক্‌নো, দেবগৃহে মঙ্গল স্মারতি কর্‌ব আর।

উমা । চল দিদি ! আমার প্রাণ আল্লাদে নৃত্য করে উঠেছে !

[বুকনো সহ প্রশ্নান ।

উকনো । (জনান্তিকে) বড় দিদি গো, শোন ।

তারা । কি উকনো !

উকনো । বড় দিদি গো, মহারাজ আসেন নি, কেবল ছোট রাজা সুগ্রীব এসেছেন । এই দেখ বড় দিদি, বুকনো কি আর আমার চেয়ে খপর রাখে ?

তারা । আসেন না কেন, তা কিছু শুন্নি ?

উকনো । মন্দ কথা দিদি, সে বড় মন্দ কথা ! ও বাবা গো, দিদির চোখ যে জ্বলে উঠলো ! পালাই না, পালাই !

[বেগে প্রশ্নান ।

তারা । (বিস্ময়ে) মন্দ কথা ! কি মন্দ কথা উকনো ! তবে কি মহারাজ—আর কিরে আসবেন না !

বেগে মানসীর প্রবেশ ।

মানসী । চঞ্চলে ! হৃদয়োচ্ছ্বাস প্রশমিত কর । হুই রূপে একরূপ চিন্তা কর । সর্বনাশ ক'রলি ? রোদনে সতীত্বের অঙ্গ-হানি হবে ! বালী আর সুগ্রীব তোর যে এক ! তবে তুই কার চিন্তা ক'রছিস ? আগ্নে তারা ! (হস্তধারণপূর্বক) অনন্ত বিরাট

ব্রহ্মাণ্ডের একরূপ ভাবতে ভাবতে আর! মানসী তোর মানসে
ধাক্কে—তোকে কেন এত চিন্তা ক’রতে হবে মা!

তার। উঃ, মাগো, দেখিস্ মা, আমার বেন ব্রতভঙ্গ না হয়।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম পর্ভাঙ্ক।

(কিঙ্কিয়া-গথ)

তার, জানুবান, নল ও আন্যান্য বানরগণ,
পুণ্য ও স্ত্রীবেশ প্রবেশ।

বানরগণ। অর মহারাজ বালীর অর, অর প্রভু স্ত্রীবেশের অর।

স্ত্রীবেশ। হায়! আর অরক্ষণি কার প্রদানিছ বানরমণ্ডলী,

পূজার নিষ্ঠালা আজি দিয়ে এত পর্বত-গুহার,

হারাইয়া কারা, এল ছায়া কিঙ্কিয়া নগরে।

“দাদা নাই, আর্ধ্য নাই” আর—

কিঙ্কিয়ার-সুখ-সুখ্য গেছে অস্তাচলে। (রোদন)

বানরগণ। হায়! হায়!

তবে এতদিনে বানরের ভাগ্যলক্ষ্মী—

হ’লেন চঞ্চলা। (রোদন)

হুমান । রহ স্থির, রহ স্থির, শুনি আমি—

অসম্ভব বজ্রের নিশ্বন,

শুনি আমি পূর্বাগর এই অপূর্ব কাহিনী,

শুনি আমি কিসে হ'ল স্তম্ভের উচ্চ-শির চূর ;

তার পর, তার পর করিব রোদন ।

সুগ্রীব । জান ত হে সবে মায়াবী-দানব-রণে

গেহু ভাই হুই জনে,

হ'ল রণ প্রচণ্ড ভীষণ,

অগণন করিল মায়াবী মায়া ।

সব মায়া করিল আর্ধ্য ত দূর,

শেষে সে অসুর—

এক পর্বতের গুহামাঝে করিল আশ্রয়,

হুজুয় সে দাদা না মানিল মোর অসুরোধ !

কহিলেন মাত্র, “ভাই রে সুগ্রীব ! রহ গুহাঘারে—

যাবৎ না ফিরে আসি আমি ।”

এই বলি আর্ধ্য হার,

করিলেন প্রবেশ গুহায়,

আমি রহিহু তথায়—এই আসে, এই আসে দাদা

ক'রে সারাটি বছর । কিন্তু কৈ—

শেষে দেখি—রক্ত বসি আসি পূর্ণ কৈল গুহাঘার,

আর্ধ্য বা মায়াবী কেহ না বাহিরে আসে !

“দাদা দাদা” ক'রে ঘোর উচ্চ স্বরে কত বে ডাকিহু.

না পাইলু কাহার উত্তর !

নীরব হইল ক্রমে শুধা ?

দানরথ । কিহে হনুমন্ত ! শুনিলে ত কথা ? কিবা হয় অনুমান ।

হনুমান । তবে সত্য সর্বনাশ—

বানরের ভাগ্যে আজি বুঝহ বানর !

অসম্ভব ঘটিল ঘটনা,

একবার বিশ্বাস না হয়, স্মরকর হ'য়েছে পতন,

পুনঃ লগ্ন মনে সযত্নে গত যবে হার,

জীবিত থাকিলে মহারাজ,

অবশ্যই আসিতেন ফিরে ।

শূগ্ৰীব । প্রিয় হনুমান, আমারও অনুমান তাহা,

হারিয়েছি কিঙ্কিয়ার মহামূল্য হারে,

হারিয়েছে তার দাদা অভাগা শূগ্ৰীব,

তবে আর কিসের সংসার তার,

রাজাধনে ঐশ্বর্য্যে কি হবে,

কেবা কার, অর্থা যবে ত্যজেছেন মোরে ?

ঋও বাও বানর-মণ্ডলি,

কুমার অঙ্গদে ডাক দ্বরা,

দাও তারে রাজসিংহাসন—

মন্ত্রী তার, তুমি তার লও মন্ত্রণার ভার,

জাম্বুগান, হনুমান, প্রিয় নল,

হিতাকাঙ্ক্ষী বান্ধব সকল, কর যুক্তি বিধিমতে ।

তার । তোমা বিনা কোন্ যুক্তি আছে মতিযন্ !

বালক অঙ্গদ—কেমনে পানিবে রাজ্য,

সিংহ-রাজ্য কি সে বুঝে সমর্পিবে ?

অসম্ভব প্রভু !

হনুমান । আপনিত হ'ন কিস্কিন্দ্যার রাজ্য,

কিস্কিন্দ্যার রাজপুত্র প্রভু ।

আপনিই কিস্কিন্দ্যার আশা ও ভরসা

নল । প্রভু বিনা বানরের কি আছে সম্বল

জাম্ববান । ছিল মহাবীর, এবে প্রভু আপনি সহায়

কিস্কিন্দ্যার রাজ্য হ'ন নিজে ।

সুগ্রীব । বান-দাস এ সুগ্রীব, প্রভু বিনা তার—

এ কিস্কিন্দ্য নরকের ঠাই,

সে নরক এ সুগ্রীব—

রবে নাট মূর্ত্ত সময় ।

মাতা লয়ে পুত্র, দ্বারে দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষা ক'রে,

পাপময় জীবনের অবশিষ্ট দিন—

বাঁপিয়া ভ্রাতার শ্মশানস্থিতিবে পামর ।

হনুমান্ । মহাত্মন ! ভ্রাতৃ-ঋণ হ'তে পিতৃ-ঋণ বড় ।

সুগ্রীব । হনুমন্ত, হও ভ্রাতৃ কেন ?

এ জীবনে পিতৃ-মূর্ত্তি পড়ে নাই মনে,

দাদাই আমার পিতা মাতা সব,

এ সুগ্রীব দাদা বিনা জানে না জগতে ।

হায় সেই দাদা ! স্ত্রীবেব দাদা—

স্ত্রীবেব বালী দাদা নাই ! (রোদন)

অঙ্গদের প্রবেশ ।

অঙ্গদ । কাকা, কাকা, বাবা কোথায় ? বাবা কোথায় ?

স্ত্রীবেব । ঐ কে আসে যে কাতরতার অলস্তু মূর্তি—শোকাশ্র-
ময়ী ‘বাবা’ কথায় স্ত্রীবেবের হৃদয়কে আজ কে কাঁদিয়ে
ভুললে রে !

অঙ্গদ । কাকা মহাশয় ! প্রণাম করি । (প্রণাম) আপনাকে
দেখতে পাচ্ছি, আমার বাবা কোথায় ?

তার । কুমার, এখন গৃহে যান ।

অঙ্গদ । ঘরে বাব কেন, বাবাকে দেখতে এসেছি, বাবাকে
দেখাও ?

স্ত্রীবেব । আর বাবা, কোলে আর । (ক্রোড়ে গ্রহণ)
বাবা রে ! আমরা তাঁকে দেখতে পাই না বলেই ত, তাই আজ
এত কাঁদছি ।

অঙ্গদ । তবে কি আমি আমার বাবাকে দেখতে পাব না ?

স্ত্রীবেব । সে ভগবানের ইচ্ছা ।

অঙ্গদ । আপনার সঙ্গেই ত বাবা গেছিলেন, তবে আপনি
বাবাকে ছেড়ে এলেন কেন ? আপনি এলেন, বাবা এলেন না
কেন ? (রোদন)

স্ত্রীবেব । প্রাণের অঙ্গদ ! সম্বর রোদন বাপ !

চিরদিন পিতা মাতা কারো না রয় জগতে,

চিরদিন সুখ-শান্তি কারো রহে না অটুট,
চিরদিন ভাগ্য-লক্ষী কারো না রয় অচলা,
চিরদিন সম্পদের ভোগ ঘটে না কাহার'
তবে বাপ, অবাস্তব ভাবনার জালে—
কেন তুমি হইয়ে জড়িত মনোরঞ্জন পাও ?
শান্তি লও শাস্ত্রমত ঋষিবাণ্য যাহা,
রাম-মন্ত্র লও পুণ্য কাছে, শান্তি পাবে অবহেলে,
রামনাম শোকনাশকর, কর পুণ্য সেই রামনাম !

পুণ্য জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !

অন্য। আহা কি মূর্তি সুলভ !

বয়স কিশোর কোমল স্মৃতি —

নয়নাভিরাম কিবা রূপ !

তার চেয়ে রামনাম অতি সুকোমল !

কে তুমি হে পুণ্য নামে ভুবনমোহন ?

রামনামে তপ্তপ্রাণ করিলে শীতল ?

অহো কি মধুর নাম, বল পুণ্য,

আর বার বল রাম নাম !

পুণ্য।

গীত।

যে নাম হৃদয় পড়িলা হৃদয় ছাঁকিলা লইলেন সুখ-মুখে ব্রজা ত্রিলোচন।

যে নামে চোর রত্নাকর হইলা বান্দীকি—

রচিলেন সুখমাখা সুখ-রামায়ণ।

সে নামের আছে কি তুলনা রে ; সে যে ভুবন ভূনান রে,
 সে রাম নয়ন-রঞ্জন, যমহতজ্ঞান, গুণধাম রাজীবলোচন ॥
 যে রাম বাড়িতে সত্যগরিমা, যে রাম বাড়িতে পিতৃমহিমা,
 আসিলেন দণ্ডকের বনে, সীতা লঙ্কণের সনে,
 বাধ্য করিলেন পশুপাশী, রাম সে কিশোর কমল-অঁখি
 মম মানস ভজ, সে পদ পঙ্কজ, রাম কৌশল্য-নন্দন ॥

সকলে । জয় রাম ! জয় রাম ! জয় রাম !

মুকুট হস্তে রাজলক্ষ্মীর বেশে দুর্গার প্রবেশ ।

দুর্গা । জয় রাম গীতারাম বল প্রাণভরে—

রামনামে মাতৃক মেদিনী !

এস পুণ্য, হৃদয়ে আমার,

অনিবার বল রামনাম ! (ক্রোড়ে গ্রহণ)

রামনামে আমি ভিখারিণী,

তাই পুণ্য, আসিলাম তোমায় লইতে ।

চল পুণ্য, রামনামে নেতে,

বিলাইতে জীবৈ রাম-নাম ।

তাজ্জ ব্রাহ্ম-শোক বীরেন্দ্র স্মৃত্যীব !

ধর শিরে এ রাজ-মুকুট । (মুকুট প্রদান)

বামে ল'য়ে তারা সতী রমণী-ভূষণ বসি সিংহাসনে—

পুত্র সম পাল কিঙ্কিয়ার প্রজা,

(অন্তর্দ্বার)

বানরগণ। হে সুমতি!

রাজলক্ষ্মী আসি করিলেন রাজা তোমা ,

জয় জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয় !

সুগ্রীব। তা ত নয়, তা ত নয়, এই অনুমানি—

মায়াবিনী সে রমণী এসেছিল মোর পুণ্য হরিবারে,

নিয়ে গেল তারে, নয় দেখ পুণ্য কোথা গেল,

পলকে মিশিল সব আঁখি পালটিতে,

কি হ'ল—কি হ'ল, চল চল, দেখি সবে হ'য়ে অগ্রসর !

[বেগে প্রস্থান।

বানরগণ। নহে মায়াবিনী মহারাজ

রাজলক্ষ্মী দেবী নিশ্চয় নিশ্চয়,

জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

[সকলের বেগে প্রস্থান।





চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম গভীক্ষ ।

(গুহাঘার)

নেপথ্যে—বালী । একি গুহাঘার যে রুদ্ধ ! বাহির হবার ত কোন উপায় নাই । ভাই সুগ্রীব, ভাই সুগ্রীব !

পাপের প্রবেশ ।

পাপ । কেমন পাপের ওষুধ লেগেছে কিনা ? ভাই সুগ্রীব বলে ডাক্চে বালী নয় ? হিঃ হিঃ হিঃ, ভাইকে এখন কোথায় পাবে, ভাই সুগ্রীবকে কি আমি আর রেখেছি হেথায় ? সরিয়ে দিয়ে তাকে, আমি র'য়েছি ফাঁকে । তুমি আছ পাথর চাপা, মর্ বেটা থাক্গে ব'সে—রাগকে নিয়ে গাটা কাঁপা ! ভেয়ের উপর যখন রাগটা হবে কস্কসানি, ছাড়্‌বি ক'সে ফোঁস-ফোঁসানি, তখন বা হয় ক'র্ব্ব আমি । হিঃ হিঃ হিঃ ।

নেপথ্যে—বালী । সুগ্রীব ! সুগ্রীব ! একি ! এ যে ভীষণ প্রস্তর দিয়ে গুহাঘার রুদ্ধ ক'রেছে ! এ কে ক'র্ব্বগে ? সুগ্রীব,

ভাই, এখন' ব'লছি, ৰহস্য ৰাখ। আমি অতিশয় ক্লান্ত। দুৱাখা মাধাবীকে সংহাৰ ক'ৰ্ত্তে অতিশয় কষ্ট পেতে হ'য়েছে। স্মৃগ্ৰীব ! স্মৃগ্ৰীব !

পাপ। আহা হা, বাছাৰ কষ্টে আমার বে আৰ যুগ আসে না, তাই ত কি কৰি, একটা গান ধৰি। ধিন্ গা ধিন্ তা ধিন্ তা ধিনা ! হিঃ হিঃ হিঃ !

নেপথ্যে—বালী। কি বার বার এত ক'ৰে ডাকছি, তবু স্মৃগ্ৰীব আমায় উত্তৰ দিলে না ? তবে কি স্মৃগ্ৰীব এখানে নাই ? তবে কি স্মৃগ্ৰীব ভাতৃদ্রোহী হ'য়ে আমার বহিৰ্গমনের পথ বন্ধ ক'ৰে ৰাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হ'য়েছে ?

পাপ। এই হ'য়েছে গো, এই হ'য়েছে, গাওনাকি জমাট হ'য়ে আসছে। এইবাবেই চাৰিদিকে বাহ'বা প'ড়বে, একটু সবুৰ কৰ চাঁদেৱা, সবুৰে মেওয়া পাবে !

নেপথ্যে—বালী। স্মৃগ্ৰীব, স্মৃগ্ৰীব ! কি প্ৰাণেৰ ভাই স্মৃগ্ৰীব ভাতৃদ্রোহী, বাকে দেহেৰ ৰক্তেৰ চেয়েও ভালবাসি, চক্ষুেৰ তাৱাৰ চেয়েও বিশ্বাস কৰি, প্ৰাণেৰ চেয়েও মহাৰ্ঘ্য জ্ঞান কৰি, সেই স্মৃগ্ৰীব—বালীৰ ভাই সেই স্মৃগ্ৰীবেৰ আজ একুপ কদৰ্ঘ্য ব্যবহাৰ ?

পাপ। কেমন মেওয়া খাচ্ ? এমনি ক'ৰেই ভেয়েৰ ভাই হয় পর গো—বুৰ্ত্তেই পাচ্ ? তা নইলে এক মায়েৰ পেটে জন্ম নিয়ে খেয়ে একই মায়েৰ স্তনেৰ ৰস, একই মায়েৰ কোলে হ'য়ে পালন সে ভাই কেন হয় না বশ ? এক ধৰে এক দোৱে যাৱা মানুষ হয় রে ভাই ; বড় হ'লে তাৱাই কেন, হয় ঠাই ঠাই ! বা

তাবু তা নয়, এ কথা পণ্ডিতে কম, আর মূর্থ যারা, তারাই আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল চায় ! হিঃ হিঃ হিঃ ।

নেপথ্যে—বাণী । আচ্ছা, সুগ্রীব ! আমার একরূপ ভাবে রুদ্ধ ক'রে গেল কেন ? তাকে ত আমি ব'লেছিলাম যে, ভাই যাবৎ আমি প্রত্যাবৃত্ত না হই, তাবৎ তুমি গুহার দ্বারে অপেক্ষা ক'রবে ? তবে সেই সুগ্রীব আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রলে কেন ? শুধু আজ্ঞা লঙ্ঘন নয়, 'পাছে আমি গুহামধ্য হ'তে বাহির হই, সে পথেও ভীষণ প্রস্তর দ্বিগ্নে আবদ্ধ ক'রে গেছে । অ্যা, সুগ্রীবের এই কাজ ! ভেয়ের এই কাজ ?

পাপ । (স্বগতঃ) আর কেন, পল্লভে একটু উসকে দিই যে, আগুনটা বেশ উঠুক জ্বরে, কি জানি স্নেহের বাতাস বয়েও আবার ভেদের আগুন নিব'তে পারে । (প্রকাশ্যে) কে হে তুমি গুহার ভিতর, আওয়াজ কিছু আস'চে হেথা, বুঝেও না বুঝ'তে পারি—তোমার কেমন স্পষ্ট কথা । ভেয়ের এ কাজ কি একটা ব'লে না ? তোমার বয়স কত ? ছেলেমানুষ বুঝি ? তাই বুঝেও বুঝ'তে পার না ? (স্বগতঃ) কেমন এই কথা না ? হিঃ হিঃ হিঃ !

নেপথ্যে—বাণী । কে তুমি, যে হও, পাথরটা সরিয়ে আমাকে বার ক'রতে পার ?

পাপ । হাঁ, নিশ্চয় পারি, খুব দাও হেঁচকা টান, হবে পাথর সরিয়ে । দিলে ? না পালালে ?

নেপথ্যে—বাণী । না পালাই না, যাচি ।

রক্তাক্তকলেবরে বালীর প্রবেশ ।

বালী । অঁগ, কৈ, সেই ভাত্‌দোহী কুলান্ধার স্ত্রীবি ? তুমি কে ?

পাপ । (স্বগত) ও বাবা এরই নাম বালী; ঠিক যেন রে রক্তমাখা নৃত্যকালী । (প্রকাশে) আমি বাবা আর কে, তোমার বের'বার ফিকির ব'লে যে । (কম্পন)

বালী । তবে তোমার ভয় নাই, কিন্তু ব'লতে পারি—আমার সেই ভাত্‌দোহী—জীবশ্রেণীর অধম, বংশভঙ্গ, পাপিষ্ঠ স্ত্রীবি কোথায় ?

পাপ । হঁ, খুব ব'লতে পারি । দেখেছি যা, না ব'লব কেন, তাতে কারে ডরি ?

বালী । তবে বল ?

পাপ । ব'লব, কিন্তু একটা শপথ কর, স্ত্রীবি কোপে পড়'ব না ত ? বুঝেই কথা ধর ।

বালী । না, কিছু ভয় নাই, আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি ।

পাপ । অভয়ে ভয় ঘুচ'বে না হে, আশ্রয় যদি দাও, তাহ'লেই ব'লতে পারি—তা না হ'লে অস্ত্র পথে যাও ।

বালী । তাই আশ্রয় দিলাম, তুমি আমার প্রকৃত বন্ধুর কাজ ক'রেছ, তোমায় আশ্রয় দেওয়া আমার কর্তব্য কন্ম । ধর্মতঃ এবং কন্মতঃ আমি তোমার বাধ্য ! কিন্তু সেই ভাত্‌দোহী দুর্কৃত্তের ব্যবহারে আমার আপাদমস্তক প্রতিহিংসানলে প্রজ্জ্বলিত

হ'য়েছে। সে পাপিষ্ঠ এখন কোথায় কি ভাবে অবস্থান ক'রছে, কেবল এইটী তোমার নিকট জানতে চাই।

পাপ। তোমায় পাথর চাপা দিয়ে সুগ্রীব ফিরল দেশে, ভাগ দেখিয়ে তোমার তরে কাঁদলে কত—কিন্তু তাতে কি হবে, রাজা হ'ল শেষে।

বালী। কি, কি ব'লে?—ক্রুর গোষ্ঠী সুগ্রীব এরূপ দুর্ভিক্ষকিতে আমার বহির্গমনের পথে প্রস্তর দিয়ে কিস্কিন্দায় গিয়ে রাজা হ'য়েছে ?

পাপ। শুধু কি রাজা—তোমার নারী তারাসুন্দরী তারেও বাঁধে নিয়েছে। হিঃ হিঃ হিঃ—

বালী। অহো হো, বিষয় অন্তর্দাহ, এতক্ষণে বুঝ্লেম, সে আমার ভাই নয়, রাজ্যলোভী কামুক—লম্পট—কালসর্প, আমার ভ্রাতারূপে আমার নিকট অবস্থান ক'রছিল। কেবল কাল প্রতীক্ষায়—কেবল সুযোগ প্রতীক্ষায়—সে আমার এতাবৎ দংশন করে নাই, এত দিনের পর সময় সুযোগে আপনার অভীষ্ট সাধন ক'রেছে। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা, সকলে সাক্ষী থাকি, সকলে দেখ, পাপিষ্ঠ আমার ভ্রাতৃ-বন্ধন-রজ্জু কি ভাবে ছেদন ক'রলে ? এত বিশ্বাসবাতকতা যে ভাই হ'য়ে ক'রতে পারে, এত দূর অকৃতজ্ঞ যে জ্ঞানবুদ্ধিবিশিষ্ট জীব থাকতে পারে, তা বোধ হয় জগতের লোকচক্ষে এই নূতন ! সুগ্রীব বিমল ভ্রাতৃত্বের ভাল-বাসায় তোকে যে আমি প্রাণের চেয়ে বিশ্বাস ক'রে এসেছি, সেই বিশ্বাসের কি এই পরিণাম ! কামাক্ত ! “আমি অবর্ত্তমানে—সতী

তারা তোর ভোগ্য* এই লোভ ত্যাগ ক'রতে না পেরে বুঝি ধর্মশিরে পাজরা প্রহার ক'রলি ? আমায় হত্যা ক'রতে বহির্গমনের পথ রুদ্ধ ক'রলি ? হায়, ধর্মও আজ কালসহকারে রসাতলে যেতে ব'সেছে ! তা না হ'লে বজ্র কেন এখনও ভ্রাতৃদোহী বিশ্বাসঘাতক ধর্মলোপকারী কামবশীভূত সুগ্রীবের মস্তকে পতিত হয় না ? এখনও কেন প্রলয়ের ছাদশ ভাস্কর আকাশচ্যুত হ'য়ে পৃথিবী ধ্বংসের উত্তোগ করে না ? এখনও কেন জীবপ্রাণরূপী বিমল বায়ু—বিশ্বধ্বংসী প্রলয় রুদ্ধ-অনল-প্রবাহ রূপে প্রবাহিত হ'চ্ছে না ? নাই হোক, নাই হোক, সকলে তাকে ক্ষমা ক'রতে পারে, কালে সত্যধর্মের প্রবলতা লঘু হ'তে পারে। কিন্তু—বালীর হৃদয়ের বল অটুট, সে হৃদয়ে তার বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ক্ষমা নাই। সুগ্রীব, লম্পট সুগ্রীব, বিশ্বাসঘাতক, ভ্রাতৃদোহী সুগ্রীব—এইবার তোর পাপ চারিপাদে পূর্ণ হ'য়েছে। আর তোর রক্ষা নাই ! জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, পর্বতে, অরণ্যে, খেচরে, গোচরে—কোথাও তোর পরিভ্রাণ নাই। বালীর কোপানলে এবার তুই নিশ্চয়ই ভস্ম হবি। রাজাসুখলিপ্সা, সতী তারা উপ-ভোগ—এই বার তোর শেষ হ'য়েছে। (গমনোত্তত)

পাপ। (স্বগত) কেমন এবার ওয়ুদ ধরেছে ? এই পাপের ছায়া বুকে ঢুকেই যত ঘরের ভাইকে পর ক'রেছে। (প্রকাশ্যে) বলি ভাট, বাচ্চ কোথা, আমায় তুমি ফেলে, তুমি আমায় আশ্রয় দিবে এই না ব'লেছিলে ?

বালী। ব'লেছিলাম, এখনও ব'লছি বালীর বাক্য নিশ্চয়ই

অভ্রান্ত! তুমি আমার সঙ্গে এস, কেমন ক'রে সেই ভ্রাতৃদ্রোহীর শাস্তি প্রদান করি, তাই অগ্রে দেখ্বে এস।

পাপ। আমি পাপ, আমি থাকলেই সবি হবে, নৈলে মনের আশাই মনে রবে।

বালী। কি বল্লে—তুমি পাপ? তবে কি তুমি পাপ—আমার সহচর হ'লে?

পাপ। এই ত তুমি আশ্রয় দিলে, এখন পড়্ছ কেন ভুলে?

বালী। তাহ'লে তুমি যে সকল কথা বল্লে, সে সকল কথা সত্য?

পাপ। সত্য মিথ্যা নিয়ে চল দেখ্বে রাজ্যে গিয়ে, মজা মারছেন সুগ্রীব রাজ। তোমার প্রাণের তারায় নিয়ে।

বালী। তবে আর না, আর তোমার প্রতি আমার কোন সন্দেহ নাই। তুমি পাপ হও, তাপ হও, পিশাচ হও, রাক্ষস হও, মায়'বী দানব হও, আর আমার কোন সন্দেহ নাই! এস এস ভাই, তোমায় নিয়ে যদি আমার ভিক্ষা ক'রতে হয়, তাও ভাল, তথাপি তুমি আমার ভ্রাতৃপত্ন্যাপহারী পাপাত্মা সুগ্রীবের সন্ধানদাতা বন্ধু! এস বন্ধু, এস সুহৃদ! (পাপের হস্ত ধারণ)
বালী আজ তার পাপ বন্ধুকেই আশ্রয় ক'রে প্রকৃত ভ্রাতৃদ্রোহী পাপাত্মার প্রকৃত শাস্তি দান ক'রবে। সে আজ দেখাবে, “শঠ শঠাং সমাচরেৎ”। আরে আরে, আরে, দুর্বৃত্ত, শঠ সুগ্রীব! এইবার—দেখ্, ক্ষণিক সুখের বিনিময়ে কি নরক-যন্ত্রণাময়ী ভীষণ জালা!

পাপ। হিঃ হিঃ হিঃ (স্বগত) দেখ, কেমন লাগিয়ে
দিলাম

[উভয়ের বেগে প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্তাক।

(কিঙ্কিয়ার অন্তঃপুর)

দ্রুতপদে দুর্গার প্রবেশ :

দুর্গা। (স্বগত) পরম জানী সূত্রীব ভ্রাতৃশোক-গ্রস্ত হয়ে
রাজা হ'তে চায় না, কাজেই ছদ্মবেশিনী রাজলক্ষ্মী বেশে সূত্রীবকে
রাজ-মুকুট পরিয়ে দিয়ে এলাম। কেন না সূত্রীবকে যে রাজা
করা চাই! সূত্রীবকে রাজা না ক'রলে তারার সত্যতা পরীক্ষা
ক'রবো কেমন ক'রে? এখন সূত্রীব রাজা হ'ল, তার। যদি
অকুণ্ঠিতচিত্তে বিবাহ-প্রতিজ্ঞা অটল রেখে সূত্রীবকে পতিত্বে বরণ
ক'রে তার বামে বস'তে পারে, তাহ'লেই বুঝবো যে, তারার
মহাব্রত পূর্ণ হ'য়েছে। তার। দুইরূপকে একরূপ ক'রতে পেরেছে,
বালী আর সূত্রীবকে তার আর ভেদাভেদ কিছুই নাই, তখন সে
যথার্থ সত্যী! শুধু সত্যী নয়, তখন সে জগতে আদর্শ সত্যী। এই
যে মা মানসি, তুই আবার কেন না!

মানসীর প্রবেশ ।

মানসী । এলাম, একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রতে । লীলাময়ি, তোর সকল কার্যাই লীলা-রহস্যে পূর্ণ ; কিছুই বুঝবার উপায় নাই, তাই মা শান্তি না পেয়ে ছুটে আসছি । বলি মা শিবরাণি, যালী ত এখনও বর্তমান, তখন কেমন ক'রে তারা স্ত্রীবকে পতিত্বে বরণ ক'রে তার বামে গিয়ে উপবেশন ক'র্বে মা । আর তাতেই বা তার সতীত্ব কিরূপে বিকাশ হবে মা !

গীত ।

ওমা সতি গো এ ত সতীর রীতি নয় ।

ধাক্তে পতি পরম গতি, বল কিসে তারে ভুলা যায় ।

ওনেছি বালী বর্তমানে, তারা সে সতীত্ব দানে তুবিবে তাহার,

সে বালীর সিক্ষণে, তারা মা বরিবে কিসে, স্ত্রীব রাজার,

তুই মা সতী থাকতে সতীর এ ব্যবস্থা কেন হয়,

বুঝি লীলাময়ী লীলা-বিনে থাকতে নার এ ধরায় ।

ছুর্গা । এই ত রহস্য মা মানসি ! তারার ছই পতিকে এক ব'লে ধারণা করানই ত ব্রত ; তখন বালী বা স্ত্রীব তার পক্ষে আর পৃথক কি ? বিশেষতঃ এই পার্থক্য জ্ঞান থাকলে তার আর সতীত্ব ত থাকে না মা !

মানসী । বেদদক্ষ যোগবিদ্য যোগচিন্তের কথা স্মরণ কর জননি, বাণী অবর্তমানেই ত মহামতি স্ত্রীব তারার সতীত্ব রক্ষা ক'র্বে না মা !

ছুর্গা । সে ত দেহ-যৌবনের কথা হ'ল মানসি ! মহর্ষি

যোগচিস্ত দ্বারা তারার পিতা-মাতা তারার দেহ-যৌবন বিভাগের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তারার ব্রত এবং প্রকৃত সতীত্ব কি তাই ?

মানসী। দেহ-যৌবনে কি সতীত্বের অংশ নাই মা ?

দুর্গা। আছে বৈকি মানসি ! যে প্রকৃত সতী, তার পক্ষে তা রক্ষা ক'রে সতীত্ব রক্ষা করা অতি সহজ। বালীর মৃত্যু হ'য়েছে, স্ত্রী বা বানরপুত্রের তা অনুমান হ'লেও সতীর ক্ষটিক স্বচ্ছন্দে এ মিথ্যা অনুমান কখনই স্থান পাবে না, সে তার কর্তব্যের নিশ্চল মুকুরে সকলই দেখতে পাচ্ছে। তার দেহরূপযৌবনের অধিকারীকে তার দেহ-যৌবন দান ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে র'য়েছে। ঐ দেখ মা, স্বামিগর্ভে গর্ভিতা মহাসতী কিরূপভাবে উপস্থিত সময়ে কর্তব্য সমালোচনা করেছে, ঐ দেখ। ঐ তারা এইদিকে আসছে মা, আমি এখন পালাই, তুই মা মানসি ! যা হয় কর।

[দ্রুতপদে প্রস্থান।

মানসী। যা হয়, আমি কি ক'রব মা, যা হয়, তুই কর, কিন্তু দেখিস্ লীলাময়ি ! কর্তব্যের ভীষণ প্রস্তর মাথায় দিয়ে তাকে আর এ সময়ে যেন ছলনা-অশ্রুধিতে নিমগ্ন করাসনে। ঐ যে তারা—

তারার প্রবেশ।

তার।। কে বলে আমার স্বামী ম'য়েছে ? ঐ যে কোটি স্বর্গাসমুজ্জল, কোটি ইন্দু-বিভাবিভাবিত—নিশ্চলতার চন্দনলেপা আমার মনঃচকোর ঐ যে দাঁড়িয়ে ! যাকে যতদিন পর্য্যন্ত তারা তার রূপযৌবনদেহ দান ক'রেছে, তাকে ততদিন যে তারা চোখে

চেখে রেখেছে ! তবে কে বলে—আমার অভীষ্ট ইষ্ট দেবতা আর সংসারে নাই ? আমার জিনিষ আমি কিছু বলি না, আর তোমরা পাঁচ জনে ব'ল্বে ! আমার স্বার্থ আমি যেমন বুঝি, তোমরা অতি বুদ্ধিমান, অতি বহুদর্শী হও না কেন, তা বুঝ্বে কি ? আজ স্মৃত্তীৰ রাজা, আমাকে রাণী সেক্ষে তার বামে ব'সতে হবে, তা ব'সব । তিনি আমার পতি, তাঁকে ত আমি বিবাহের দিনই পতিত্বে বরণ ক'রে রেখেছি, তাতে আমার দোষ কি ? কিন্তু তা ব'লে এই দেহরূপযৌবন তাঁকে এখন দান ক'রব কেন ? এতে ত তাঁর এখন অধিকার নাই । এর অধিকারী যে আমার পরম গুরু বালী । তিনি ঐ যে আমাকে পরীক্ষা করবার জন্ত ঘোর তমিস্রায় গা ঢেকে মুচ্চি মুচ্চি হাসছেন । ঐ যে মেঘঢাকা আকাশের মাঝে সেই চুহিনধবল শশাঙ্কের হিম শীতল রশ্মি ! দেখতে পাচ্ছি ত, ঐ যে সেই সুন্দর রূপ ! তবে কে বলে, আমার স্বামী ম'রেছে ? তবে কে বলে আমার স্বামী আর সংসারে নাই ? ভুল, ভুল, অসম্ভব । কেউ ত আর তাঁর মৃত শরীর দেখে না, তিনি মায়াবীকে হত্যা ক'রতে পূৰ্ব্বেতগস্থরে প্রবেশ ক'রেছেন, এক বৎসর সেখানে অবস্থান ক'রেছেন, তা ব'লে তিনি মরেছেন, এ কথা কে বলে ? হয় ত মায়াবীর মায়ায় তিনি কোনরূপ বিপদগ্রস্ত হ'য়েছেন, তাই তিনি সমুদয় বিস্মৃত ! তাই ব'লে কি তিনি মৃত ? মা গো সতি ! আজ সতীর মহাসঙ্কটের দিন উপস্থিত ! লজ্জা রাখ মা—শিবরাণি ! সতীর লজ্জা আজ তুমি রাখ ! প্রাণ যা চায় না, তা প্রাণকে দিয়ে কেমন ক'রে করাব ? স্মৃত্তীৰ আমার এক পতি । অবশ্য —

রাজ্যের স্বয়ংস্বত্বের জন্ত তাঁর বামে গিয়ে বসতে পারি, কিন্তু মা, আমি ত এখন তাঁকে রূপ ঘোবন দান ক'রতে পারি না ?

মানসী । মাগো তারা, প্রাণ তোমার রূপ ঘোবন দান ক'রতে চায় না, কিন্তু জ্ঞানবীর স্ত্রী কি তোমার তাই চায় মা !

তারা । মাগো, তুই ? তুইও আছিস ? বেশ মা, আয় তোর সঙ্গে একবার আমার কর্তব্যের বিচার করি । জননি ! স্ত্রী কি আমার রূপঘোবন চায় না, তা বিশ্বাস করি কিরূপে ?

মানসী । তবে যে তোমার রূপঘোবনের অধিকারী বালী এখনও জীবিত, এ কথা বিশ্বাস কর কিসে ?

তারা । আমার প্রাণই ত আমার মা, সে কথা ব'লছে !

মানসী । স্ত্রী কি যে তোমার রূপঘোবনের প্রার্থী, এ কথা তোমার প্রাণ ব'লেছে ?

তারা । না মা, তর্কে এসে উপস্থিত হ'চ্ছে ।

মানসী । তর্কে বহুদূর মা, তর্কে বহুদূর । সরলতাময়ি ! সরল পথে অবিলম্বে গতিতে চলে যা, সব সহজ হ'য়ে আসবে । যে সমুদ্র অনন্ত অকূল, পারাপারের উপায় নাই, তরঙ্গভঙ্গ দর্শনেই আতঙ্ক উপস্থিত করে, সেই অপার সীমা রহিত মহাসিন্ধুই মা, সরলতায়—ক্ষুদ্র সঙ্কোচ হ'য়ে যায় । তর্কের প্রয়োজন কি ? বিবেকের দীপ্ত-রাগে অনুরঞ্জিত হ'য়ে বিবেকময়ী মাগো ! আপন সংকল্প রক্ষা কর । কেউ তোর মনোভীষ্ট নষ্ট ক'রতে পারবে না । বিবেক-বহিঃ-অজ্ঞানতার মহামোহতমঃ নিবারণ করে, তখন ভয় কি আছে মা ! ঐ কুগাঙ্গনাগণ তোকে সিংহাসনাভিষিক্তা ক'রবার জন্ত

মানসিক দ্রবা ল'য়ে আসছে ! এখন আসি মা, যখন ইচ্ছা হবে,
তখনই ডাক্‌নি, তখনই পাবি !

[প্রস্থান ।

তার। তাই মা, তা হ'লেই আমার ঘণ্টেই হ'ল। চিরদিনই
যেন তোর ঐ হিমকরমিষ্ণুপদ-কোকনদের শীতল ছায়ায় তারার
তপ্ত প্রাণ গিয়ে তৃপ্তিলাভ করে জননি ! ঐ উফনো নয় ? আর
উকনো, সংবাদ কি তা বল ? সে দিন আমার দেখে বড় ভয়
পেয়েছিলি নয় ?

বেগে উকনোর প্রবেশ ।

উকনো। হাঁ বড় দিদি ! হাঁ, বড় ভয় পেয়েছিলুম ! তুমি
যেন সে দিন খাঁড়াধরা করাগিনী সেজেছিলে ! যা হ'ক্, বড় বেঁচে
গেছি ! তা যাক্ দিদি, এখন শুন্‌ছি কি, কথা সত্যি কি ?

গীত ।

ও দিদি, উড়ো উড়ো খবর পেয়েছি, সত্যি কি তাই সুধাই তোকে
তোরা ভাঙ্গা তরী বালিয়ে নাকি দিবি নুতন নাবিকে ।

কথা নোংরা নয়, ও দিদি কাব্যি কথাও নয়, নুতন নৈলে যে হায় মন
মজেনা তার,

কিছু হোক বা না হোক, মুখ বদলানও ত হয়,

যেমন দিদি নিত্যি খেয়ে মিষ্টি পায়েস, ইচ্ছে করে পুঁই শাকে ।

তার। দেখ্ উকনো, মহারাজ বাগীকে হারিয়েও যে আজ
তোদের হৃদয়ে এ আনন্দের বাতি জ্বলছে, তাতেই আমি বড়
আশ্চর্য্য হ'চ্চি । যাই হোক্ কালে সব হয় ।

উক্কনো। হাঁ বড় দিদি, কথাটা কি হ'ল? বলি পুরুষে মাগ ম'লে যদি বিয়ে ক'রতে পারে, তা হ'লে ছুনিয়ার এমন কোটা'দুগ মেয়েমানুষ—

তার। (স্বগত) তা না হ'লেই বা মানুষে আমাদেরি ব'নরী ব'লে আর উপহাস করে কেন? যাক্ উক্কনোকে বাঁটিয়ে কাজ নেই। (প্রকাশ্যে) তা বৈকি উক্কনো!

উক্কনো। তাই বল না বোন, বিচের ক'রে ত কাজ ক'রতে হবে?

তার। দেখ উক্কনো! আমরা উচ্ছিষ্ট ফুলে দেবতার পূজা ক'রতে বসি।

উক্কনো। না বড় দিদি, সে কথা ত হ'ল না, পুরুষমানুষগুলো যে ঘেটু দেবতা, ওদের বাঁ হাতেই পূজা ক'রতে হয়। নৈলে দেবতার। অয়েস পান্ না। ও মা কি হবে গো—মস্তির মশায় যে! (লজ্জিত ভাবে জিহ্বাকর্জন)

তারের প্রবেশ।

তার। রাজ্য-শ্রীকৃপিনি মঙ্গলময়ি সতি মা! রাজ্যাভিমেকের সমুদয়ই প্রস্তুত। কুলদ্বাগণ আপনাকে পবিত্র জলে স্নান করাবার জন্য এখন আসতে পারে কি? সেই অনুমতির জন্যই আমি এসেছি মা!

তার। তার অনুমতি কি বাছা তার! তার। তোমাদের বা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য সর্বদাই প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছে। আর উক্কনো, চল বাছা, এখন আমাদেরি যা ক'রতে হবে তাই করি গে

চল ! (স্বগত) লজ্জা রাখ্ মা শিবরাণি ! সতীর আজ্ঞা মণ্ডাসকটের
দিন ! দেখিস্ মা মঙ্গলময়ি ! অভাগিনী তারার যেন মহাব্রত
ভঙ্গ না হয় ।

[প্রস্থান ।

উকনো । হাঁ দেখ মন্ত্রিমহাশয় ! বড় দিদিকে দেখলেই
যেন আমার ভয় পায় ! দিদি যেন ঠিক আগুনখাগী !

তার। উকনো রে ! স্ত্রী জাতির সতীত্বই যে মহামন্ত্রি ।
সেই তেজেই মা জলন্ত অনলরূপিণী । দেখ্চিস্ কি উকনো,
মায়ের পুণ্যে আমরা আর কিঙ্কিয়া যত ! এখন চল, রাজ্যা-
ভিষেকের সময় হ'য়ে এসেছে !

[সকলের প্রস্থান ।

তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

(রাজসভা)

বানর-রমণীগণ, তারা, উমা, অঙ্গদ, উকনো,
ঝুকনো, সুগ্রীব, তার, হনুমান জাম্বু-
বানও নলের প্রবেশ ।

বানর-রমণীগণ ।

গীত ।

রে সজনি - চন্দনকুমকুমচূরা ছড়ায়ে, ধারি ধারি ধীরে চল সারি সারি ।

রে সজনি - সুনীল গগনে তুলিয়ে মধুর তামি মাতারে ধাপ লো এ বিশাল নগরী ॥

রাজার কুমার চিরবিনীত স্মৃতিব স্মৃতিব হবেন রাজা,
বামে বসিবেন তার স্ত্রী নারী তারা রমণী কুলের ধ্বজা,
তাই বরে ঘরে বাজে সেই মঙ্গল বাজা,
দ্বারে দ্বারে বাজে পুত বারিভরা কনক গাগরী।

সকলে। জয় মহারাজ স্মৃতিবের জয়! জয় মহারাজ স্মৃতিবের
জয়! জয় মহারাজ স্মৃতিবের জয়!

স্মৃতিব। দেখ বানরগণ! এখনও যেন এই সিংহাসনে বসিতে
আমার প্রাণ কেঁদে উঠছে। হায়! হায়! এই সিংহাসনে আর্য্য
আমার উপবেশন ক'রতেন, আমি পদতলে বসে তাঁর পদ সেবা
ক'রতাম। হায় রে! আজ আমার সে দাদা কোথায়? (রোদন)

তার। মহারাজ! মঙ্গলোৎসবের সময় রোদন ক'রবেন না।
তাতে আপনার এবং রাজ্যের সম্পূর্ণ অমঙ্গল হবার সম্ভাবনা। মা
মহারাজি, আপনারা উপবেশন করুন। মহারাজ! আপনিও
আসন পরিগ্রহ ক'রে কিক্কিাবাসীর মনোবাসনা পূর্ণ করুন।

স্মৃতিব। আপনাদের বাসনাই পূর্ণ হোক।

অন্নদ। কাকা মহাশয়, আমি আপনার কোলে বসব।

স্মৃতিব। এস বাবা, তোমার সিংহাসনে তুমিই বসবে এস।

(সকলের উপবেশন)

সকলে। জয় মহারাজ স্মৃতিবের জয়। জয় মহারাজ স্মৃতিবের জয়!

উমা। (স্বগত) ধিক্ আমার নারী-জীবনে? স্বামী রাজা
হ'লো, আমি কোথায় রানী হবো, তা না হ'য়ে তারা গিয়ে বামে
বসলেন, এর চেয়ে আমার মরণ ভাল।

উক্কনো। আয় না বুক্কনো আমরা একটু নেচে নি !

বুক্কনো। বেশ ত উক্কনো, আয় আমরা একটু মজা করি।
এমন দিন কি আমাদের হবে লো ! যাও গো যাও বানরমহাশয়েরা,
আমাদের একটু ছুঁতি ক'রতে দাও।

উক্কনো। হোঃ হোঃ হোঃ আমাদের তরা গাং—তায় আবার—
তাছরে—যাও না বানরমহাশয়েরা উঠে যাও না। আমরা একটু
দিলদরিয়া হই !

হনুমান। বেশ, বেশ, আমরা ষাচ্ছি ! তোমরা আনন্দ কর,
এস হে—আমরা যাই, এস।

উমা। (স্বগত) কেন, স্বামী কি মনে ক'রলে আমায় শ্রেষ্ঠ
রাণী ক'রতে পারতেন না ? তা ত নয়—তারা যে সুন্দরী। যে
স্বামী পরের রূপভূষণ পাগল, সে স্বামীর সঙ্গে আবার সম্বন্ধ কি ?
তাতে আমায় জগৎ অসতী বলে, তা বলুক, তথাপি এ নিন্দা
অপেক্ষা সে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট।

উক্কনো। আয়না লো, দাঁড়িয়ে রৈলি যে ?

বুক্কনো। তুই আগে ঘর না। দেখনা উক্কনো রূপ যে আর
ঘরেনা লো !

গীত।

বুক্কনো। ব'য়ে যায় রূপের ধারা, নাই তার কুল কিনারা,

মাইরি মাইরি মাইরি, ধারা বয় কল্ কল্ কল্।

উক্কনো। প্রেমের ফুল আপনি ফুটে, বেগে তার যায় লো ছুটে,

মাইরি মাইরি মাইরি, রূপ কি তার ঢল্ ঢল্ ঢল্ ॥

ঝুকনো । মোহাপেৰ সুবাস ভৱে, মন-তৰী আপনি সৰে,

মাইৰি মাইৰি মাইৰি, দেমাক কৰে টলমল,

ভুকনো । পোড়া আঁঠুৱে সই কুল যায় অই,

মাইৰি মাইৰি মাইৰি, পালাই চল্ চল্ চল্ ।

সুগ্ৰীব । একি অকস্মাৎ—চাৰিদিকে বানৱগণেৰ এত কাতৰ
চীংকাৰ কেন ?

অঙ্গদ । কাকা মশায় ! আমি দেখুৱে যাবো ?

সুগ্ৰীব । না বাবা, তোমাৰ গিয়ে কাজ নাই ! তাইত ক্ৰমণঃ
কোলাহল যেন বাঢ়ছে !

ভুকনো ও ঝুকনো । ওমা—আমাৰ যে বড় ভয় পাচে গো !

বেগে পাপেৰ প্ৰবেশ ।

পাপ । মতাই ঘোৰ অৱাজকতা, বালী বৈল বেঁচে, সুগ্ৰীব
হ'ল ৰাজা—এৰ আমি আৰ কি কইব কথা ?

উমা । (স্বগত) এখন এ আমাৰ মনেৰ মত কথা ক'য়েছে !
এমন স্বামীৰ ৰাজা হওয়াৰ চেয়ে—বনবাণী হওমাই শ্ৰেয়ঃ !
তাহ'নেই আমাৰ মনেৰ শাস্তি !

সুগ্ৰীব । কে তুমি ! তোমাকে যেন আমি কোন দিন দেখেছি
ব'লে বোধ হ'ছে ।

পাপ । হাঁ, দেখেছ বৈকি ! না, কবে দেখলে ?

সুগ্ৰীব । হাঁ নিশ্চয়ই দেখেছি ! সেই গুহাধাৰে ! তুমিই ত
ব'লেছিলে দাদা ম'ৱেছে, আবার তুমি ব'লুছ, দাদা জীৱিত ?

উমা। মহারাজের এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্যায় বলা হ'চ্ছে।

সুগ্রীব। কেন উমা! এ যে দেখছি তুমি আগন্তকের পক্ষ-
পাতিনো হ'য়ে পড়লে?

উমা। না হবো কেন, কথা বাড়ালেই কথা বেড়ে যায়; আপনি
যখন তাঁর মৃত দেহ দেখেন না, তখন আপনি কিসে স্থির ক'রলেন
যে, রাজরাজেশ্বর বানররাজ মৃত?

সুগ্রীব। উমা, তুমি কি ব'লছ?

উমা। বলছি স্পষ্ট কথা! না বুঝে কাজ ক'রলেই পরিণামে
পরিতাপ পেতে হয়। (স্বগত) হা ভগবন্! এ স্বামীর এখন
রাজ্যস্থখ নষ্ট কর।

পাপ। (স্বগত) এ যে দেখছি, আমার বাতাস এর গায়ে
এসেই লেগেছে। হিঃ হিঃ হিঃ। (প্রকাশে) নিশ্চয়! নিশ্চয়!
মহাশয়র কথা মিথ্যা নয়। (উমার নিকট গমন)

সুগ্রীব। ওকি! তুমি—জীলোকের নিকট যাচ্ কেন?

পাপ। ও জীলোক আমার চায় কেন?

সুগ্রীব। সাবধান বর্কর! জান নাই আমি কে? (তরবারি
উন্মোচন)

উমা। একি, তোমার যে মস্তক বিকৃত হ'ল দেখছি!

সুগ্রীব। কি উমা—আমার মস্তক বিকৃত হ'য়েছে?

উমা। নিশ্চয়, তা না হ'লে তুমি আগন্তক তদ্রলোকের অপ-
মান ক'রতে প্রস্তুত হও?

পাপ। আপনিই বলুন ত! হিঃ হিঃ হিঃ।

নেপথ্যে—বানরগণ । যাই, যাই, যাই, প্রাণ যায়, রক্ষা কর,
রক্ষা কর !

সুগ্রীব । কোলাহল ক্রমশঃ নিকটে এল বে! আমি কি
ঐক্যগালিক মায়ার মুখ হচ্চি !

তারের বেগে প্রবেশ ।

তার । মহারাজ ! মহারাজ ! জলন্ত অনল !
সাক্ষাৎ প্রলয়রূপী জলন্ত অনল,
ভীম বিস্ফুলিঙ্গ তার চারিদিকে ছুটে,
বিভ্রাটে পড়িছে হায় বানরের পাল,
বেগে মহারুদ্ধ যেন আগত সংগ্রামে,
বাণে বাণে ছেয়ে গেল কিঙ্কিকা নগর ।
যারে পায় তারে নাশে বীর,
কোন বীর নাহি রয় স্থির ।

হনুমানের বেগে প্রবেশ ।

হনুমান । মহারাজ, দক্ষযজ্ঞ নাশে যথা বীরভদ্র হইল উদ্ভব,
সেই মত সব—সেই মত বাহু-আক্ষালন
ত্রিভুবন সেই মত ক্রাঁপে তার গীর-দাপে—
খসে বুঝি বিশ্বের বন্ধন, ঘন ঘন গভীর গর্জ্জন,
এই গেল, এই গেল—বুঝি কিঙ্কিকা নগর,
এ বুঝে অন্তর,
পারে বীর চন্দ্র, সূর্য্য, দ্যেস্ত চিরাইতে,
স্বর্গ মর্ত্য পারে রসাতলেদিতে ।

মুখে ধ্বনি মার মার মার,
 বিষম হাঁকার—শব্দে গর্ভিনীর হয় গর্ভপাত,
 মাতৃকোড়ে কেঁদে উঠে স্তন্যপায়ী শিশু,
 পশুপক্ষী সবাই অস্থির !
 যারা মহাবীর আখ্যাত বানরমাঝে,
 সকলেই তারা ভয়ে জড় সড়—
 ঐ—ঐ আসে, ঐ আসে সেই বমোপম মূর্ত্তি ভরতর !

নেপথ্যে—বানরগণ । সব গেল, সব গেল, রক্ষা কর !

স্ত্রী । অদ্ভুত অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ! যেন ভীম মহাকাল—
 লগ্ন ভগ্ন করে কিঙ্কিরা-নগর—
 নাহি তার কোনও পরিচয় !
 বুঝান ময়ী তার, গুণবন্ত হনুমন্ত ভ্রান্ত হ'য়ে গেল—
 বুঝিবারে হইল অক্ষম,
 পরাক্রম ব্যর্থ তাহাদের !
 রুদ্ধ হ'ল দ্রুতগতি প্রভঞ্জন-গতি ।
 চল চল দেখি গিয়া তারে,
 কোন্ মন্ত্র ধ'রে আইল মায়াবী ? (গমনোত্তত)

অঙ্গদ । ওমা, বড় ভয় পাচ্ছে !

তার। চুপ কর বাবা !

জাম্বুবানের বেগে প্রবেশ ।

জাম্বুবান । মহারাজ—মহারাজ—অগ্রসর হও'না তপস্বী,
 হায় হায় হ্রাসবুদ্ধিহীন মহাপ্রকৃতি যেন—

পুরুষ-সংযোগে ধরি ক'রে মহাক্রীড়া !

ক্ষোভে রোষে গিয়েছিলু আমি,

তার শাস্তি পেয়েছি প্রচুর—

নারুণ আছাড়ে বীর মোরে—ফেলে দিল দূরে,

ম'রে ম'রে এসেছি এটুকু, হয় বুঝি জীবন সংশয়,

অপর যা হয় করহ উপায় !

উমা । (স্বগত) পাপ রাজা যাক্ ছারখারে,

অচিরে যেন রে সব ভয় হ'য়ে যায় !

তবে এ উমার হায় হয় অপমান প্রতিশোধ !

পাপ । (স্বগত) আরে পাপ যেখানে প্রবেশ করে, সেখানে

কি কিছু থাকতে পারে ?

সব যায় অলে পুড়ে, সব যায় অলে পুড়ে । হিঃ হিঃ হিঃ !

নেপথ্যে—বানরগণ । গেল, গেল — রক্ষা কর, রক্ষা কর ।

স্বগ্রীব । কিছুই ত হায় বুঝিবারে নারি,

কিবা রক্ষা করি,

প্রাণ দিতে পারি, যদি হয় রক্ষার বিধান,

বানর-সন্তান, কহি উচ্চৈঃস্বরে বল বল কি হল ঘটনা ?

নলের বেগে প্রবেশ ।

নল । নাই সে চেতনা—ঘটনার কহি বিবরণ ।

মতিমন্ ! জলন্ত উলুকা যেন আসিয়া ভূতলে —

কিঙ্কিয়ার দেয় রসাতলে, স্মৃতিমান রুদ্র রক্তমাথা !

মুখে তার এইমাত্র রব, রাজ্যদোহী কিঙ্কিয়ানিবাসী !

সেপথে—বালী। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—

রাজ্যদ্রোহী কিক্কিয়া-নিবাসী।

বানরগণ। এল অই, এল অই, মহারাজ মূর্তিমান বোম ! (কম্পন)

বালীর বেগে প্রবেশ।

বালী। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই রাজ্যদ্রোহী কিক্কিয়া-নিবাসী,

তা নাহ'লে ভ্রাতৃদ্রোহী ভূকৃত স্ত্রীব—

তার। কেন দেয় আজ রাজ সিংহাসন !

সাক্ষী থাক আকাশ তপন,

দেখ—দেখ ভ্রাতার নিয়ম—

কড় করি গুহারার,

হুয়াচার ভ্রাতৃ-জায়া লয় বামে !

বসে সিংহাসনে—লাজ নাই নিলজ হুটের।

স্ত্রীব। দাদা—দাদা—লও তব এ রাজমুকুট,

নহি অপরাধী আমি, ভাব দাদা, পূর্ব-ভালবাসা !

বালী। গেছে দূরে, গেছে দূরে স্নেহ-ভালবাসা,

নিবার—নিবার—মুখে—“দাদা দাদা”।

বজ্র শর সম দাদা-কথা, বুক বাজে বাধা,

কেবা তোর দাদা, তুই কে রে অধম পানর ?

ভ্রাতৃদ্রোহী, ভ্রাতৃপত্নীলোভী কামুক লম্পট !

আমি তোর দাদা, তুই মোর হ'স্ সেই ভাই ?

তবে কেন এখনও বালী র'য়েছে ঝাড়ায়—

হুর্দল পশুর মত হিতাহিতহীন ?

ক্লীণ-শক্তি মুখ' অবিবেকী—

পত্নী-লোভী পাপাঙ্গার প্রতিবিৎসিতে—

এখনও বিলম্ব কি হেতু তার ?

স্বগ্রীব । দাদা—দাদা, নহি অপরাধী !

বালী । অপরাধী নোস্ কি না জানে ত্রিসংসার !

কুদ্ধ করি গুহাঙ্গার ভ্রাতার বিনাশে,

অনায়াসে নিলি সিংহাসন !

ভ্রাতৃজ্ঞান করিলি হরণ,

না ভাবিলি একবার কর্তব্য বিহিত,

একেবারে করিলি রে সম্বন্ধ রহিত !

আমি ব'লে ভাই, কই কথা তোর সাথে !

না, না, শত শত বৃষ্টিক দংশন,

করিতেছে মুহুমু'হ সর্বান্তে আমার,

আরে কুলাঙ্গার ! দূর হ'রে, দূর হ'রে —

সম্মুখ হইতে, না না, যাবি কোথা, নাহি যেতে দোষ,

প্রাণনাশ প্রতিশাস্তি তোর,

প্রাণনাশ নিশ্চয়ই করিব, রক্তে তোর যেদিনো ভাসাব,

মহাদাতা বানরের তোর ঘটাব সে দশা,

তবে যাবে বালীর এ ক্রোধ ।

এই পদাঘাত — এই পদাঘাত ! (পদাঘাত করণ)

স্বগ্রীব । যাই দাদা, যাই দাদা, কর ধর্ম করহ বিচার !

উমা । (স্বগত) এই হইতেছে মম অপমান শোধ !

বালী । শত শত এই পদাবাতে - শত শত এই পদাবাতে—
দেহমাংস তোর হবে পিণ্ডীকৃত,
কৈ বন্ধু ! কৈ পাপ !

পাপ । হিঃ হিঃ হিঃ, আমি আছি ব'সে,
শাস্তি পাবে আপন দোষে ! হিঃ হিঃ হিঃ ।

বালী । কর ধৃত পাপিষ্ঠের মন্ত্রদাত্তা বানরের দলে,
পদে চূর্ণ কর হে সকলে,
দেখ' যেন কেহ না পালায়,
ধর মার, দাও যমালয় !
এই—এই সব কুটবুদ্ধি বানরের দল,
অনায়াসে দিল মোর পদস্থল,
ভাবিল না মনে বালীর গরল ইথে ।

হনুমান । বীরেন্দ্র-কিশোরি ! বৃথা অনুযোগ তব,
রাজা তুমি, মোরা দাস, শুনি ধর্মকথা—
দোষগুণ করহ বিচার !

বালী । হনুমান ! বীর বলি আছে জ্ঞান তোর,
তাই চাস্ বিচার করিতে ?

তার। মহারাজ ! রাজার নিকট—

বালী । জানি তার ! তোর এই মন্ত্রণার ফল ।

জাম্বুবান । ক্ষমা কর মহারাজ !

বালী । বৃদ্ধ—কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞাননহী নজাম্বুবান তুই ।

নল । বিবেচক—তুমি মহারাজ ।

বালী । চাটুবাদে ভুলে না এ বালী—

যেমতি স্মগ্রীব—ভুলাইল তো সবারে !

স্মগ্রীব । তবে কি করিবে কর দাদা তুমি,

বিনা দোষে দোষী যদি কর গো স্মগ্রীব,

তোমায় হুঁসিবে সবে,

স্মগ্রীব এ ভবে না হবে চরিত্রহীন !

বালী । পুনঃ কথা—পুনঃ সেই কথা !

পদাঘাত বুঝি নাই.রে স্মরণ ?

মরু হুমণ ! ভ্রাতৃদ্রোহী ভ্রাতৃ-পত্নীলোভী !

(পদাঘাত)

স্মগ্রীব । কর ধর্ম—করহ বিচার !

বানরগণ । হেন ঘোর অত্যাচার—সহিবারে,

নাহি পারি আর,

চ'ক্ষুর হইল শূল—না পেলেও কূল—

অকূলে ডুবিব, ভিক্ষা মাগি পাব,

তবু হেন রাজ্যে আর নাহি প্রয়োজন,

ওঠ, ওঠ মতিমন্ হে স্মগ্রীব ! (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

চল যাই, পাপ রাজ্যে তান্ধি !

স্মগ্রীব । চল, চল, এর চেয়ে ভিক্ষাবৃত্তি ভাল ।

কর দাদা. কর রাজ্যভোগ পরম সুখেতে,

কিছু—এ নিশ্চয় এ স্মগ্রীব তব—

নহে কোন দোষে দোষী ।

বিনা দোষে মোরে করিলে হে পদাধাত !

ধর্ম যদি থাকে - তবে ধর্ম করিবে বিচার,

নতুবা পো এই দেখা, শেষ দেখা হ'ল ।

এস উমা—এ রাজ্যেও নাহি তব স্থান !

[প্রস্থান ।

বালী । উমা কোথা যাবে ? প্রাণ চাস, প্রাণ ল'য়ে যা

উমা । আমি কোথা যাব ? যে কার কর্ণের ফল—

ভুল্লিবে সে জন !

পাপ । তাই ত ধন, তুমি কোথা যাবে, ও বন্ধু, দেখ না হে—

তোমার বোকে নিল সুগ্রীব, তুমি তার বোকে অমনি
ছেড়ে দিবে ?

বালী । তা কি কখন হয় বন্ধু ! তুমি কেন যাবে উমা !

উমা । না, আমি যাব না ।

পাপ । কেন যাবে মণি, খাওয়াব মাখম চিনি !

অঙ্গদ । বাবা ! কাকামশায় কোথায় গেলেন ? কেন তুমি
কাকামশায়কে মারলে বাবা !

বালী । কে রে অঙ্গদ ! আমি এতক্ষণ তোরে দেখি না চাঁদ !
আয় বাবা, কোলে আয় । (ক্রোড়ে গ্রহণ)

নেপথ্যে—বানরগণ । অত্নায়, অত্নায়, সম্পূর্ণ অত্নায় ।

ধর্ম যদি থাকে করিবে বিচার

পাপ । হাঁ বন্ধু ! শুনছ, পাপাআরা তোমার কিরূপ মানি ক'রছে ? কেন তুমি ছেড়ে দিলে, তাই ত ধর্মের দোহাই দিচ্ছে ।

বালী । সত্যই ব'লেছ বন্ধু ! তাহ'লে ত আমি সম্পূর্ণ অন্তায় কার্য্য ক'রেছি ! অঙ্গদ, নাম ত বাবা ! আবে, আবে, দ্রবৃত্ত বকধাঙ্গিকগণ ! এখনও তোরা ধর্মের দোহাই দিচ্চিস ? তবে দেখি, সেই ধর্ম তোদিগে কিরূপে রক্ষা করে ? দেখি— বালীর তপ্ত কোপানলে তোরা এ সংসারে কিরূপে নিস্তার পাস ! সুগ্রীব, এতদিনে জানলাম, মৃত্যু তোর সন্নিকট হ'য়েছে ! এস বন্ধু ! আজ ভ্রাতৃদ্রোহী পাপাআর সহচরগণের জীবন সংহার ক'রে পরে কিঙ্কিঙ্কার বিলাস-সিংহাসনে ছ' জনে ব'সে মহাজ্ঞীড়া ক'রব ।

[বেগে প্রস্থান ।

পাপ । সেই ভাল, সেই ভাল ভাই ! (উমার প্রতি) আমি আসছি গো !

[বেগে প্রস্থান ।

উমা । (জনান্তিকে) এস, আমি তোমার অন্তই অপেক্ষা ক'রে রইলাম ।

[প্রস্থান ।

অঙ্গদ । না কাকী মা, এখানে আর আগি থাকব না, তোরা সঙ্গে যাব ।

[প্রস্থান ।

তারা । কি হ'তে কি হ'য়ে গেল সব !

উকুনো ও বুকুনো । আমরা ত কেঁপেই সারা হ'লাম দিদি !

তারার। কেঁপে সারা তোরা, কেঁদে তারা হইল অস্থির,
 স্থির প্রাণ হইল চঞ্চল—কেন কাতরতা এত আসে ?
 মাগো শিবরাণি ! দেখ মিলি জোড় আঁখি !
 স্বামীর মোর করহ মঙ্গল !
 রাজ্যে ঢাল শাস্তির পশরা !
 কেন অচঞ্চল প্রাণ ক'রিস্ চঞ্চল গ্রামা !
 যেন চক্ষুর সম্মুখে দূর আকাশের কোল হ'তে —
 ষসিমা পড়িল এক ঘন কৃষ্ণবনিকা—
 শ্রামল ভূতল' পর !
 দিক্‌বালাচয় উঠেঃস্বরে কয়—“তারা তোমার মুখনিদ্রা
 পোহাবে এবার ?” ওমা—ওমা—(পতনোত্তত)
 বানরীগণ । ওমা—ওমা—একি হ'ল ! রাণী যে মুচ্ছা গেলেন !
 [তারাকে লইয়া প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

(পথ)

পুণ্যের বেগে প্রবেশ ।

পুণ্য । পালাও, পালাও পুণ্যাত্মা সুগ্রীব ! হরাত্মা বালী
 তোমায় হত্যা ক'রবার জন্ত চারিদিক অব্ধেষণ ক'রছে রাম নাম

কর, রাম নাম জপ কর, রাম নামের শরণ নিয়ে পবিত্র মতঙ্গাশ্রম
ঋষামুক পর্ষতে আশ্রয় গ্রহণ কর।

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি। পালাও, পালাও পুণ্যাআ সুগ্রীব! হুয়া! হুয়া!
বালী তোমায় হত্যা ক'রবার জন্য চারিদিক অন্বেষণ ক'রছে।
রাম নাম কর, রাম নাম জপ কর, আর রাম নামের শরণ নিয়ে
পবিত্র মতঙ্গাশ্রম ঋষামুক পর্ষতে আশ্রয় গ্রহণ কর।

পুণ্য। তুমি কে গা বালিকা?

প্রতিধ্বনি। তুমি কে গা বালিকা? আমি প্রতিধ্বনি।

পুণ্য। আমারই বাক্যের তুমি বুঝি প্রতিধ্বনি।

প্রতিধ্বনি। আমারই বাক্যের তুমি বুঝি প্রতিধ্বনি? হাঁগো।

পুণ্য। অতি সুন্দর! তবে প্রতিধ্বনি! এক কাজ কর, এই
পথে পুণ্যাআ সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, তার, নল নামক তার
অনুচর চতুষ্টয় গিয়েছে, তুমি আমার বাক্যের প্রতিধ্বনি তাদের
কাছে ল'য়ে যাও।

প্রতিধ্বনি। তুমি বুঝি আমাকে দিয়ে বেগার খাটিয়ে নিতে
চাও? তা আমি পারব না, তুমি চোঁচাও, আমি আমার কাজ
ক'র্ব্ব এখন।

পুণ্য। কৈ, গেল বারে ত তুমি তোমার কাজ ক'রলে না?

প্রতিধ্বনি। আস্তে কথা কইলে প্রতিধ্বনি আস্তে আস্তেই
তাই তুমি শুন্তে পাও না।

পুণ্য। তবে আমি খুব টেচিয়ে বলি, তুমি তোমার কাজ কর। পালাও—পালাও পুণ্যাত্মা স্ত্রীবি! ছরাত্মা বালী তোমার হত্যা ক'রবার জন্য চারিদিক অন্বেষণ ক'রছে, রাম নাম কর, রাম নাম জপ কর, আর রাম নামের শরণ নিয়ে পবিত্র মতঙ্গাশ্রম ঋষামুক পর্বতে আশ্রয় লও গে।

[প্রস্থান।

প্রতিধ্বনি। পালাও—পালাও পুণ্যাত্মা স্ত্রীবি—ঐ না স্ত্রীবি আর তার অনুচরেরা আসছে—তা হ'লেই প্রতিধ্বনিও গেছে! আর কেন আমি টেচিয়ে মরি—আকাশের সঙ্গে মিশিয়ে যাই।

[বেগে প্রস্থান।

ভয়কম্পিত স্ত্রীবি, হনুমান, জাম্বুবান,

তার ও নলের প্রবেশ।

স্ত্রীবি। খেন দৈববাণী হ'ছে—রাম নাম কর, রাম নাম জপ কর, আর রাম নামের শরণ নিয়ে পবিত্র মতঙ্গাশ্রম—ঋষামুক পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ কর। হনুমন্ত, শুন্তে পেয়েছ কি ?

হনুমান। স্পষ্টই শুন্তে পেয়েছি! এ নিশ্চয়ই দৈববাণী!

তার। যদি ধর্ম থাকেন, তা হ'লে নিশ্চয়ই তিনি আমাদের রক্ষা ক'রবেন।

জাম্বুবান। তাতে আর সন্দেহ কি ? বিনা দোষে আমাদের নিগ্রহতার কি প্রতিশাস্তি নাই ?

নল। দর্পহারী মধুসূদন আছেন, জগৎলোচন দেব দ্বিবাকর
আছেন, তাঁরাই দেখুন যে, নিরপরাধের প্রতি হুয়ায়া বালীর
কিরূপ অত্যাচার!

গীত।

দীনের বেদন মধুসূদন তোমা বিনা কে বুচাবে।
অসম্ভবে তুমি সম্ভব, সবই পার তুমি ভবে।
বলিদর্প বাড়াইলে, ভুলি তারে পুনর্বার,
ধর্ব্বরূপে গর্ব্ব নষ্ট করিলে হে সারাসার,
ছুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, এ নীতি যে আছে হে তোমার—
তবে বল না হে দর্পহারী, বালীর দর্প কবে যাবে।
দীননাথ ধ'রেছ হে নাম নাশিতে দীনের বেদন
তবে কেন দীননাথ কর না হুঃখ মোচন,
রাজ্যচ্যুত বনবাসী আমরা দীন নন্দন,
ভবে ক্রন্দন শুনি গোবিন্দ, স্থির আছ হে কোন্ ভাবে।

তার। নল! নিশ্চয়ই জান্বে, পাপাআর এ দর্প কখনই
থাক্বে না।

হুম্মান। নিশ্চয়ই তাই! কিন্তু মহামতি তার! আমাদের
এরূপ ভাবে ধাক্কা আর উচিত নয়। দৈববাণী স্মরণ করুন, মহা-
ক্রোধী বালী আমাদেরিগেই অশ্বেষণ ক'রুছে!

তার। হুম্মন্ত! তুমি বুদ্ধিমান এবং পণ্ডিত! বিশেষ বিবে-
চনা কর, যেদ্রুপ অপমানিত হ'য়েছি, সে অপমানে মৃত্যু হ'লেও
মঙ্গল কি না? তাতেও শাস্তি ব'লে অশ্রুভব কর কি না?

হুম্মান। সকলই বুঝি, কিন্তু শত্রুধ্বংসে কাল এবং সুবিধার
প্রতীক্ষা করাই শাস্ত্র বাক্য।

সুগ্রীব। শাস্ত্র-বাক্য অশ্রান্ত হ'লেও যে তা রক্ষা করা অতি
কঠিন হুম্মন্ত! অহো কি আক্ষেপ! বিনা কারণে রাজ্যচ্যুত
হ'লাম! পথের ভিক্ষুক হ'লাম! নির্দাসিত হ'লাম! ক্ষমতা থাক
বা নাই থাক, ইচ্ছা হয়, এখনি এ প্রতিহিংসানল নির্দীপ করি।
তাতে মৃত্যু হয়, সে স্বর্গস্থ ব'লে মনে ক'রব! কিন্তু এ অত্যাচারনা
আর সহ্য হয় না।

জাম্বুবান। তাই বটে, আমাকে ধ'রে যে আছাড় মেরে ছিল,
যদি তাতে হার, মৃত্যু হ'ত, তাহ'লেও—ঐ না একটা বিকট
শব্দ উঠল!

হুম্মন্ত। তাহ'লে নিশ্চয় বালী এই পথে আসছে।

নল। আসে, ক্ষতি নাই, আমরা সকলেই সাহস করি আসুন!
মৃত্যুর জন্ত প্রস্তুত থাকি আসুন! ম'রতে হবে ব'লে নিতান্ত ভীক
কাপুরুষের মত আর এ বন ও বন ক'রে ঘুরে বেড়াতে পারা
যায় না।

সুগ্রীব। নিশ্চয়, আমারও ইচ্ছা তাই। শেষে ত ঋষামুক
পর্কত আছেই! যুদ্ধে পরাজিত হই, শেষে ঐ অদূরস্থ ঋষামুক
পর্কতে শেষ জীবন তপস্তায় অতিবাহিত করব।

নল। ঋষামুক পর্কত যে আমাদের পক্ষে নিরাপদ স্থান, তা
কে বলে?

সুগ্রীব। তা আমি জানি। মহর্ষি মতঙ্গ মুনির অভিশাপে
আর্য্য বালীর সে স্থানে যাবার কোন অধিকার নাই, গেলেই ভস্ম

হবেন। কাজেই উপস্থিত বিপদে সেই একমাত্র আমাদের জীবন রক্ষার নিরাপদ স্থান!

পাপ ও বালীর প্রবেশ।

পাপ। বন্ধু—ঐ—(ইঙ্গিত)

বালী। হাঁ—হাঁ পেয়েছি, পেয়েছি, সেই লাভদ্রোহী লম্পট সুগ্রীব আর তার হুষ্ঠবুদ্ধি অনুচর চতুষ্টয়কে পেয়েছি। এবার আর বালীর তীক্ষ্ণ উজ্জল চক্ষু-তারার সম্মুখ হ'তে কেউ লুকায়িত হ'তে পারবে না। আরে, আরে, হর্ষ-তগণ! (গর্জন)

সুগ্রীব। ও গর্জনে আর ভীত নই, মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে সকলেই প্রস্তুত হ'য়ে র'য়েছি।

নল। যদি বিন্দুবিসর্গও অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারি, তাতেও আমাদের মহাগৌরব চিরদিন অক্ষতভাবে অবস্থান ক'রবে। তথাপি হর্ষ-বালি, তোর মহাশক্তির শেষ অংশ পর্য্যন্ত পরীক্ষা ক'রতে চাই!

বালী। এতদূর আশা! ভাল, ভাল, তাহ'লে আর অপেক্ষা কেন? বাদানুবাদের আবশ্যকতা কি আছে! বালী একাই তোদের শত্রু পত্নদের মনোরথ অনাগ্রাসেই পূর্ণ ক'রতে পারবে। আরে—আরে—লম্পট সুগ্রীব! আগে তোমাই যজ্ঞ দর্শন করা আমার জীবনের বর্তমান মহাত্ম!

(সবেগে আক্রমণ)

সুগ্রীব। এস দাদা, এতদূর ভীতি-পুষ্পে তোমায় পূজা ক'রেছি, আজ একবার বীরত্বের চন্দ্রমে তোমায় চর্চিত করি এস।

(উভয়ের ঘোর যুদ্ধ)

বানরগণ। বীর! আজ জীবনের বিনিময়ে অপমানের প্রতিশোধ।

হনুমান। এস বীবেক বালি! সমানে সমানে বীরত্ব প্রদর্শনই বীরের লক্ষণ, এখন মহারাজ সুগ্রীব দুর্বল, এস আমাদের সঙ্গে এস।

বালী। আমি তোদের ছাড়া সকল পক্ষকে এককালেই যুদ্ধে আহ্বান করছি, প্রলয়-বহি তৃণ ধ্বংস কোন বিষ বিপত্তি গ্রাহ্য করে না।

বানরগণ। বেশ, তবে তোর প্রার্থনাই পূর্ণ করছি আর।

(সকলের সহিত যুদ্ধ ও পক্ষ বানরের পশ্চাৎ বালীর গমন)

বানরগণ। উঃ, যাই, উঃ, যাই, শীঘ্র মতজ্ঞাপ্রমে পালাই চল।

[বালী সহ প্রস্থান।]

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি। পঞ্চবানর! পালাও, পালাও, রামনাম কর, রামনাম জপ কর, রামনামের শরণ নিয়ে কষাসূকে আশ্রয় লও, রক্ষা পাবে।

[প্রস্থান।]

পাপ। (উচ্চৈঃস্বরে-) বন্ধু! এবার আর ছেড় না, ওদের প্রাণ থাকতে আর এস না।

নেপথ্যে—বালী। বা দুর্বৃত্তগণ, খুব রক্ষা পেলি।

পুনঃ বালীর বেগে প্রবেশ ।

বালী । না হ'ল না, পাপাআগণ ঋষামূকে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ ক'রলে ।

পাপ । কেন বন্ধু তুমি তথায় না গেলে ?

বালী । কেন যে গেলাম না, সে অনেক কথা ভাই ! যাবার উপায় থাকলে কি আর প্রত্যাবৃত্ত হ'তাম ? এখন স্থির বুঝলাম বন্ধু, নিয়তিই সত্য, নিয়তি পূর্ণ না হ'লে কেউ পারেও সংহার ক'রতে পারে না । এখন চল, কিস্কিন্দায় ফিরে যাই । পাপাআ স্ত্রীও—আমার প্রতি যেক্রপ শত্রুতা সাধন ক'রেছিল, তার যদি কোনরূপ প্রতিহিংসা সাধন ক'রতে পারি, তারই উপায় দেখি গে ।

[প্রস্থান ।

পাপ । চল বন্ধু ! সে যেমন তোমার বোকে হ'রেছিল, তুমিও তার বোকে নিবে চল । তা হ'লেই হরিবোল হরি, গগগোল চুকে গেল, থাকল বাহাদুরী । হিঃ হিঃ হিঃ—কেমন এই কি না ?

[প্রস্থান ।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক ।

(মতঙ্গাশ্রম)

যোগিনী শবরী ও পুণ্যের প্রবেশ ।

গীত ।

পুণ্য । এস হে কমললোচন রাম—বাপসী-আশ্রমে, আমি পুণ্য আছি দাঁড়িয়ে ।

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি। এস হে কমললোচন রাম-তাপসী-আশ্রমে, আমি পুণ্য আছি দাঁড়িয়ে।

পুণ্য। এস হে জ্যোতিকুলজ্যোতি রামরঘুপতি প্রেম-মকরন্দ-গন্ধ ছড়িয়ে।

প্রতিধ্বনি। এস হে জ্যোতিকুলজ্যোতি রামরঘুপতি, প্রেম-মকরন্দ-গন্ধ ছড়িয়ে।

পুণ্য। তুমি ব'লে বাখাহারী রাম হে, অৰোধিনী নারী,

সংসারবিলাসস্থ তাজি,

(তাই সে এখনও উড়ে না হে, তেম্মার দেখার আশে,

আছে দেহশূল বাসে) আর অর্ঘ্য বিতেছে রাম মানস-কুহমে—

ভক্তির চন্দন মাখারে, আমি পুণ্য আছি হে দাঁড়িয়ে।

প্রতিধ্বনি।

যাও তুমি রঘুনিপাশে,

ভক্তবৎসলে দাও ভক্তের সংবাদ।

যা হেরিলে এই ভাবে কাটে তার দিন।

প্রতিধ্বনি। তা ত দোরই গো, আরও যে তাঁর কাছে আমার
ঢের খবর আছে।

পুণ্য। কি সংবাদ প্রতিধ্বনি।

প্রতিধ্বনি। কি সংবাদ প্রতিধ্বনি! রঘুনির সীতার কথা।
সে অনেক কৈদেছিল গো—অনেক কৈদেছিল, তার কান্না আমার
বুকে গাঁথা রয়েছে।

পুণ্য। তবে প্রতিধ্বনি! অপেক্ষা করো না, শীঘ্র যাও। কহ
গিয়া—“এস রাম, ভক্ত কাদে রাম নাম করি।”

প্রতিধ্বনি। তবে প্রতিধ্বনি! অপেক্ষা করো না, শীঘ্র যাও।
যাই, কহি গিয়া—“এস রাম, ভক্ত কঁাদে রাম-নাম করি”।

[প্রস্থান।

শব্দরী। গণা দিন যায় চলে রাম—

গুণধাম! কবে পাব রাতুল চরণ?

মানব-জীবন করিব সফল—

কতদিনে ব্রহ্মপদ হেরে!

রাজীবলোচন রাম হে, দাসীরে দাঁও দরশন।

তুমি বিনা আর কে দেখিবে নাথ,

এ অবলার হৃৎ-বেদন।

শুশা। ভক্তের সখী তুমি ভক্তাধীন হে, এ যে খাত ত্রিভুবন,

তাই ডাকি ধনুঃধারী ব্যাথাহারী নবদুর্জাদলবরণ!

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ।

নেপথ্যে—প্রতিধ্বনি। এস রাম! ভক্ত কঁাদে করি রাম-নাম।

রাম। একি ভাই, একি শুনি—

কোথা হ'তে আসে প্রতিধ্বনি,

এস রাম, ভক্ত কঁাদে করি রাম-নাম।

কণ্ঠ-তাম্র পূর্ণ ব্যাকুলতা,

সয়লতামাখা সব কথাগুলি।

তুনে প্রাণ হইল কাতর?

লক্ষ্মণ রে! হ' রে অগ্রসর,

দেখি চল ভাই! কোথা রয়—
 রামময় প্রাণ প্রাণ-ভুক্ত ভবের দুর্গত!
 লক্ষণ। রঘুমণি! ভক্তাধীন তুমি—
 ভক্তের রোদনে—শাস্তিময় প্রাণে—
 পাইলে দারুণ বাধা প্রভু!
 নহে মিথ্যা কভু—হবে বুদ্ধি এই—
 মতঙ্গ আশ্রম—ঋষাঙ্ক সিদ্ধাশ্রম নামে,
 তাপসী শবরী—যথা বাপে কালে মহাসিদ্ধি আশে
 এই শোভে সেই বুদ্ধি নভস্পর্শী গিরি—
 ঋষে নিরঞ্জনী-বারি কল কল শব্দে—
 দূরে ও অদূরে করে খেলা ময়ূর-ময়ূরী,
 অহি ও নকুলে সম ভাব হেরি,
 করী ও কেশরী সম প্রাণে করিছে ভ্রমণ!
 হের আর্ধ্য! কমললোচন!
 পূণ্য বেন মূর্তিমান প্রতিকর্মে হেথা
 শাস্তিময় সমূহ আশ্রম!
 রাম। চল ভাই, ধীরে চল, কোথা হেরি—
 তাপসী শবরী—দিবস শরীরী অপে রাম নাম,
 কেন সিদ্ধি আশে সিদ্ধিময়ী তপস্বিনী ধ্যানে। (গমন)
 পূণ্য। এস সিদ্ধি দাতা রাম—এস এস গোশল্যা-নন্দন—
 কারুংহ করুণাময় গুণনিধে!
 এস প্রভু অনন্ত বরুণ বিশ্বরূপ—

হইল পবিত্র আজ দীনহীন শবরী-আশ্রম,
 ত্রিবিক্রম ! তোমা আশে, অশি-নীরে ভাসে—
 ছাঃখিনী শবরী । বৈকুণ্ঠের হরি, এত দিনে—
 পড়িল কি মনে ? লও পাদ্য ছাঃখিনীর অশ্রু-নীর,
 মানস-কুণ্ডল তার ভক্তির চন্দনে,
 রঞ্জিত করিয়া রাম রেখেছি তোমার তরে—
 আমি পুণ্য । 'আছ প্রভু তুমি বলী-দ্বারে দ্বারী,
 আমি হরি, তাপসী দ্বারাে বাধা এই ভাবে !
 নিশিদিন কাটে এইরূপে মোর ।

রাম । মুক্তিরূপ তুমি পুণ্য, ধন্ত তুমি—
 নিজ-মহিমায় ! লীলাময় নিজ দেহ হ'তে—
 করিল স্রজন তব,
 তব ব্রহ্মা বিষ্ণু সকলের তুমি আদরের ধম,
 কোশল্যা-নন্দন আজি খন্ত তব দরশন পেয়ে
 কৈ মা শবরী তুই,

আমি দীন রাম—আজি ওমা তোরা গো অতিথি ।
 শবরী । কে—কে—তুমি রাম ! হেন দিন হ'য়েছে আমার ?
 বৈকুণ্ঠের নাথ ! মোর দ্বারে তুমি আজ হ'য়েছ অতিথি ?
 এস হে অস্থিরে, পাদ্য রূপে রেখেছি তোমার—
 এই অশ্রু-নীর ! যদি-পদ্ম ক'রেছি আসন ।

লও প্রভু ! প্রণাম দাসীর । (প্রণাম)

রাম । রে লক্ষণ ! একি ভাই !

বুঝা কেন পূজে দেবভাবে ?

কহ তপস্বিনি ! কারে ভাবি চিন্তামণি,—

পূজ তুমি পাদ্য অর্ঘ্য দানে ?

শবরী । যারে পূজি সেই পুজা লবে চিন্তামণি,

কি জানি তাহা'রে আমি প্রভু !

জানিবারে পারিতাম যদি—

তাহ'লে কি কাটিত এ ভাষে দিন রাস !

রাম । তপস্বিনি ! বুঝা তুমি—

তোমার পূজায় হবে মোর অমঙ্গল !

একদিন গৌতম রমণী অহল্যা পামাগী,

পূজিছিল পা হুথানি মোর,

তার ফলে এই সব ঘটেছে কুফল !

তাই কহি নাহি কর' অমঙ্গল ।

শবরী । মঙ্গলনিদান !

ধার নামে হয় অন্তত বিনাশ,

মৃত্যু অবিনাশ বিপদবারণ যিনি রঘুমণি,

হবে তাঁর অমঙ্গল ?

ভাল কথা শুনাতে মুরারি;

ভাল কথা শুনিলাম হরি,

হাসি আসে প্রাণে, ভাল খেলা জান খেলায়ুড় !

রাম । মাগো ! কারে তুমি ভাব চিন্তামণি,

যদি চিন্তামণি হ'ব, তবে কেন অরণ্যে ভ্রমিব,

হ'য়ে হার রাজার সম্ভান, রাজ্যে কেন নাহি হ'ল স্থান,
রাজ-ভূষণের বিনিময়ে মাগো -

পরি কেন এ চীর বঙ্কল ?

ভাব দেখি মাগো. রাম-কিসে হয় চিন্তামণি ?

শবরী । তা না হ'লে হার, লীলাময় কে বলিত তোমা,

সহজে রহন্ত যদি বুঝে নিত জীব,

তাহ'লে হে রাম, জীব ব্রহ্মে পার্থক্য কি হ'ত ?

লীলাময় রাম, কে তোমা ভাবিত ?

সকলি যে গুপ্ত ভাব তব ভাবময় !

কোন্ ভাব ক'রেছ প্রকাশ,

আদি মধ্য অন্ত-সব ভাব তব যে হে রহে লুকায়িত !

পদ্ম-অঁধি ! আর কেন করহ ছলনা,

বুঝা আমি, যে হও সে হও তুমি,

রাম, মনস্কাম মোর কর হে পূরণ !

রাম । মাগো তপস্বিনি, কিছুই না জানি আমি,

রাম তোর অন্তর কাঙাল,

কাঙালের হ'তে কোন্ মনোবাঞ্ছা হবে না পূরণ ?

শবরী । রামধন ! এ সারা জীবন—

ভোগ্য বস্তু যত পেয়েছি উত্তম,

সব রাম, রেখেছি তোমার তরে—দিত তব চক্রযুগে ।

দেখ রাম, সেই সব মোর এই অঞ্চলেতে বাধা ।

(অঞ্চল হইতে ফল মূল উন্মোচন)

রাম । রে লক্ষ্মণ ! এ বৃদ্ধা শবরী যে রে মাতৃস্নেহ করান উৎসাহ !

মা—মা—কে মা তুই ?

কৌশল্যা মায়ের কথা পড়ে যে মা মনে,

মা জননী এই মত উপদেশ খাদ্য যত পাইতেন তিনি

রাখিতেন সবতনে অভাগা কারণে ।

মা—মা—কোথা তুমি ! (রোদন)

লক্ষ্মণ । (স্বগত) হা লীলাময় ! কত লীলা জান দেব !

আর কেন হরি—এই দীনা শবরীরে ছলা ?

খেলা শেষ ক'রে ল'ও, চল সুগ্রীব সমীপে !

রাম । মা—মা—দে মা তুই,

করা মা ভোজন কৌশল্যাকুপিণী ।

শবরী । কি কহিলে রামরঘুমণি,

এত দয়া তব দয়াময় !

মা—ব'লে ডাকিলে মোরে ?

ধন্ত ধন্ত রে শবরী, ধন্ত তুই আজ !

জগতের পিতা রামমণি কমললোচন,

মাতা ব'লে এ নারী জনম করিল সার্থক আজ !

এস রাম—এস পিতা, এস পুত্রধন,

ব'সে মার কাছে, মাতৃস্নাত্ত কল কিছু ধর চাঁদমুখে ।

(রামচন্দ্রের কল ভক্ষণ)

লক্ষ্মণ । দেখ'রে জগৎ—নয়নি মিলে—

মুগ্ধ গেলে ভক্তির ক্ষয়ার,

কি ভাবে সে ভক্তাধীন আপনি কেশব—

ভক্তের বাসনা সব পূরণ ঘেহেতে !

ভাল লীলাময়—ভাল লীলা দেখালে মুরারি !

পিতা হ'রে আজ—পুত্রভাবে ভুলালে শবরী !

নমামি হে রামরূপ—ত্রেতা-অবতার,

কে তুমি কে আমি রাম, বুঝে উঠা ভার,

নমঃ দয়াময় ! (প্রণাম)

রাম । মাগো, মা বলা সার্থক মোর আজ !

মাঝে আমি বড় ভালবাসি ।

(স্বগত) যুগে যুগে তাই মা বলিতে আসি, ধরাধামে

শবরী । জানি রামশশী—রাখ ছলা —

সার্থক হইল মোর আশ্রম-বসতি,

দেহ অমৃত, এ জরা শরীর তাজি—

যাই স্বর্গলোকে এবে গুরু সন্দর্শনে ?

আর যাও রাম, এই পথে স্ত্রীক মিলনে ।

এরই নাম ধ্যানমুক গিরি । হে মুরারি,

যে উদ্দেশ্যে তব আগমন,

নারায়ণ, নিজ নামে পূর্ণ কর তাহা

কর লাভ লক্ষ্মীরূপা সীতা ।

কোথা গুরু ! আজ্ঞা তব দেব, ক'রেছি পালন,

এস সনাতন,

স্বর্গ হ'তে লহ আজ্ঞা মোর ।

অদূরে মতঙ্গের প্রবেশ।

মতঙ্গ। আর মা শবরি! তোর তরে আছি মোরা—
 স্বর্গে ক্ষুধ মনে। পারাপারে ছিল বড় ভয়,
 রাম দয়াময়—পদতরী দানে—
 তরিল মা সে সিঁধু জীবনে। এবে হুট মনে,
 জরা দেহ অপি ছ'তাননে,
 আর ওমা, আর চ'লে আর!

অগ্নিকুণ্ড লইয়া জনৈক ঋষি ও মতঙ্গের প্রবেশ।

মতঙ্গ ও জনৈক ঋষি। এই মা মোদের তপস্তার যজ্ঞ অগ্নি!
 এখনও নির্দোষিত হয় না জননি!
 আর ওমা, আর চ'লে আর!

শবরী। জর গুরু—জর গুরু, নিত্য ব্রহ্মময়!
 দয়াময় রাম, দাও হে বিদায়।

রাম। যাও, যাও তপস্বিনি, নিত্য নিকেতন।

মতঙ্গ ও জনৈক ঋষি। জল—জল বৈশ্বানর!
 পবন হে, পূত কর পাতকিনী নারী।
 শেব কর ঐহিকের খেলা,

শবরী। গুরু—গুরু! দাও পদাশ্রয়।

(অগ্নিকুণ্ডে পতন)

পুণ্য। এস সাধ্বি! এস পুণ্যবতি!
 আমি পুণ্য আছি তব সাথে।

অনল বালাগণের প্রবেশ।

অনল-বালাগণ।

গীত।

লক্ লক্ লক্ ধক্ ধক্ ধক্ হ হ হ দাউ দাউ দাউ—
 আবার উঠিল ছলে যাজ্ঞিক অগ্নি, কর খেলা অনল-বালা।
 পাপ তাপ সব ক্ষয় হ'য়ে যাক্ এস পুণ্য থাক্ তুমি শুধু—
 পিতা কৃশামুর সাপে সূচাতে জগৎ জ্বালা
 রন রন রন, বন বন বন, খাঁ খাঁ খাঁ উঠ রে শিখা-সহচরী,
 সূর্য্য সোম মঙ্গল বোম দাপটে রে কাঁপুক রে পরধরি,
 সাধু যে উল্লাসে ভাংক সে, পাণী যে মরুক সে ভরে মরি,
 পরশি আকাশ, হউক প্রকাশ অক্ষত আশ্রয় জ্যোতির্মালা।
 আর লো আর উল্লাসে করি ক্রীড়া, তাজিয়ে মান-সন্ত্রম-ভয়-ক্রীড়া,
 খেই, খেই, খেই, খেই, খেই খেই, মোরা নহি ত কড় হিরা,
 কণা ধরে চল্ কণা ধরে যাই, হোক কিরণ মুখে মোদের মেলা।

[রাম, লক্ষ্মণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

লক্ষ্মণ। হের অর্ঘ্য! শবরী সঙ্গতি!

শুভ অগ্নে, পুণ্য তার পাছে, তার পাছে
 সেবাকল অগ্নিবালাগণ,

চলে পুণ্যবতী সতী সাক্ষাৎ বিদ্যাতমমা।

রাম। ভাই! এ সংসারে এই গুরু-সেবা-কল—

সাকারে শবরীরূপা।

ধন্য গুরু আর ধন্য ভক্তি-বল!

যার ফল স্বর্গবাসে গতি!

চল প্রাণাধিক; যাই এবে স্ত্রীব মিলনে।

যদি রামভাগ্যে ফলে কিছু শুভ ফল,

পাই যদি সীতার সন্ধান।

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি। সীতার সন্ধান? সীতার সন্ধান?

কেঁদেছিল সীতা—এই ব'লে—

ছুরাআ-রাবণ যবে হরিল তাহারে, "বলিস্ রে তরুলতা,

রামে—ছুরাআ রাবণ-হরণ করিল মোরে!

দাসীরে উদ্ধার-করো গুণধাম!" ওগো এই ব'লে—

কত যে কাঁদিল—প্রতিধ্বনি আমি মোরেও কাঁদাল,

দেখ রাম—দেখ বন্ধ মোর—

সীতাবাক্য হার আছে কি ভাবেতে লেখা।

[বেগে প্রস্থান।

রাম। অঁ্যা—অঁ্যা—কে বামা অনলরূপিণী,

গৌদামিনী সমা চকিতে মিশাল—

রে লক্ষণ! নির্ঝাপিত অগ্নি আবার জলিল,

চল্ ভাই, চল্ ভাই, কে বামা পালায়?

[বেগে প্রস্থান।

লক্ষণ। প্রতিধ্বনি নাম, প্রতিধ্বনি নাম,

তবে কি রে সীতা মা'র বাক্য-প্রতিধ্বনি!

এই ব'লে জনকনন্দিনী কি রে -রাবণ-হরণ কালে,

কেঁদেছিল হায়—কৈ, কৈ, তুমি কোথা প্রতিধ্বনি!

তুনি তুনি—আর একবার,
মা আমার কেঁদেছিল কোন কথা ব'লে;
মা আমার কেঁদেছিল কোন কথা ব'লে।

[বেগে প্রস্থান।]

অষ্ট গর্ভাঙ্ক।

(কিঙ্কিয়ার অন্তঃপুর)

ক্রতপদে পাপের প্রবেশ।

পাপ। হিঃ হিঃ হিঃ—রামচন্দ্র এবার সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা
ক'রতে চ'ললেন। বাও বাবা, এবার সীতা উদ্ধারে আদা জল
খেয়ে নেগে যাও। হিঃ হিঃ হিঃ—এত জমাট করতে চেষ্টা
ক'রছি, কিছুতেই আর কিছু হ'চ্ছে না। ভেয়ে ভেয়ে পর করলুম,
লাধি মেয়ে রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে দিলুম, সে পালিয়ে গেল, পথে
তাকে আটকালুম, আবার যুদ্ধ হ'ল, তবু পাপ আমি চারিপাড়ে
বালীর দেহ অধিকার ক'রতে পারছি না। পারছি না কেন,
তারও একটা বিশেষ কারণ বুঝছি। দেখ, সকল কাজে একটা
বাহবা নিতে হয়, বাহবাটাই আমাদের একটা বাতিক। কাজেই
আমি যে পাপ, একথা আমি বলতে চাই না কেন? একটা বাহবা
নিতে। পাপের কাজ কে না জানে? তবু আমি বলছি—দেখ
আমি পাপ, আমাতে এই ঘটে, তুমি তবু আমাতে যুদ্ধ হও কেন?
আমি বলছি, আমার কিছু দোষ নাই, তোমরাই আপনাদের দোষে

মজ্জ। আমি সেইটেই তোমাদিগে দেখাব যে, দেখ, দোষ কার ? এখন বালী, তাই সুগ্রীবকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনি একা কিঙ্কিঙ্কার রাজা হয়েছে। সুগ্রীব গিয়ে স্বাম্যুক পর্বতে প্রাণরক্ষা করছে। মধ্যে তাই জমাট হ'চ্ছে না। কিন্তু আমি বলছি, মধ্যে জমাট না হ'লে আমি বাহবা নিতে পারব কেন ? তাই আমি বিশেষ চেষ্টা করছি যে, একটা কিছু জমাট করা চাই ! বলি, এক হাতে কি তালি বাজে ? এই যে বালী সে দিন ব'লে—পাপিষ্ঠ সুগ্রীব যেমন আমার পত্নী তারাকে স্বামে বসালে, আমিও তেমনি সুগ্রীবের স্ত্রী উমাকে প্রাণপ্রেমসী কর'ব। কিন্তু সে ত আর মুখে কিছু ব'লে হবে না ! উমারও ত মত চাই ! তা হ'লেই হ'ল, বাজাতে হ'লে দুহাত চাই। আমিও তাই দুহাত খুঁজছি। কিন্তু মন ত আমার নয়, উমার আর বালীর। তাই উক্কনো ঝুক্কনো দুটোকে উমার পাছে লাগিয়েছি। এতে বালী উমা দুজনের যে প্রেমের ভাব চাই, তাহ'লেই জমাট হবে। নৈলে যে সব ফাঁকা ফাঁকা। এই যে উক্কনো-ঝুক্কনো আসছে। বলি, রমনী-কুলের গর্ভধর্মকারিণী মালদহজঙ্গলের মালসামুখী শাখা হরিণী—বলি ভাল ত ? বলি, জমাট ত ? বলি—কাজ গোহাল ত ?

উক্কনো ও ঝুক্কনোর প্রবেশ।

উক্কনো। বলি আকাশতরা মেঘ তোর ঘাথার পড়ুক রে মুখপোড়া !

ঝুক্কনো। জোনাক পোকাগুলো দখীচি-মুনির হাড় হরে তোর মুণ্ডে পড়ুক রে অনারুখো !

পাপ । বলি, এমন যে সচন্দন গুল্প বৃষ্টি ক'রুচ, চন্দ্রবদনীদ্বারা
হিঃ হিঃ হিঃ—বলি, তাহ'লে পাপেতেও আজ গুলি ঢুকেছে বল ?

উক্কনো । আবার, ফের ?

ঝুক্কনো । দেখ্ বেশী বাড়াবাড়ি ভাল নয় ।

পাপ । বলি, আপরাধটা কি আমার বল ?

উক্কনো । নয় ?

ঝুক্কনো । দূর মিন্সে, তোর একটু ধর্মজ্ঞান নেই ।

উক্কনো । এতেই আমি তোর তারিফ দিই ।

পাপ । তা দিবে বৈকি—নৈলে আমি বাহবা পাব কিসে ?

ঝুক্কনো । চোপ্ ।

পাপ । আমার, মাগীর আওয়াজ যেন কামানের তোপ ।

উক্কনো । মার্ব মুখে এক লাথি ।

পাপ । তা হ'লেই লাগবে জমাট, একটু ক'রলেই তুমি
বজ্রাতি । যাক্ এখন সময় যায় ধন, এদিককার কি ক'রছ বল ?

গীত ।

উক্কনো । তোর মনের মত সব ক'য়েছি—

গাঙে তার বাণ ডেকেছে, ও প্রাণনাথ !

ঝুক্কনো । এখন সামাল মাঝি—সামাল সামাল ব'লে

চারিদিকেতে তার গোল উঠেছে, শুনি প্রাণনাথ !

উক্কনো । যেমন তেমন বাণ নয় প্রাণ, প্রেম-কোটারে বঁড়া বঁড়া বাণ,

ঝুক্কনো । একটা কুটো সাত কুটো হয়, শু প্রাণ এমনি তার তুকান,

উভয়ে । তরী হ'চ্ছে হাররাণ, তরী হ'চ্ছে হাররাণ,

উক্কনো । এখন যারে হতছাড়া,

ঝুকনো। ডিঙরে মুখপোড়া,—

উভরে। ডুব ঘেরে ধ'রগে তরী, মরি মরি—
মোদের সোনার তরী ডুবতে ব'সেছে।

পাপ। বাস, তা হ'লেই কর্ম চুকেছে। এখন তোমাদের
মধ্যে কে আমার সো রাণী আর কে আমার দো রাণী হবে বল ?
বজোরসে রাজ্য চালাই। অপ্রতিহত প্রভাব, অদম্য শক্তি—
বুঝলে ত ?

উকনো। আমি তোর সো রাণী হ'ব।

ঝুকনো। কেন লো, আমি তহ'লে দো রাণী হ'তে যাবো ?
মরণ আমার !

পাপ। দেখ, আমি ত ব'লছি, আমি পাপ, আমার কাছে
সব বিপরীত। আমার কাছে যে দো রাণী হবে, তারই বড় মজা !

ঝুকনো। কি মজা ?

পাপ। তিনিই আমার বিলাস-রঞ্জিনী হবেন, অর্থাৎ কিনা—
তিনি আমার তুমার জল, গরমের গাছেয় ছায়া, বুঝতে পারচ ত ?

উকনো। আর যে সো রাণী হবে ?

পাপ। তার উপরে কাঁটা নোচে কাঁটা।

উকনো। মারব মুখপোড়ার মুখে পাঁচ কাঁটা। না, আমি
তোর দো রাণী হ'ব।

ঝুকনো। তা হবে না, আমি দো রাণী হ'য়েছি।

উকনো। ঐ লো ঝুকনো—ছোটরাণী আসছেন।

পাপ। তবে সটকে পড়, সটকে পড়, ভেজাল বাড়িও না।

ভেজালে সব কাজ গুলিয়ে যাবে। একে টালা তরী, মধ্যে কেলে সামলান যাবে না। চট্ট ক'রে কিনারায় গিয়ে লাগতে পারে। এস সয়ে পড়ি, বাইরে থেকেই চাগ চলনের ঢং বুঝি। সব জমাট হ'য়ে যাক। (সকলের অন্তরালে দণ্ডায়মান)

উমার প্রবেশ।

উমা। আমরা ক্ষেতে বানরী, আমাদের আবার সতীত্ব কি? বড় দিদির এক ঢং—সতীত্ব! আরে আমার সতীত্ব গো! রাখ্, ভোর সতীত্ব! পাণ থাকে চার, তাতেই আমার সতীত্ব, যাতে রূপ-মৌবনের তৃপ্তি হবে, তাই আমার সতীত্ব! তাতেই আমার পরকাল! ম'লে কি হবে—তা কে জানে? তখন পরকাল আবার কি? “ফুল ফুটেছি বাগানে, দেখছে আমার পাঁচ জনে,

পাঁচ জনে ক'রবে বতন, তাই ত ফুল মনের মতন!”

তা না হ'লে একজনের জন্তে হা হা ক'রে ম'রবে কেন? হাঁ, ম'রতে পারি, সে যদি আমার জন্তে মরে। বেশ মরবে! এক বছর পরে ঘরে এলেন, আমি কোথায় স্বামি-সেবা ক'রব, স্বামীর মনে আনন্দ দোব; তা না হ'য়ে স্বামী নিলেন কিনা সো রাণীকে। তাকে নিয়ে তিনি রাজা হ'লেন, নিজে রাজমুকুট প'রলেন, রাণীকে রাজমুকুট দিলেন, আমি যে অভাগিনী, সেই অভাগিনীই রৈলাম! এই খানেই কাজের শেষ হ'ল আর কি! আমি সেই সতীত্ব নিয়ে ঘুরে খাব? কেন? স্বামী যদি বড় ভেয়ের জীকে রাণী সাজিয়ে বামে নিয়ে বসতে পারে, তা হ'লে ছোট ভেয়ের জী কেন তার বড় ভাইকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ ক'রতে পারবে না?

আরে আমার সতীত্ব গো ! এ সংসারে রূপ কে না চায় ? রূপে কে না মজে ? তুমি পুরুষ-রূপে মজতে পার, আর আমি মেয়ে মানুষ, রূপে বুঝি ডুবতে পারি না ? আরে আমার সতীত্ব গো ! আমার ত আশা জেগেছে ! আজ জেগেছে—কে দিন মহারাজ বালী আমার সেই অনামুখে স্বামীকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজসভায় আমাকে ব'ল্লেন—কেন উমা, তুমি কেন যাবে ? মরি প্রতি কথার তখন যেন শত ভ্রমর ঝঙ্কার দিয়ে উঠল ! কথা শুনেই মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম কি—যেন কোটি টাদের আলো, কোটি কুলের আলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেল ! অমনি অভাগিনী আমি, আত্মহারা হ'য়ে গেলাম ! চারিদিক শূন্য দেখতে লাগলাম ! ভাবলাম, এত রূপ যার, সে আমার পূজনীয় গুরু হ'ন্ না, যাক্, যাক্, আবার কেন সে চিন্তা ! উপায় চিন্তাইত আমার খেয়েছে ! প্রাণ যাকে দিলুম, সেই আমার প্রাণের প্রাণ, সে গুরু পূজনীয়ই ত বটে । তবে তার জন্ত চিন্তা কি ? আচ্ছা, যোগীরা ধ্যানে ব'সে ভগবানের রূপ চিন্তা করে, অবশ্যই একটা আনন্দ পায়, আমিও কেন তার রূপ ধ্যানে চিন্তা করি না, তা হ'তে কি একটুকু আনন্দ পাব না ? দেখিই না কেন ! (ধ্যানোপবেশন)

পাপ । (বাহির হইয়া) দেখ্ উক্কনো, এখন তোরা যা, আমি তোদের জন্ত জড়োয়া জড়োয়া গয়না নিয়ে তোদের শ্রীমন্দিরে যাচ্ছি । দেখিস্, খুব সাবধান !

উক্কনো ও কুক্কনো । যাবি ত ?

পাপ । মাইরি ।

ঝুক্‌নো ও উক্‌নো । মাইরি ?

পাপ । মাইরি ।

ঝুক্‌নো ও উক্‌নো । না যাস্‌ ত, তোঁর মা তোঁর মাথা
ধাবে মুখপোড়া !

[প্রস্থান ।

পাপ । হিঃ হিঃ হিঃ, আহা, মেয়ে মানুষের গাল যেন
মিছরির সরবৎ রে—মিছরির সরবৎ । কি গো জমাট বাঁধ্‌ছে ত ?
আর দেখ, সকলেই বলে যে পাপের হাসিটা বড় নীরস । বটে কি
না ? তা ব'লে আমি কি ক'রব; আমি না হাস্‌লে ত তোমরা
আর চুপ ক'রবে না ? আমার হাসি নীরস হ'লেও আমি আমার
কাটকাপাসে প্রাণের হাসিই হাসি । আবার হাসি ! হিঃ হিঃ হিঃ ।
এখন দেখ, আমি আগে ব'লেছিলুম, সকলেরই কাছে বাহবা
চাই । এখন একটা বাহবা নিতে হবে । দেখি এখন তোমরা
আমায় বাহবা দাও কি না ? এই ত স্ত্রী-সহধর্মিণী উমা
গোপ্লার তলে যেতে ব'সেছেন । তোমরা মনে ক'রতে পার, তুমি
পাপ তোমার কুহকময়ী—ছলনায় । বেশ স্বীকার ক'রলাম, কিঙ্ক
এখন দেখ, বালীও ত আস্‌ছেন, শুধু প্রতিহিংসার নয়, রূপ-
লাবণ্যের লালসাও আছে । আমি পাপ, আমার কুহকময়ী ছলনা
থাক্‌লেও আমি তাকে বাধা দিচ্ছি দেখ ! এতে তোমরা আমায়
বাহবা দাও কি না দাও; এইটে আমি কেবল দেখতে চাই ।
আমি তাকে বাধা দিবার জন্য উমার কক্ষের দ্বারে শয়ন ক'রছি ।
কালীর রূপ-যৌবনলালসিত চিত্র এসেই এখানে বিষম বাধা পাবে।

দেখ, তাতে সে কাস্ত হয় কিনা? আর সে কাজে পাপ ছোটো বাহবা পেতে পারে কি না? এই আমি শয়ন ক'রলাম। (শয়ন)
বালীর প্রবেশ।

বালী। ফুলের প্রজাপতি সকলেই হ'তে চায়, তাতে প্রতি-
হিংসাও থাকতে পারে, আর রূপলালসাও থাকতে পারে। তেমনি
সুগ্রীবের পত্নী উমা—আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী উমা—সংসার-
উদ্ভানে সোনার চাঁপা। তাতে আমি প্রজাপতি হ'য়ে সুগ্রীবের
প্রতিহিংসাও মিটাতে পারি, আর তাম্র রূপে অন্ধ হ'য়ে আমার
লালসাকেও চরিতার্থ ক'রতে পারি। তখন পাপ পুণ্য বিচার
ক'রবে কেন? যখন ভুবনমোহিনী সুগ্রীবের অঙ্গুগামিনী হ'ল না,
তখন সত্যই সে মোহপাশবদ্ধা হরিশী হ'য়েছে। আহা হা কি
রূপ। সে লাবণ্য-প্রভা স্বার্থই আমার পাগল ক'রেছে। নিন্দা,
পরিবাদ, তিরস্কার, গঞ্জন সে যেন সব সহ ক'রতে প্রস্তুত হ'য়েছে।
সুতরাং আমি কে? আমি ত তুচ্ছ—তার রূপ অনলের পতঙ্গ।
তাই আজ আমি সকল ধর্ম্য কর্ম্য বিসর্জন দিয়ে তার কক্ষে প্রবেশ
ক'রতে এসেছি। কিন্তু উমা কিছু মনে ক'রবে না? না, না,
তার যে রূপ আমাকে কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত আনয়ন ক'রতে পেরেছে,
সে কি কিছু আবার মনে ক'রতে পারে? যদি কিছু মনে করে,
তা হ'লে আমি বানরের প্রাণী তার পাদপদ্মে তখনি প্রাণ বিসর্জন
দেব। এখন যাই—ফুলারবিন্দ চাকরহাসিনী উমা কি ক'রছেন,
তাই একবার দেখি গে। (পাপ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হওন) এক
উনার কক্ষদ্বারে পদার্পণ মাত্রই কে আমার অগ্রগমনে প্রতিবাধা

প্রদান করে? নখাগ্র হ'তে শিরস্থ কেশাগ্র পর্য্যন্ত ধর 'ধর' ভাবে বিকম্পিত হ'তে লাগল যে? কেন এরূপ হ'ল? অহো, তার রূপ যে আমার পাগল ক'রেছে। যাই, একবার তাকে দেখি। (গমনোত্তত ও পাপ কৰ্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত) কে আমার গমনে প্রতিবাধা দেয়?

পাপ। হাঁ হাঁ—কর কি, কর কি? কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বারা যে মাতৃরূপ। অহো, এ যে অতি ভয়ানক পাপ!

বালী। তুমি কে হে! এরূপ সময় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা কও?

পাপ। আমি পাপ।

বালী। তুমি পাপ! না কখনই নয়। পাপ ত আমার বন্ধু, তোমাকে ত আমি দেখতে পাচ্ছি না।

পাপ। দেখতে পাবে কেমন ক'রে, পাপে যে তোমার অন্ধ ক'রেছি।

বালী। বেশ ক'রেছ, এরূপ অন্ধই যেন হ'য়ে থাকি। আমি আমার দৃষ্টিশক্তি চাই না। তবু আমার উমাকে চাই। (গমন)

পাপ। (স্বগত) কেমন, এখন আমি দুটো বাহবা পেতে পারি কি না? তোমার চক্ষু আছে, তবু তুমি নিজে অন্ধ হবার প্রয়াসী, আমার অপরাধ? আমি পাপ, বলে ব'লেম, তাকি শুনলে? ঐ দেখ অন্ধ আজ রূপের আলোকে দিশেহারা।

বালী। এই না উমা সুন্দরী! একান্ত মনে কার চিন্তা ক'রছেন! আমরা মরি, স্বর্গের নন্দনের দেবীকে যেন কিঙ্কিঙ্কার

অস্তঃপুরে কে এসে ফেলে দিয়ে গেছে ! যত দেখি, তত যেন
দেখতে ইচ্ছা হয় ।

গীত ।

আ মরি মরি আশা আর মিটে না ।
একি রে পিপাসা তৃষ্ণা আর ঘোচে না ।
দেখেছি আকাশে বাসন্তী চাঁদ পরশ ক'রেছি মলয় বার,
শুনেছি শ্রবণে কোকিল-ঝঙ্কার, স্নেতেছি আবেশে আমোদে তার,
এত তা ত নয়, এ যে বাসনার পর বাসনা ।
রূপের পরাগে সোহাগের ফুল, ঢাকিয়ে রেখেছে ঘটাইতে ভুল,
কেবা নিরমিল, ভুবনে আনিল, উপহারহিত শোভা অতুল,
যত দেখি ততই দেখা আর হয় না ।

পাপ । আবার দেখ, আমি আরও দুটো বাহবা পেতে
পারি কিনা ? বালী উমার কক্ষধারে আস্তেই তাকে বাধা
দিলাম, আবার আমি তাদের পূণ্যক্ষেত্রের সময়ে এর চেয়েও ভীষণ
ভাবে বাধা দোব, দেখনা গো, আমার অপরাধটা কি ? একটু
অপেক্ষা কর, আমি এখনি আস্টি ।

[বেগে প্রস্থান ।

বালী । আমরি, উমার ভালবাসা যেন আগ্রত ! ধ্যানের
মাগরে তার ভালবাসা যেন তরঙ্গাকারে খেলছে ! বলি, উমা—

উমা । আহা হা, ধ্যানের মূর্তি কি সুন্দর ! ঠিক যেন আগ্রত
হ'য়ে আমার সঙ্গে কথা কছে ! কি আদর সম্ভাষণ ! সুন্দর ! আমি
কি বলে সম্ভাষণ ক'রব ? মহারাজ, না, না, এ সম্ভাষণ যে অতি

মীরস ! প্রাণাধিক ! বলে দাও, কোন্ সম্ভাষণের কোমলতা
অধিক ?

বালী । উমা, উমা, প্রিয়তমে—

উমা । কে অপনি ? আসুন ? অঁ্যা, যারে আমি চাই;
সেই তুমি মনোচোর এসেছ আমার ?

বালী । অঁ্যা, যারে আমি চাই, সেই তুমি মোর—
প্রাণ-প্রিয়তমে রহিয়াছ নিৰ্জনে একাকী ?

উমা । হেন ভাগা করেছে কি দাসী ?
এ অধিনী পদসেবা করিতে পাইবে তব ?

বালী । অধিনী কি প্রিয়ে ! রাজরাজেশ্বরী করিব তোমায়,
এ বালীর হৃদয়-রাজত্বে—
হবে তুমি একমাত্র প্রভাময়ী দেবী ।
দাস হ'য়ে আমি চির দিন বাঁধা রব পায়ে ।
এস প্রাণময়ি ! প্রাণ দান কর লো আমার ।

(গাত্রে হস্ত প্রদানোক্তত ;

সৰ্পমালাবিভূষিত পাপের বেগে প্রবেশ ।

পাপ । আরে মূঢ়, আরে মূঢ় !

কামাক্ষ—বর্কর, করিস্ কি—

কার গাত্রে করিস্ যে কর নিক্ষেপণ !

প্রায়শ্চিত্ত কর-গে সাধন—

এ যে লাভুজায়া, লাভুজায়া—মাতৃরূপা লাভুজায়া তোরা !

বালী । ওহো একি মূর্তি ভয়ঙ্কর,

চারি পার্শ্ব ফনি বিষধর,
 দংশিবাবে গরজে গভীর —
 তুলে ফণা, উম'-দেহে এত ফণি ঘেরা ?
 আহা, তবু রূপ—তবু রূপ কতই সুন্দর !
 কামাক্স পামর হই আমি—তবু রূপ ভুলিতে নারিব,
 নরকে ডুবিতে হয় তাহাও ডুবিব,
 উমা তরে প্রাণ বিসর্জিব, তবু উমা তুই প্রাণময়ী,
 আর উমা, প্রাণময়ী চল যাই বিলাস-আগারে !

উমা। চল প্রাণধন ! তুমি আজ হাতে আমার সর্বস্ব

[হস্ত ধারণ পূর্বক বালী সহ প্রস্থান।

পাপ। কেমন দেখলে ত ? রকম বুঝলে ত ? কৈ—পাপের
 কথা কি শুনে ? রূপে এত অন্ধ ! মাতৃরূপা ভ্রাতৃভায়া—হরণেও
 একটুকু মাত্র হিতাহিত বিবেচনা ক'রলে না। তা'নাই করুক,
 আমার কাজ ত আমি ক'রলেম, তখন তোমারা দুটো বাহবা'না
 দিবে কেন ? হিঃ হিঃ হিঃ, যাই—এখন—উমাবালীর বদনবসটা
 দেখিগে।

[বেগে প্রস্থান।



সপ্তম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

(ঋষ্যমুক পর্ষত)

সীতার উত্তরীয় বস্ত্র হস্তে স্ত্রীবি, তার, নল,
জাম্বুবান, হনুমান ও প্রতিধ্বনির
প্রবেশ ।

স্ত্রীবি । যুগপৎ বিষয় বাপার অতি চমৎকার—
উত্তরীয় বস্ত্র এক পড়িল গিমান হ'তে—
কেহ কিছু না পেহু দেখিতে,
সঙ্গে তার করুণ রোদন —
কহে কথা মর্ম্ম বিনারণ "ওহে রাম গুণধাম—
মোরে নিল চোরে চুরি করি ।

প্রতিধ্বনি । ওহে রাম—গুণধাম মোরে নিল চোরে চুরি করি,
বৈকুণ্ঠবিহারি ! করহে উদ্ধার হৃদিখীনী সীতার ।

বানরগণ । ঐ ঐ—পুনঃ সেই মর্ম্মভেদী বাণী !

হনুমান । রংগীর স্বর, করুণ কাতর—

না বুঝিতে পারি, দিবস শরীরী করে বামা দুঃখ গান —
এই উত্তরীয়মাঝে।

তার। আশ্রয় ত এই, অথচ সে নিরাকার বামা।

প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই, অপ্রত্যক্ষ সর্বকালে।

প্রতিধ্বনি। কালে একদিন হবে। প্রত্যক্ষকপিণী, যেই দিন রাম-
রঘুমণি—আসিবেন হেথা মিত্রতা বন্ধনে। (অন্তর্দান)

সুগ্রীব। হেন দিন হবে কি আমার,

সর্বগুণধাম রাম— এই দীন হীনে—

বঁধিবেন মিত্রতা-বন্ধনে—

করিবেন বিমোচন লাভ-অরি-ভয়,

মনে হয় নিশার স্বপন—আকাশ-কুসুম সব।

পুনঃ এ আসে অন্তরে, হ'লেও হইতে পারে!

দেখি ভগবান—কত দিনে পাই পরিত্রাণ প্রভু!

রাখ নল, পরম যতনে এই উত্তরীয়।

(নলকে উত্তরীয় প্রদান ও নলের গ্রহণ)

তার। হে বীরেন্দ্র! সন্ধ্যা সমাগত প্রায়—

আসে ধীরে তিমিরবসনা নিশি—

উপহাসি প্রাচীন মিহিরে।

সন্ধ্যাবন্দনার কাল এবে উপস্থিত।

সুগ্রীব। প্রিয় তার, হৃষ্টস্তায় সব বিপরীত,

হিতাহিত জ্ঞানহীন হইয়াছি আমি,

ঈশ্বরেও নাই প্রীতি,

সে চিন্তাও নাহি আসে মনে,
প্রতিক্ৰমে জলে শুধু প্রতিহিংসানল !
বুঝিতেছি নাহি হবে তাহে প্রতিকার,
তবুও বিকার নাহি ঘুচে,
কি যেন নৰ্ম্মের অগ্নি উঠিছে জলিয়া !

হুম্মান । জলে অগ্নি—জলে অগ্নি—পূৰ্ব্বস্মৃতি করিলে স্মরণ,
আপাদ হইতে যেন মন্তকের কেশ—
জলে উঠে, জলে উঠে প্রতিহিংসা করিতে সাধন !
মতিমন্ ! নহে উহা চিন্তুর বিকার,
জীৱের স্বভাবসিদ্ধ মানসিক রীতি—
ঘাত হ'লে হয় প্রতিঘাত ।
তবু বীর ! স্থির বুদ্ধি চাই,
গুণ নাই ধৈৰ্য্য চেয়ে কিছু ।

ভাৱ । ধৈৰ্য্য ? হুম্মন্ত—ধৈৰ্য্য-সামা গিয়াছে ফুৰায়ে,
যেই দিন পাপমতি বানর অধম বালী—
বিনা দোষে সভামাঝে কৈল পদাঘাত !
সেই অপমান এখন কি গিয়াছ ভুলিয়ে ?

নল । ভুলে যাব ! ভুলে যাব যেই দিন—
পঞ্চপ্রাণ পঞ্চভূতে যাইবে মিশিয়া,
মিশে যাবে জড় দেহ তন্তুর সহিত,
জ্ঞান বুদ্ধি শক্তি সব যাইবে চলিয়া,
সেই দিন—যদি সেই দিন ভুলি কথঞ্চিৎ,

নতুবা হে আর ভুলিবার নাহি অবসর।

কীলক প্রহারে যে হে দেহজ্যোতি র'য়েছে নীলিম!

এতেও কি কেহ পারে ভুলিবারে?

জাম্বুবান। পশু বলি এখন ও মোরা গর্জি নিজ্বাসে—

ধাকিতে আপন প্রাণ প্রতিবিধিসিতে।

সুগ্রীব। সব সত্য, সব সত্য জালি ওহে বানরমণ্ডলি!

কিন্তু ভাব একবার বাস্তব সে গভীর গজ্জন!

ভাব সে বিক্রম—ভাব সেই দস্তুর ঘর্ষণ—

কড় মড়ি রব মনে হ'লে, সেই ভাব ভয়ঙ্কর,

অস্তুরাত্মা আপনি শুকায় বিষম কম্পনে!

তার। হের হের বানরমণ্ডলি —

কেবা ছই ধনুর্ধারী—। (সতৃক্ষে দৃষ্টিপাত)

নল। আসে এই পথে যেন।

হুম্মান। মরি মরি, মূর্ত্তি কি স্নানর!

জাম্বুবান। দেখ দেখ, ভাল ক'রে চাহ, সৌন্দর্য্যে কি হবে?

অস্তুরে থাকিতে পারে কালাস্ত গরল!

সুগ্রীব। মনে হয় যেন ছদ্মবেশী।

তার। আমারও অহুম্মান তাই।

নল। তবে কি হে বালীর প্রেরিত দূত হবে?

জাম্বুবান। (ভয়ে) না, কহ কি হে—দেখ না তে ভাল ক'রেন!

সুগ্রীব। দেখিতে হবে না আর,

নিশ্চয়ই বালীর প্রেরিত!

নতুবা হে ভগবতীর হাতে কেন রহে ধনুর্ধারী ?

হুম্মান, জাম্বুবান, প্রিয় তার নল,

হ'লো বৃষ্টি জীবন সংশয় !

তবে কি উপায় ? (কল্পন)

এখনি ত বালী পুনঃ এসে—

সেইরূপ পদাঘাত করিবে আমার !

এ নিশ্চয়, আর প্রাণরক্ষা হলো না আমার !

তারি। পালাও, পালাও।

নল। পলায়ন ব্যতিরেকে নাহিক উপায় !

হুম্মান। পলায়ন কেন, ঋষামুকে আসিবে না বালী,

পদার্পণে হবে ভয়সাৎ।

[হুম্মান ব্যতীত সকলের বেগে প্রস্থান।]

বানরগণের পুনঃ প্রবেশ।

নল। ক্রমে অগ্রসর হয় ধনুর্ধারী,

দেখ ভাল করি, এই দিকে আসে কি না ?

বানরগণ। হাঁ হাঁ, এই পথে আসে।

নল। হুম্মন্ত, কি দেখিছ আর, রক্ষা কর মহারাজে !

জাম্বুবান। রক্ষা যদি করিবে রাজার,

তবে চারিদিকে তাঁর করহ বেঠন।

আক্রমণ নিবারণ করহ শত্রুর।

হুম্মান। বৃদ্ধের এ মঙ্গল বচন, মানি শিরে ধরি,

থাক থাক বীরগণ, করি প্রাণপণ—

বেষ্টন করিয়া মহারাজে, চঞ্চল হও না কেহ,

চঞ্চল বানর জাতি তাই সবে দোষে !

ভেনে আসি কেবা ওরা—

ছদ্মবেশী দেবতা কি নর, বাণী-অমুচর,

কি মানসে এসেছে এখানে ।

বানরগণ । উত্তম, উত্তম, আশ্বরা রহিম্ব মহারাজে করিয়া বেষ্টন ।

(স্তম্ভীবকে বেষ্টন)

হুম্মান । মহারাজ ! কোন চিন্তা নাই,

যতক্ষণ প্রাণ রবে দেহেতে আমার,

ততক্ষণ তব প্রাণ রহিবে অটুট ।

সন্ন্যাসীর বেশে দেখা করি ছদ্মবেশী সাথে । (গমন)

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

রাম । স্বাম্যুক গিরিশৃঙ্গ এই !

লক্ষ্মণ । এখান হইতে আর্য্য, শোভে পম্পা সরোবর !

রাম । মনোহর নিব্বরিণী মিশিতেছে তাহে—

লক্ষ্মণ । ক্ষতীকে মিলিত যথা মুকুতার শ্রেণী !

রাম । নিম্ন শৃঙ্গে কালমেঘ বেগে করে খেলা,

লক্ষ্মণ । কৃষ্ণা মাতৃকোড়ে যথা কৃষ্ণাঙ্গী তনয়া ।

রাম । চলে পুচ্ছে তুলি মহোন্মাদে ময়ূর ময়ূরী,

লক্ষ্মণ । বৃষ্টি সমাগত তাবি ধাইছে কুটিরে পার্বত্য নারী ।

রাম । কে আসে লক্ষণ !

লক্ষণ । লক্ষণে সন্ন্যাসী বুঝি দেব ।

রাম । ক্ষণেক দাঁড়াও ভাই, সন্ন্যাসীর বুঝি অভিপ্রায় ।

সন্ন্যাসিবেশে হনুমানের প্রবেশ ।

হনুমান । কেবা আপনারা—আজ্ঞাতুলদ্বিত বাহু করিকরসম,

ধলবীৰ্য্যবান মহাপরাক্রমশালী—

স্ববিশাল বক্ষঃদেশ, নর বটে কিন্তু নরোত্তম,

অবশ্যই কোন নৃপের নন্দন,

পুনঃ হয় ভ্রম স্মৃতির বসন কেন পরিধান—

রাজপুত্র যদি! মতিমন্, কেবা আপনারা ?

ইচ্ছায় ত অনায়াসে পারি—

ত্রিভুবন করিতে শাসিন,

তবে কেন নগ্ন পদে ভ্রম বনে বনে ?

স্বর্ণ-বস্ত্রবিভূষিত ইন্দ্র-ধনুতুল—

অতুল ধনুক করে, হেঁচো প্রাণ অমনি শুকাই !

দেহ পরিচয় কেবা আপনারা ?

গীত ।

কে তুমি হে ভুবনমোহন দাও পরিচয় ।

ভাবে ভাবি যাহা হবে তুমি,

তাগা না হইলে ভাবের সাগর কেন উৰলয় ।

সবি অসম্ভব তোমাতে হে হেয়ি, সন্ন্যাসীর বেশে হও ধনুকধারী,

রাজচিহ্ন ধর কিন্তু বাকল পয়ি, নয়রূপে যেন নরহরির উদয় ।

দুর্বাদল জিনি নবদুর্কীণাম, সৌন্দর্য্যে আপনি লজ্জা পায় কাম,
দর্পণে হে যেন পূর্ণ মনস্কাম, নাম কিবা তব কহ দয়াময় ॥

মোন কেন নররূপী অমর দেবতা,

প্রশ্নের উত্তর কেন না করেন দান ?

মতিমন ! যুগাও সংশয়—

পরিচয় দানে আগে ।

কিষ্কিন্দা নগরে ধাম বাগী নামে বীর—

তঁার ভ্রাতা সুগ্রীব সুধীর—সম্প্রতি ভ্রাতার করে—

হইয়ে লাক্ষিত ভ্রমেন দুঃখিতপ্রাণে জগৎ-প্রান্তরে ।

আমি তঁার হই অনুগত অনুচর,

পবন-কোঙর নাম হনুমান—

কামরূপ, ইচ্ছা অনুরূপ বেশ পারি করিতে ধারণ ।

তাই আসিয়াছি সন্ন্যাসীর বেশে,

সুগ্রীব আদেশে এই ঠাই,

বাঞ্ছা তাঁর—করেন মিত্রতা প্রভুদের সাথে ।

রাম । (জনান্তিকে) লক্ষ্মণ রে ! গ্রহদেব প্রসন্ন হইল,

বুঝিলাম এতক্ষণে হারানিধি —

পাইলেও পাইবারে পারি ।

প্রাণাধিক ! আমি যার দর্শন আকাজক্ষায় কত ছুরারোহি গিরিশৈখর,
কঙ্করকণ্টকপূর্ণ কাননভূমি অতিক্রমণ ও কত নদ-নদী সংস্রব
ক'রে এলাম, সেই বানরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা সুগ্রীবের অমাত্য এই
কপিবর হনুমান । তুমি এই সুগ্রীবের সখী ঋক-যজুসামবেদজ্ঞ

পণ্ডিতবর বাগ্মীশ্রেষ্ঠকে স্নেহসহকারে মধুর বাক্যে প্রভাত্তর দান কর ভাই !

লক্ষণ । বিদ্বন্ ! আমরা মহাত্মা বানররাজ স্মৃত্তীবের সমুদয় গুণই অবগত আছি এবং তাঁকেই আমরা অবেষণ করছি ।

হনুমান । (স্বগতঃ) তবে কি মহারাজ স্মৃত্তীবেরও আজ এত দিনের পর স্মপ্রভাত হ'ল ! হাঁনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র ? অহো বানর হনুমান ! এত দিনের পর তোর আজ জীবন ধন্য হ'ল ! তোর জপ তপ সাধনা সব সার্থক হ'ল । নে—নে—দেখে নে—বানর-নয়নে একবার ভাল ক'রে দেখে নে—অনন্তময়ের অনন্ত রূপ । তাই নব দূর্বাদলে আজ ভুবন ভুলিয়েছে রে, তাই নব দূর্বাদলে আজ ভুবন ভুলিয়েছে !

রাম । পণ্ডিত হনুমন্ত ! তুমি কি ব'লছ ?

হনুমান । যা বলবার নয়, তাই বলছি আর ভাবছি—আর ভাব-সাগরে ডুবছি । কে তুমি—তাই চিনছ ।

রাম । লক্ষণ ! ভাবগ'হী ভক্তকে আমাদের পরিচয় দাও তাই !

লক্ষণ । প্রিয় হনুমন্ত ! আমাদের নিবাস অযোধ্যা নগরে ।

হনুমান । ছিঃ লক্ষণ ! তুমি প্রভুর পরম ভক্ত হ'য়ে আজ প্রভুর নিকট আমার মিথ্যা কথা ব'লছ ?

লক্ষণ । দেখুন আর্য্য ! বানরজাতির স্বভাব । আপনি বিদ্বান্ ব'লে থাকে যত্ন ক'রছিলেন, তার বাক্য শুনুন ?

হনুমান । ক্রোধ ক'র না ঠাকুর লক্ষণ ! সত্য ক'রে বল

দেখি—তোমাদের—নিবাস কোথায়? বানর পেয়ে ভুলও না, যিনি স্বয়ং বৈকুণ্ঠধর, সর্ববটে আত্মারাম, সর্বস্থলে যিনি মূর্ত্তিমান তাঁর নিবাস—শুধু অযোধ্যায় ব'লে কি আমরা বানরজাতি হ'লেও আমাদের ক্রোধ হয় না ঠাকুর !

লক্ষণ । হুমন্ত ! এখন বুঝলাম, তুমি শুধু বিদ্বান্ নও, তোমাতে পরাভক্তিও বিস্ত্রমান্, আমার অপরাধ মার্জনা কর । হুমন্ত ! আমি রামভক্তের প্রতি ক্রোধ ক'রে অতি অনায়াস কার্য ক'রেছি ।

হুমন্ত । না ঠাকুর, আমরা তুচ্ছ বানর, আমরা আপনাদের জাগ-অজাগ কিরূপে অবধারণ ক'রব? তার পর কি ব'লবার বলুন ?

লক্ষণ । আমাদের পিতার নাম—ব্রহ্মকুলতিলক মহাত্মা দশরথ ।

হুমন্ত । কি বলেন—জগতের পিতা যিনি, ইচ্ছায় বাঁচি নষ্ট-স্থিত-সংহার হ'চ্ছে, তিনি আজ মানব দশরথকে পিতা ব'লে মন-কেনা ক'রছেন । এ পরিচয় গ্রহণে আমার প্রয়োজন কি? দেখুন—ঠাকুর ! বানর ব'লে ঘৃণা ক'রবেন না ।

রাম । হুমন্ত ! জগতে রামের বা লক্ষণের ঘৃণার বস্তু কিছুই নাই । আমরা অতি ক্ষুদ্র, বৌবরাজ্যাভিষেকের কালে পিতৃরাজ্যে বঞ্চিত হ'য়ে এই বনবাস-ব্রত অবলম্বন ক'রেছি । লক্ষণ আমার কনিষ্ঠ ।

লক্ষণ । লক্ষণ দামোদরদাস, তাই হুমন্ত, আর্যের রাজ্যনাশের

ও বনগমনের সময় আমি আর শ্রীরামবনিতা লক্ষ্মীকৃপিনী সীতা-
দেবী ছায়ায় ভ্রায় আর্যের অনুগমন ক'রেছিলাম ।

রাম । আমরা দণ্ডকারণ্যে আশ্রম প্রস্তুত ক'রেই অবস্থান
করতাম ।

লক্ষণ । কালসহকারে কোন কামরূপী বিধর্মী রাক্ষস আমার
ও প্রভুর অজ্ঞাতসারে আমাদের সেই লক্ষ্মীকৃপিনী সীতাকে
গোপনে অপহরণ ক'রে ল'য়ে গেছে ।

রাম । পরে কোন মহাপুরুষের মুখে শুন্লাম যে, বানররাজ
মহাত্মা সুগ্রীব সেই রাক্ষসের সংবাদ বিশেষভাবে ব'লতে
পারবেন ।

লক্ষণ । হুম্মন্ত ! তুমি যখন আর্যের প্রিয় ভ্রূ, তখন আর
তোমার ব'লতে আপত্তি কি—সেই জন্যই যিনি সর্বশরণ্য, সর্ব-
বরণ্য, রাজ্যবাসী প্রজা হ'তে বনের ঋষি তপস্বী কীট পতঙ্গাদিও
যাঁর অপার রূপার কণিকামাত্র প্রিয়ানী, তিনি আজ সুগ্রীবের
শরণাগত হ'য়েছেন । যাঁর প্রসন্নতা লাভের জন্য জগতের জীব
আকাজ্জিত, তিনি আজ বানররাজ সুগ্রীবের তুচ্ছ প্রসাদ ভিক্ষার
জন্ত এই ঋষামুক পর্বতে অতিথি হ'য়েছেন । হায় হুম্মন্ত, আর
কলো কি—ব'লতেও যে পাষণে ফেটে যায়, বক্ষ বিদীর্ণ হয়, চক্ষু
অশ্রুধীরে আপ্ত হয় । যিনি সম্রাট মহাত্মা দশরথের জ্যেষ্ঠ
তনয়, এই ভুবনবিখ্যাত রাম আজ কপিরাজ সুগ্রীবের শরণাপন্ন—
আশ্রয়প্রার্থী হচ্ছেন । (রোদন)

হুম্মান । ঠাকুর লক্ষণ ! রোদন সম্বরণ করুন । যখন ইচ্ছা-

ময়ের ইচ্ছার অনুরূপ কার্যই সম্পন্ন হবে, তখন এ বানরের নিকট আর ছলনার প্রয়োজন কি ? আমি ত জানি অনন্তদেব ! আপনারা বিনা কারণে অবতার স্বীকার করেন নাই। এক শরে যে আপনাদের অনেক শিকার আছে। এক বীজে যখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ক'রেছেন, তখন আপনারা যে এক কারণে অনেক উদ্দেশ্য পূর্ণ ক'রবেন, তা আমি বিশেষরূপে জানি। এখন প্রভু আপনারই তায় রাজ্যপত্নীহৃত সূগ্রীবের নিকট গমন ক'রে অপবিত্র বানর-কুলকে শীঘ্র পবিত্র ক'রবেন চলুন।

রাম। চল বায়ুপুত্র ! আমাদেরও মনোবাঞ্ছা তুমি পূর্ণ করবে চল। (সকলের অগ্রসর হওন)

সূগ্রীব। হের সবে—অই হনু আসে ল'য়ে ছন্নবেণী !

তার। হের মহারাজ ! যেন ভুতলে উদয় আজ সূর্য্য আর শশী !

সূগ্রীব। এস হনুমন্ত ! এস হনুমন্ত ! মূর্ত্তিমন্ত জ্বলন্ত পাবক-রূপী কোন্ মহাত্মা ঠরা ! আহা, দর্শনেও যে জীবনের সার্থকতা বিবেচনা ক'র'ছ হনুমন্ত !

হনুমান। মহারাজ ! যিনি রাজসূয়, অশ্বমেধ প্রভৃতি যাগ-যজ্ঞান দ্বারা সর্বভূত বৈশ্বানরকে সম্যাকরূপ তৃপ্তি প্রদান ক'রে জগতে অদ্বিতীয় মহাপ্রণয়া হ'য়েছেন, সেই ধরণীর একচ্ছত্রাধিপতি তপস্যাসিদ্ধ সম্রাট মহারাজ নশরথের ইনি জিতেন্দ্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম। আর ইনি তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষ্মণ। মহাত্মা রাম পিতার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করবার জন্য অসুস্থ লক্ষ্মণ এবং আপন পত্নী

সম্মীরূপিণী সীতাদেবী সহ এই ব'নে আগমন করেন, বনবাস কালে হরাআ রাক্ষস রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করায়, তার প্রতীকারারের জন্য এঁরা আপনার শরণাগত এবং আপনার সহিত মিত্রতা করবার জন্য সম্পূর্ণ ইচ্ছুক । ইঁহারা উভয়েই পূজ্যভদ্র, সাক্ষাৎ ভগবান, স্বয়ং ব্রহ্ম শ্রীরামলক্ষণরূপে ভূভারতে অবতীর্ণ ! মগরাঙ্গ ! আমাদের দুঃখ-নিশার অবসান হ'য়েছে, এক্ষণে আপনি এঁদের সম্যক অর্চনা ক'রে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন ।

সুগ্রীব। হনুমন্ত ! আমি কি শুনিছি, আমি স্বর্গে না মর্ত্যে, নিদ্রিত না জাগ্রতে ! সত্য বল—দয়ার জলদি, গুণের গুণনিধি ভগবান রামচন্দ্র দুর্ভাগ্য বানর সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা ! এ সম্মানে আমি যে আত্মহারা হ'য়ে যাচ্ছি রাম ! আমার আদির অভ্যর্থনার আর কি আছে রাম ! দাও—দাও—হরি, যে হস্তে বরাভয় ধারণ ক'রে ধরার জীবের অভয়দাতা হ'য়ে দয়াময় নাম ধারণ ক'রেছ, দাও সেই হস্তখানি দাও । ভবকর্ণধার হে ! যে হস্তে কর্ণ ধারণ ক'রে জীবকে ভীমা বৈতরিণী পার ক'রে থাক, সেই হস্তখানি দাও । যখন এত অনুগ্রহ, এত দয়া, তখন এস রাম—এস করুণাধার গুণনিধি গুণধাম, আর বিলম্ব নয় না, তোমার হস্ত দ্বারা—আমার হস্ত ধারণ ক'রে অগ্রে অক্ষয় প্রীতিবন্ধন কর ।

গীত ।

এস এস হে ভববন্ধনহারি, বন্ধন করি প্রেমবন্ধনে ।

ভবসিক্তুর কাণ্ডারী রাম, বণন বন্ধু হ'লে হে নিদানে ।

কি সৌভাগ্য আমার ওহে চিন্তামণি, সাধনের ধন সাথে করিতে মেলানি

নত্যা কি রাম সত্যসত্য ছলা বা কি জানি,
 এ যে আনন্দ ধরে না প্রাণে গোবিন্দ তোমায় দরশনে ।
 যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র যারে যোগে নিত্য জপে;
 সিদ্ধি দাও হে সিদ্ধিদাতা যারা সিদ্ধি তপে,
 কি তপে তোমায় রাম লভিহু স্বরূপে,
 এষে দীন দেখে হে দীননাথ এলে দয়া বিতরণে ॥

রাম । (হস্তপ্রদান পূর্বক) এস মহাত্মা পরম ধার্মিক সুগ্রীব,
 বনবাসী রাম তোমার সরলতাময়ী ভক্তি-বন্ধনে চিরদিনের জন্ত
 তোমার নিকট আজ আবদ্ধ হ'ল ।

লক্ষ্মণ । আর্য্য ! শাস্ত্রীয় বিধানে সর্ব্বপূজ্য অগ্নিদেবকে সাক্ষী
 রেখে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হওয়াই প্রশস্ত ।

হনুমান । ঠাকুর ! তবু ছলনা ছাড়লে না ? পূর্ণব্রহ্ম রামা-
 পেক্ষা জগতে আর সর্ব্বপূজ্য কে লক্ষ্মণ ! ভাল তাই হোক !
 মহারাজ ! (অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া) এই দেব বৈশ্বানর সন্মুখে
 আপনারা শাস্ত্রীয় বিধানে মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হ'ন ।

সুগ্রীব । উত্তম, হনুমন্ত ! আসুন প্রভে ! আজ অনল সাক্ষী
 রেখে আমরা মিত্রতাবন্ধনে আবদ্ধ হই ।

রাম । উত্তম ভাই সুগ্রীব ! হে দেব বৈশ্বানর ! আমাদের
 উভয়ের মিত্রতাবন্ধন অক্ষয় হ'ক !

সুগ্রীব । হে দেব বৈশ্বানর ! আমাদের উভয়ের মিত্রতাবন্ধন
 অক্ষয় হোক । (উভয়ের তিনবার অগ্নি প্রদক্ষিণ করণ)

বানরগণ ও লক্ষ্মণ । জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় মহারাজ
 সুগ্রীবের জয় !

রাম । প্রিয় সুগ্রীব ! আজ হ'তে তুমি সংসারে আমার প্রিয় মুহূর্ত্ হ'লে । তোমার এবং আমার সুখ-দুঃখ আজ হ'তে এক হ'ল । এখন পরস্পর উপকার সাধন ক'রে আমাদের মিত্রতার সার্পকতা সম্পাদন করি এস ।

লক্ষ্মণ । হে বানররাজ ! শাস্ত্রে কথিত আছে, পরস্পর উপকার করাই মিত্রতাবন্ধনের অমৃতময় ফল ।

সুগ্রীব । তাহ'লে বলি সখে ! আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালী কর্তৃক নিগৃহীত ও হতনার হ'য়ে রাজ্য হ'তে বহিষ্কৃত হয়েছি এবং এই অবস্থায় কাল যাপন করছি । এমন কি তার ভয়ে আমি আর এক মুহূর্ত্ স্থির নই । এর কি কোন প্রতীকার আছে সখে !

রাম । অবশ্য আছে, এই মুহূর্ত্‌ই আজ অনল সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করছি, কনিষ্ঠ ভ্রাতার পত্নী-অপহারী পাপাচারী সেই অবশ্যবধা বানররাজ বালীকে আগি নিশ্চয় সংহার করব । হে রাজ্যচ্যুত গিরিবাসী সখে ! আবার আমি এও প্রতিজ্ঞা করছি—সেই মৃত বানররাজ বালীকে বধ ক'রে তোমায় নিশ্চয়ই কিঙ্কিণী রাজ্যের রাজা করব ।

সুগ্রীব । তাহ'লে আমিও বলছি, এই দেবদেঘ অগ্নি সাক্ষী রেখে আমিও বলছি সখে ! বিষ্ণু-বৈষ্ণব অমুরাপহতা ব্রহ্মানুখ-ধিনিঃসৃত ঐতিকে উদ্ধার করেছিলেন, আমিও সেইরূপ হুব'ল্ড রাক্ষস রাবণ কর্তৃক অপহৃত লক্ষ্মীকপিণী সীতাকে আপনার সকাশে আনয়ন করবার জন্ত প্রাণপণ করলাম । প্রিয় নল ! আমার

ইতিপূর্বে যে শূণ্যপতিত উত্তরীয় ও অলঙ্কার প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন,
এখন বোধ হচ্ছে, সেই উত্তরীয় ও অলঙ্কার মিত্রপত্নী সীতাদেবীরই
হবে। শীঘ্র আনয়ন কর, তাহ'লেই মিত্র বৃত্তে পারবেন।

(নলের উত্তরীয় আনয়ন)

রাম। কৈ দেখি সখে! সেই সতীর আভরণ আমি দর্শন
নাভ্রাই উপলব্ধি ক'রতে পারব।

প্রতিধ্বনির প্রবেশ।

প্রতিধ্বনি।

গীত।

বলিস রে সে দয়াল রঘুবরে।
ওরে পাখি বনলতা, দুঃখিনী সীতার কথা,
দুরাচার চোরে আসি লয়ে যায় হ'রে

রাম। (বাস্তভাবে) লক্ষণ! লক্ষণ! এ যে আমার প্রাণা-
ধিকা প্রাণপ্রতিমা সীতার কণ্ঠধ্বনি! নয় ভাই? নয় ভাই?

লক্ষণ। রঘুমণি! স্থির হোন! আমি দেখছি, দেবি, দেবি!
কোথায় আপনি?

সুগ্রীব। না সখে! এ লক্ষ্মীদেবীর কণ্ঠধ্বনি নয়। আমরা
এই উত্তরীয় আর অলঙ্কারের মধ্য হ'তেই কণ্ঠস্বর শুন্ছি।

রাম। আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য, শুন্তে দাও শুন্তে দাও।
অনিকল মধুবর্ষিণী কণ্ঠস্বর! আহাঁ কি মধুর!

প্রতিধ্বনি।

গীত।

বলিস রে রাম রঘুবরে—যেদ্র আকুল সাগরে,
নিজ ঘোষে ডুবিল সেবিকা সীতা,

তুমি পারের কাণ্ডারী, শুধু এ ভরসা তারি,

পার যদি কর, উদ্ধার তারে ।

রাম । হা সীতা—হা সীতা—হা সীতা—(মূর্ছা)

লক্ষণ । (ধারণ পূর্বক) কি হ'লো, কি হ'লো—

সীতানাথ সীতাশোকে হ'ল সংজ্ঞাহীন !

দাদা—দাদা—হায় হায়, কি হ'ল কি হ'ল !

বানরগণ ! হায় হায় ! কি হ'ল কি হ'ল !

মধ্যাহ্নের ভানু যায় অস্তাচলে ।

(রামচন্দ্রের শুশ্রূষাকরণ)

লক্ষণ । যায় ভানু যাক অস্তাচলে,

ঢেংক যাক ধরা তমিস্রার জালে,

কিস্ত সখে, পাল অমুরোধ,

রামনিধি রক্ষা ক'র তুমি—

দেখি আমি—মায়াবিনী কোন নাদী—

বপে আজি ধনুর্ধারী রামে—

সীতা-কণ্ঠে গাহি করুণ-সঙ্গীত ।

এই ধনুর্জ্যা করিহু যোজন, (ধনুর্ধারী যোজন)

এই কালানল শর করিহু স্থাপন,

দেখি কোন্ জন আজি রক্ষা করে তারে !

অই—অই যায় দেখা,

সর্ব্ব অঙ্গে বিষাদের রেখা, মলিন মলিন মুখখানি,

বল্ বল্ মায়াবিনি, বল্ কুহকিনি,

কেবা তুই জীবনঘাতিনৌরূপা—

লক্ষ্মণের ঘটক্ষণ শর নাহি হয় নিক্ষেপণ।

প্রতিধ্বনি। বিনা দোষে মোরে বধো না লক্ষ্মণ!

হে অনন্তদেব! আমি প্রতিধ্বনি,

জনক-নন্দিনী সীতাধনে রাবণ হরণ কালে—

যে যে কথা ব'লে কৈঁদেছিল হাস,

আমি প্রতিধ্বনি তার করিয়ে বহন—

না'র দূতী-কার্যা করেছি সাধন।

উঠ রাম কমললোচন—

বিনা দোষে লক্ষ্মণ বধিছে মোরে!

রাম। (গাভ্রোথান পূর্বক) ভাই রে লক্ষ্মণ! সঘর ভীষণ শর,

প্রতিধ্বনি নহে অপরাধ,

আমার মঙ্গলময় এনে দিল সীতার সংবাদ।

লক্ষ্মণ। তবে আর্ষা! কি হবে উপায়,

অবার্ষ লক্ষ্মণ-শর ব্যর্থ হবে কিসে?

রাম। তবে ভাই—এ ধ্বনির কণ্ঠ বিদ্ধ কর,

অজ্ঞ হ'তে হউক অক্ষুট বাণী তার।

লক্ষ্মণ। তবে প্রতিধ্বনি, শোর রাম-বাণী,

এই কণ্ঠ ভেদিয়া তোমার,

অজ্ঞ হ'তে হউক অক্ষুট বাণী তব।

প্রতিধ্বনি। যথা আজ্ঞা দেব, রাম, দয়াময়, ইচ্ছাময়—

তার ইচ্ছা হউক পূরণ।

বিদায় চরণে দেব ! মিশে যাই—

অনন্ত শূন্যেতে ।

[প্রস্থান ।

সুগ্রীব । সখে ! সখে ! আশ্চর্য ঘটনা ।

রাম । কই সখে দেখি—দেখি, উত্তরীয় আর অলঙ্কার ?

নল । এই প্রভু ! (প্রদর্শন)

রাম । লক্ষণ ! এই ত, এই ত ভাই, প্রিয়র আমার বিবিধ রত্নমণি খচিত উত্তরীয় আর সেই চরণরক্ষিত বিবিধ বাদ্যসমন্বিত মণিময় নূপুর ।

লক্ষণ । আর্ধ্য ! মায়ের আমার সেই পাদপদ্মশোভিত এই মণিময় নূপুরই বটে । কিন্তু প্রভু, উত্তরীয়ের বিষয় অবগত নই, কারণ আমি মায়ের পাদপদ্ম বাতীত এ জীবনে তাঁর অঙ্গ অবয়বের প্রতি কখন দৃষ্টিপাত করি নাই ।

রাম । লক্ষণ ! তুই অয়োধ্যায় কিরে যা ভাই, আনি সীতার এই উত্তরীয় আর অলঙ্কার নিয়েই জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন কর'ব । লক্ষণ রে, সীতা যে আমার এই উত্তরীয় লয়ে—হা সীতা—
(রোদন)

লক্ষণ । (স্বগত) না আর্ধ্যকে আর কার্গাহীন রাখা উচিত নয় । কোন কার্যো নিযুক্ত করাতে না পারলে ক্রমেই তাঁর সীতা-শোকসিদ্ধ উচ্ছৃঙ্খিত হ'য়ে উঠবে । (জনান্তিকে) সখে সুগ্রীব, আর্ধ্যকে তোমার কার্য সম্পাদনে অমুজ্ঞা কর, নতুবা সীতা-শোক প্রবল হ'লে প্রভু উন্মাদের জ্বাৰ হ'য়ে উঠবেন ।

সুগ্রীব। সখে! পত্নীশোকে কি প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হ'ছেন?
আমার অন্তরাআ সর্বদাই যে বালী ভয়েকম্পিত হ'চ্ছে সখে!

রাম। না, না বিস্মৃত হব কেন? চল সখে, এক্ষণেই চল,
পাপিষ্ঠ বালী কোথায় অবস্থান ক'রচে, তথায় আমাদিগে শীঘ্র
নিযে চল, কিছুতেই রামের প্রতিজ্ঞা বার্থ হবে না সখে!

সুগ্রীব। সবি সত্য, তথাপি সখে, আমার যেন কিছুতেই
বোধ হয় না, সে লাভদ্রোহী দ্রবৃত্ত বালীর এ জগতে কেউ মৃত্যু-
পতি আছে?

রাম। সখে! কি ক'রলে তোমার বিশ্বাস হয় বল?

সুগ্রীব। সখে! আমার শুনা আছে, সপ্ততালভেদী শর
নৈলে কেউ বালী বধে সমর্থ হবে না।

রাম। এই কথা, সখে! এখন আমি তোমার সেই সন্দেহ
ভঞ্জন ক'রছি।

তবে আজ রামের বিক্রম দেখুক ত্রিলোক,

দেখুক রাক্ষস, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, কিনর!

দেখুক মানব, ঋক্ষ, স্বর্গের দেবতা,

নররূপী শ্রীরামের ভূজবৌধী তেজঃ।

এই দীপ্ত ছত্ৰাশন সম ভীষণ শায়ক—

যোজিহু কার্ম্ম কমাঝে—

অব্যর্থসন্ধান, নিক্ষেপিব আজি

অই সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ সপ্ততালো।র,

দেখি—বিদ্ধ হয় কিনা রামের সন্ধানে!

যাও যাও সত্বরে ভুবনধ্বংসী বাণ । (নিক্ষেপ)

সকলে । ঐ ঐ সপ্ততাল হ'ল খান খান,
ধন্য রাম, ধন্য তুমি—চল—চল দেখি গিয়া সবে,
চল চল কিঙ্কিঙ্কার সিংহদ্বারে করিগে গর্জন,
চল চল মহোন্মাদে জ্বরা করি বালীয়ে সংহার ।
জয় রাম জয় রাম জয় রাম,
জয় মহারাজ স্ত্রীবেদ জয় !
আরে বালী হরাচার, স্ত্রীবেদ করিছে আজ—
যুদ্ধের আহ্বান ।

[সকলের বেগে প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্তাঙ্ক ।

(অন্তঃপুর)

বালী, বানরীগণ, উমা, পাপ, উকুনো ও
ঝুকুনোর প্রবেশ ।

উমা । শোন নাথ ! গর্জ্জ সিংহদ্বারে —
গুরুতর ভীষণ গর্জন ।

বালী । ছেড়ে দাও সুবদনি বুখা বাক্য ব্যয়,
থাকিতে এ বালী, সিংহদ্বারে কেবা করিবে গর্জন ?
কেবা আপনার যত্ন আহ্বানিছে ?

পাপ । তা বৈকি বন্ধু, কোন্ কাণার পা খানায় পড়বে বল ?
নাও, নাও, ফুর্তি কর, মজেছ না মজতে আছ, খুব ক'রে মজা
উড়াও, খুব ক'রে মজা উড়াও !

বালী । তা বৈ কি নাচ, গাও মনের আহ্লাদে ।

দে উক্কনো সুধারস দে, আর গান গা ।

ব'স উমা—কাছে ব'স ।

গীত

উক্কনো ও সুক্কনো । প্রেমের নাইক জাতি নাইক বিচার ।

বানরীগণ । মনে প্রাণে মিলন হ'লে যুচে যায় সকল বিচার ॥

উক্কনো ও সুক্কনো । সোহাগে তার আপনহারা হই,

কুলমান সকল ভুলে যাই,

বানরীগণ । আদরে ঢলি গলি যদি তারে মনের মত পাই,

বন দিয়ে সেই প্রাণে সেই তার, দাসী হয়ে রই তার ॥

নেপথ্যে—পক্ষ বানরগণ । আয় বালি দুরাচার, সুগ্রীব করিছে

তোরে—যুদ্ধের আহ্বান ।

উমা । ঐ শোন, ঐ শোন, সেই গভীর গর্জ্জন !

পাপ । মেঘচক্রে ! মেঘচক্রে ! কিছু নয়, কিছু নয়, লাগাও গান ।

গাও, মজার গানে রঙ্গ ভঙ্গ হ'য়ে গেল বাবা ! মধুঘণ্টা, একটু

উচু সুরে লাগাও বাবা ! কাজের খতম হ'য়ে যাক ।

গীত ।

উক্কনো ও সুক্কনো । কি জানি কি মধুর টানে, মনের মাঝে ভুলার

বানরীগণ । সে কইতে নারি সইতে নারি—মিশেয়ে যাই তার প্রাণে

শোড়ালোকে তাই না দেখে মুকটা করে তার তার ॥

নেপথ্যে—বানরগণ । আশ্রয় বালি ছরাচার, স্ত্রীকীর্তি করিছে

তোরে—যুদ্ধের আহ্বান !

উমা । বধির বধির হবে, শুনিছ না কেউ,

পুনঃ পুনঃ যুদ্ধাহ্বান করিছে গরজি,

আমারে লইয়া মত্ত কামুক পামর,

দেখে না ক' নিকট শমন তার !

পুনঃ পুনঃ কয়, স্ত্রীকীর্তি করিছে যুদ্ধের আহ্বান ।

কে আমি, কে স্ত্রীকীর্তি মোর ? আমি নারী তার,

স্বামী মোর সেই ! পাতকিনী,

স্বামী মোর স্বর্গের দেবতা ! অন্ধ আমি পাপ-বুদ্ধি দোষে ;

সত্য কি মজেছি আমি বালীর প্রণয়ে ?

না—ছরাছরা বালী মোরে করিয়াছে —

নষ্টা হুঁষ্টা বেঞ্জার সমান ?

বালী কেবা ? সে ত মোর পুজনীয় !

তার সহ কদাচারে রত আমি ?

কে তুমি চৈতন্য ? এতদিন পরে হইলে উদয় স্বয়ং-উপর ?

এতদিন কোথা ছিলে দেব !

স্বর্গ হ'তে ফেলে দিয়ে মোরে নরকের কূপে,—

এত দিনে হ'ল দয়া পিশাচীর প্রতি ?

পিশাচী—পিশাচী আমি—চারি দিকে নাচে মোর—

পিশাচীর দল—তার মাঝে করে রঙ্গ ভূত প্রেত দানা—

রঙ্গরঙ্গে আমি মত্ত পিশাচ-নারিকা !

ধিক্ ধিক্ মোরে ; দূর হ'রে দূর হ'রে—

পিশাচীর দল, নয় পদাঘাতে খেদাইব একে একে সবে ।

দেখিবি রে পিশাচীর তেজঃ ; দূর হ, দূর হ সব !

উক্কনো, বুক্কনো ও বানরীগণ । পালাই চল, পালাই চল,
ছোটরাণী ক্ষেপে গেছে ।

নেপথ্যে—বানরগণ । স্ত্রীকীব করিছে আজ যুদ্ধের আহ্বান !

উক্কনো, বুক্কনো ও বানরীগণ । ও বাবা, আবার যে ছোট রাণী

আস্ছে । পালাই চল, পালাই চল ।

[বেগে প্রস্থান ।

উমা । ক্ষিপ্তা উন্মাদিনী আমি জগতের দ্বারে !

শুধু তাহা নয়, পতিপদচ্যুতা ভিখারিণী আমি,

নাহি স্থান আর ত্রিসংসারে মোর ।

অসতী নারীকে কেবা দেয় স্থান ?

রূপ ও যৌবন লোভে পড়ে মূৰ্খ জীব—

হৃদিনের তরে, সে লালসা হইলে সার্থক—

সেও ঘুণে অসতী বলিয়া,

আমি সেই অসতী রমণী, আমি সেই পাতকিনী—

অধমা পিশাচী ।

চৈতন্যের কৃপা-বলে আজ পেরেছি চৈতন্য,

যৌবনের উদ্দাম গতিতে বুঝি নাই এত দিন কিছু,

আজ বুদ্ধি এসেছে আমার—ধিক্ পূজ্য পূজনীয় দেব !

কি কহিব আর—কহিব আর কিছু নাহি মোর,

আমি নয় বোধহীনা নারী, তুমি ত পুরুষ—

জ্ঞান ধর নারীর অধিক, তবে কেন মজালে আমার—

মজিলে আপনি, রাখিলে ত্রিলোকে এ কলঙ্ক কালি ?

বালি ! বালি ! এতদিনে কাল পূর্ণ তোয়,

ঐ সিংহদ্বারে নয় মোর স্বামীর গজ্জর্ন,

কালের গজ্জর্ন উহা, ধ্বংস হেতু তোয় হ'য়েছে উদয় ।

পাপ । বন্ধু ! বন্ধু ! নেশায় কি কিছু বুঝতে পারছ না ? উমা যে
তোমার কস্কায় ।

বালী । কেন উমা—বৃথা গজ বিধুমুখি !

এস—এস—বোস মোর কাছে ।

উমা । সাবধান, সাবধান ! এখনও কামাক্ত বর্কর,

ঘুচে নাই মোহনেশা কালের স্তম্ভারে ?

কবে আর ঘুচিবে রে তবে !

পাপ । বন্ধু ! আর আমার সহ্য হয় না, একটা মেয়ে মানুষ কি
ব'লছে শুনছ ?

বালী । দেখ্—উমা, আমি ব'লে সহ্য ক'রছি, তা না হ'লে

তোয় যে কি হ'ত, তা তুই এখন বুঝতে পারছিস না ?

উমা । এর চেয়ে—কি করিবি তুই রে পামর !

করিবার যাহা ক'রেছিস্ তুই,

রমণীর অমূল্য রতন সতীত্ব যে ধন,

তাই নিয়েছিস হ'রে, এর চেয়ে কি রে —

আর আছে করিবার ?

বালী । কি, বার বার মোরে অপমান,

রে কুলটে ! হ'স সাবধান !

না—না—কেন গ্রাণ, হও রে বিরোধী !

(হস্ত ধারণোত্তত)

উমা । (ছুরিকা বাহির পূর্বক) হ'য়েছে, হ'য়েছে

কুলটা, কুলটা, কুলটার বৃত্তি দেখ্—

ওরে নীচ পশু !

বালী । উঃ, কি ভয়ঙ্কর ! কি—কি বালীরে দেখাস্ ভয় ?

পাপ । (ধারণ পূর্বক) বন্ধু ! নারী নয়, সাক্ষাৎ ডাকিনী,

অনুমানি ছদ্মবেশে ছিল এতদিন !

তাজ ওরে যথা ইচ্ছা চ'লে যাক্ কুলটা পিশাচী ।

বালী । আচ্ছা, যা চ'লে ডাকিনি !

বন্ধু-অনুরোধে ক্ষমিণ্যাম তোরে ।

উমা । ক্ষমা কেন, ক্ষমা কেন, আয় না রে লম্পট-কামুক—

কিছু শিক্ষা দিয়ে যাই তোরে, তুই নয় ভাস্কর আমার,

এস গুণের আধার, গুণবিষ্ঠা দেখে নিই কত ?

না, না, না, হ'ল না. বড় তীব্র জ্বালা জ্বলিছে হৃদয়ে,

আর কেন তুলি কলঙ্কের কালি ?

তুলেছি ত বিষম গরল,

এবে সে গরল করি পান,

দেখি জ্বালা পারি কি না করিতে নির্যাস !

সরে যাও, সরে যাও, চক্ষু ঢেকে থাক সবে.

চলে কালভুজঙ্গিনী বানরের কুলে,
চলিছে ডাকিনী বংশে ছাই দিয়ে,
সরে যাও—সরে যাও, যারা কুলের গৌরব,
যেন কার' গায়ে লাগে না ক'—নাগিনী-বাতাস !

[বেগে প্রস্থান ।

বাণী । সত্য বন্ধু ! কুলটা নাগিনী,
মোহ ঘুম এতদিনে ভেঙেছে আমার ।
আঁ, কোথা আমি—অশানে না—বিলাস উত্থানে ?

নেপথ্যে—বানরগণ । আরে বালি ছরাচার,
সুগ্রীব করিছে তোরে যুদ্ধে আহ্বান ।

বাণী । বন্ধু ! কি শুনি, সতাই কি সুগ্রীব-আহ্বান ?

পাপ । তাই হয় অনুমান ।

বাণী । তাই বুঝি বিলাস-রঙ্গিনী সব—

ভয়ে ভীত হ'য়ে ত্যজিয়াছে মোরে ?

রে সুগ্রীব ! হেন মতিচ্ছন্ন কেন বটিল সহসা ?

কে জাগাতে বলিল রে সুপ্ত ভুজঙ্গেরে ?

মনে নাই রে পামর, এখনও বুঝি সেই পদাঘাত !

মনে নাই এখনও বুঝি, যেই দিন প্রাণভয়ে —

মতঙ্গ-আশ্রমে—লভিলি আশ্রয় !

ভাল—ভাল—ব্রাহ্মদ্রোহি !

আজ তোর সব আশা করিব নির্দীপ !

সাজ সাজ বানরের মানে যারা বীরেন্দ্র-অগ্রণী,

সাজ তারা রণবেশে, আর আর পদাতিক দল,

মাত সবে রণরঙ্গে আজ—

পদাহত ফণি আজ হার তুলিয়াছে ফণা,

বিমর্দিত পুনরায় করিবারে চল।

এস বন্ধু—চল বন্ধু—যাও বন্ধু, সৈন্তগণে—

সাজাও সত্বরে!

আজ বালী রণসিদ্ধ করিবে মন্থন!

[বেগে প্রস্থান ।

পাপ । চারিপাদ হ'য়েছে পূরণ,

এবে রণসিদ্ধ মাঝে উঠিবে গরল।

পাপ আমি আছি ত গরল,

এবে গরলে গরল মিশে হইবে গরল-ক্ষয়।

[প্রস্থান ।

মানসী ও তারার প্রবেশ ।

তারা । যা ভেবেছি, তাই হ'য়েছে মা! বিলাস-উদ্যানে
কেউ নাই।

মানসী । তারা, তুই মা এত চঞ্চলা হ'চ্চিস কেন?

তারা । আমি ত চঞ্চল হই না মা, আমি ত স্বামীর মূখের
হস্তী হবো না ব'লেই তাঁর বিলাসউদ্যানে কখন আসি না মা!
তবে শুন্‌লাম, উমা নাকি তাঁর প্রাণনাশের জন্ত ছুরিকা ধারণ
ক'রেছিল, কি জানি মা, আসন্ন বিপদ ভেবে কিছুতেই আর স্থির
হ'য়ে থাকতে পারলাম না। তাই পোড়া মন মানলে না, তাই
এসেছি।

উমার বেগে প্রবেশ।

উমা। দিদি, দিদি, স্বর্গের দেবী দিদি তুমি! অনেক যত্নে শিক্ষা দিয়েছিলে, কনিষ্ঠা ভগিনী ভেবে অনেক উপদেশ দিয়ে ছিলে। বুঝি না দিদি, যৌবনের গর্বে কিছুই বুঝি না দিদি! যেমন সত্যানিষ্ঠ স্বামীর মোহ ভুলে গিয়ে, আপন ইহকাল পরকাল ভুলে গিয়ে কালামুখী কলঙ্কিনী সেজে ছিলাম, তোমার ত্রায় দেবী প্রতিমা দিদির বৃকে বিষম জ্বালা দিয়েছিলাম, স্বামী সঙ্গে তেঁমাকে বিধবা ক'রেছিলাম, তেমনি আমার হ'য়েছে দিদি! তবু দিদি, তুমি একদিনও আমাকে কনিষ্ঠা ভগিনী জ্ঞানে একটা কথা বলনি, বাও—দিদি বাও—তোমার স্বামীর স্বপ্ন হ'তে আনি ডাকিনী নেমে এসেছি, স্ব ইচ্ছায় এসেছি, অমৃতাপে জ্বলে পুড়ে এসেছি, বাও স্বর্গের দেবি, তোমার স্বামী তুমি লও গে! পুণ্যবতী সতী—ও কে আসচে, অঙ্গদ নয়? বাবা নয়? ওমা—ওমা, কেননা ক রে বাছার কাছে মুখ দেখাব! যাই, যাই, দিদি, পালাই, পোড়ার মুখ নিয়ে পালাই! দিদি, আশীর্বাদ ক'বিস্।

[বেগে প্রস্থান।]

বেগে অঙ্গদের প্রবেশ।

অঙ্গদ। মা, মা, শুন্ছি—কাকা মশায় না কি বাবার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবেন। বাবা তাই সৈন্ত সামন্ত নিয়ে কাকার সঙ্গে যুদ্ধে বেরিয়েছেন।

তার। (স্বগত) ওমা, কি শুনি মা! ভগবান তুমিই রক্ষা

কর। (প্রকাণ্ডে) ভগবানকে জানাও বাবা, তাঁদের উভয়ের
যেন মঙ্গল হয়।

অঙ্গদ। (হস্ত ধারণ পূর্বক) তবে চল মা, মন্দিরে ভগ-
বানের কাছে জানাবি চল, যেন কাকা আর বাবার হৃ'জনের
মঙ্গল হয়। আমার বড় ভয় পেয়েছে মা!

মানসী। মা! মা, শুধু বলিকের কথা নয়, মানসীরও কথা,
দেবতাপ্তহে মানসব্রত পূর্ণ কর্পে যা! বড় কঠিন ব্রত তারা, বড়
কঠিন ব্রত। এতে চিত্ত বড় স্থির চাই। উভয়েই তোর পতি।

তারা। জননি! তুমি মাত্র আমার ভরসা।

অঙ্গদ। ঐ মা, রণবাদা বেজেছে, শীঘ্র চল মা, শীঘ্র চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(যুদ্ধস্থল)

রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান,

তার ও নলের প্রবেশ।

রাম ও সুগ্রীব ব্যতীত সকলে। জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!
জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়! জয় মহারাজ সুগ্রীবের জয়!

নেপথ্যে—বালীপক্ষীয় বানরগণ। জয় মহারাজ বালীর জয়!

রাম । সখে ! শোন, দুর্কৃত্ত বালীও গম্ভীরগজ্জর্ন ক'রছে । আর অপেক্ষা ক'রছ কেন, তোমরা অগ্রসর হ'য়ে যাও । যুদ্ধ ক'রতে ক'রতে পাপিষ্ঠকে আমাদের সম্মুখে আনয়ন করগে যাও ।

লক্ষ্মণ । আমরা এই স্থানে গুপ্তভাবে অবস্থান করলাম । পাপিষ্ঠ সম্মুখবর্তী হ'লেই আর্থীর কাম্মুকনিঃসৃত প্রচণ্ড শর তার বক্ষঃস্থল ভেদ করবে ! সখে ! আর্ঘ্যপ্রক্ষিপ্ত শরে পাপিষ্ঠের আজ কিছুতেই নিস্তার নাই ।

সুগ্রীব । তবে দেখ, সখে ! তোমাদের আজ্ঞায় আজ আমি অকূল মহাসিন্ধুতে বাষ্প প্রদান ক'রলাম, নতুবা এ দুরশা সুগ্রীবের কোন দিন উদয় হয় নাই ।

রাম । না সখা, কোন ভয় নাই । তোমরা পাপিষ্ঠকে আমার সম্মুখে আনতে পারলেই আমার প্রচণ্ড কালানল-শরে—নিশ্চয়ই পাপিষ্ঠ ভূপতিত হবে । কেউ আমার বাক্যের অগ্ৰথাচরণ ক'রতে পারবে না । ব্রহ্মা বিষ্ণু গঙ্গাধর এলেও দুরাত্ম বানর আজ কিছুতেই অগ্ন্যহতি পাবে না ।

সুগ্রীব । সখে ! তবে চলোম । ঐ পদ মাত্র ভরসা । আপনার পদ তরঙ্গী আশ্রয় পেয়েছি ব'লেই—আজ আমি সেই দুর্কৃত্ত বালী-সংগ্রামে অগ্রবর্তী হ'চ্ছি । আর কেন প্রিয় বানরগণ ! এখন সখা রামচন্দ্রের আজ্ঞায় তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন করিগে চল ।

হনুমান । তাতে আর অপেক্ষা কি । এস বানরগণ ! এখন রামনামের জয় দিয়ে শমনরূপী বালীরূপে জয় লাভ করিগে চল । জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় মহাাজ সুগ্রীবের জয় !

সকলে। জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় মহারাজ স্ত্রীবের জয়।

[রাম লক্ষ্মণ বাতীত সকলের বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে—বালীপক্ষীয় বানরগণ। জয় মহারাজ বালীর জয়।

রাম। ভাই রে লক্ষ্মণ! থাক ভাই সাবধানে।

শুনেছি বানররাজ—হৃর্ধ্ব সে বালী—মহাপরাক্রমী।

লক্ষ্মণ। আবার আবার অর্থা দাসেরে ছলনা ?

কেন দাদা, বারম্বার ভুলাও দাসেরে ?

ভুলালে ভুলাতে নারিব—যোগে ব'সে এ লক্ষ্মণ,
দেখেছে তোমার রূপ ! বিশ্বরূপ, তুমি-অনন্ত বিরাট !

দেখ দাদা—লক্ষ্মণের হৃদি—দেখ গুণনিধি,

কোন রূপে তুমি লক্ষ্মণের হৃদয়েরে ক'রেছ আসন !

গীত।

আর ভুলাও কেন নরনরঞ্জন তুমি, তোমায় ভুলাতে কে পারে।

কমলঅঁখি, যে দিকে ফিরাই অঁখি সেদিকে দেখি যে তোমারে।

তুমি জলে হলে অনিল অনলে শৃঙ্গে,

তুমি ধরমে করমে মরমে পাপ পুণ্যে,

তুমি চন্দ্রে সূর্য্যে গ্রহে তারকানিকরে হে,

সর্ব্বে তব নাম লেখা জলদ-অক্ষরে।

তুমি আঁধারে তুমি আলোকে তুমি পূর্ণকে তুমি নিরানন্দে,

তুমি ঐহিকে, তুমি পরলোকে তুমি ভালতে তুমি মন্দে,

তুমি সুখে দুখে হাস্যে বিষাদে রোদনে হে,

তুমি যোগীর মুখে জীবের মধ্যে আত্মার আকারে।

নেপথ্যে—বালীপক্ষীয় বানরগণ । জয় মহারাজ বালীর জয় ।

লক্ষণ । ঐ আসে আৰ্য্য ! বানরবাহিনী,

নহামারি হ'তেছে ঘটনা !

রাম । এস ভাই, থাকি আরও অন্তরালে । (লুক্কায়িত হওন)

বানরগণ, বালী ও সূগ্রীবের যুদ্ধ

করিতে করিতে প্রবেশ ।

বালী । কে তোর দুৰ্দ্ধৃদ্ধিদাতা ওরে রে সূগ্রীব,

ডাক্ তাৰে আন তাৰে রাখুক এখন ।

ক্ষমেছিহু এত দিন মনে করি ভাই,

তাই স্পৰ্কা বাড়িল পামর, হিতাহিতশূন্য হ'য়ে গেলি,

না ভাবিলি মরণ আপন,

জেনে শুনে প্রসারণ ক'রিলি রে জতাশয়ন কর ।

সূগ্রীব । গথে ! গথে ! যায় প্রাণ, রক্ষা কর মোরে । (যুদ্ধ)

লক্ষণ । আৰ্য্য ! আৰ্য্য ! সখা বড় হ'য়েছে কাতর ।

রাম । ভাই রে লক্ষণ, উপায় কি করি,

দ্বিভ্রাতার একমূর্ত্তি হেরি ।

কে বালী, কে সূগ্রীব না পারি বুঝিতে ।

কার প্রতি করি শর নিক্ষেপণ ।

হইল বিষম, হায় হায় বুঝি সখা রক্ষা নাহি হ'ল !

বালী । এইবার এইবার দিব যমালয় ।

সূগ্রীব । যাই সখা, কিন্তু রাম,

পণ রক্ষা হ'ল না তোমার।

এই খেদ রহিল আমার।

বানরগণ। জয় মহারাজ বালীর জয় ! জয় মহারাজ বালীর জয়।

জয় মহারাজ বালীর জয়।

[যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। হায় আর্য্য, দৈববিড়ম্বনা,

বুঝি সখা—হইল সংহার !

সত্যসন্ধ্য রাম, সত্য রক্ষা হ'ল না তোমার !

যাও ধর্ম্ম, যাও অধঃপাতে,

যাও—গিরি চন্দ্র সূর্য্য ভঙ্গ হ'য়ে যাও—

আজ যদি শ্রীরামের হয় প্রতিজ্ঞা বিফল !

রাম। চল ভাই, চল যাই দেখি চল—

মিত্রের অবস্থা, কি করি এখন,

চাও দেব—ত্রিলোচন, মুখ তুলে চাও দেব রামে !

[সকলের বেগে প্রস্থান।

নেপথ্যে—বালীপক্ষীয় বানরগণ। জয় বালীর জয়।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

(স্বাম্যমুক পর্তত)

রাম ও লক্ষ্মণের প্রবেশ ।

লক্ষ্মণ । ঐ শোন, ঐ শোন আর্ষা, বাঙ্গীর বিজয়-ধ্বনি
হায় হায়, রাম-বাক্য হইল বিফল,
ডুবিল অরুণ ভানু পশ্চিম অচলে,
নিশ্চয় প্রলয় হবে—পলক-সময়ে !

রক্ষা নাহি—কিছুতেই রক্ষা নাহি আর,
প্রত্যক্ষে হেরিলু যাহা হইল স্বপন,
বাস্তব ঘটনা হ'ল কল্পনার রেখা,
এর চেয়ে কি আছে বিশ্বয়, দয়াময় !
কহ অকপটে ত্যজি ছলনা চাতুরী,
হে মুরারি ! বল বল কি হ'ল ঘটনা,
অন্তহল মাঝে এর কি রহস্য মাথা,
কেন ঢাকা দাও প্রভু বহির্দৃষ্টিে তায় ?

রাম । লক্ষ্মণ রে ! কেন ভাই দোষিছ আমারে ?
সত্য পণ বাহা, সেই সত্য পণ,
নাহি অস্ত্র মন -- দৈব তায় সাধিল দিগাদ ।
হায় হায় কেমনে স্ত্রীবে দেখাব এ মুখ !
কি ব'লে তাহারে প্রণোদিব আর ?

কি সাস্থনা তার আছে রে ভাষায়,
 না যুগায় কিছু ভাই প্রাণে ।
 তাই ভাবি মনে—এ নিলজ্জ রামে—
 কেন সৃজিলেন বিধি !
 হেন বিধি নিতান্ত অগ্নায় ।
 অব্যয় রামের বাক্য হ'ল বার্থ আজ !
 আহা সখা কি কবে আমার,
 ব'লেছিল সখা—রাম, ভরসা তোমার,
 পার হ'ব রণ-সিদ্ধ তোমার আশ্রয়ে ।
 অহো দিব্য রাম—হ'ল আজ তাহার সহায় ।

দ্রুতপদে সূগ্রীব, তার, নল, হনুমান ও
 জান্মুবানের প্রবেশ ।

সূগ্রীব । চাই নাই আর রাম, রাজসিংহাসন,
 চাই নাই উদ্ধারিতে শ্রিয়তমা নারী,
 চাই নাই আর প্রভু মিত্রতা-বন্ধন,
 বুঝিলাম ভুল সব, ভাগ্য মাত্র মূল,
 তা না হ'লে তুমি রাম অধিলের পতি—
 তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল রাখব !

হনুমান । বিশাল বারিধি আজ হইল গোম্পদ,
 চক্রে সূর্য্য প্রবেশিল ক্ষুদ্র কুন্তমাঝে ।

তার । হায় রাম, যদি তুমি করিবে না বালৌকে সংহার,

নল । তবে বুথায় স্ত্রীবে কেন কৈলে অপমান ?

জাম্বুবান । বুথায় মোদের কেন করিলে লাঞ্ছনা ?

স্ত্রীবে । শুধু অপমান নয় শুধুই লাঞ্ছনা,

আবার হয়েছি ক্ষত বালীর প্রহারে ।

পূর্বের বেদনা সখে, না সারিতে হয়,

আবার আহত হৈলু তোমার কথায় ।

তুমি যদি সত্যসন্ধা অমুজ্জা না দিতে,

তা'হলে কি ভ্রমে মোরা যেতাম সংগ্রামে ?

ধিক্ ভাগ্য, ধিক্ মোরে গুণনিধি রাম,

ভাগ্য দোষে দোষী আমি দোষ কিবা তব ! (রোদন)

গীত ।

কে দোষে তোমার শ্রীরাম দোষী আমি ভাগ্য-দোষে ।

(নৈলে) রাজপুত্র হ'য়ে কেন রহি বল গিরিবাসে ।

এই মন্দ হ'লে হয়, কোথা মুখ তার হয়,

সাগর শুকায়ে যায়, অভাগার কর্মের বলে ।

তুমি রাম তার সাক্ষী, হারা হ'লে গৃহ-লক্ষ্মী,

হইয়ে জনতরফী, রয়েছ দুঃখের পাশে ।

রাম । নেহাম্পদ স্ত্রীবে ! আর না, আর আমার লাঞ্ছনা
দিও না সখে ! আমি অহুতাপে মর্মে মর্মে জলছি । কিন্তু ভাই,
আমি যে জন্ত বালীকে সংহার করি নাই, তার বৃত্তান্ত বলি শোন,
তার পর ইচ্ছা হয় তোমরা নিরপরাধ রামকে দোষী সাব্যস্ত কর' ।
ক্রোধ ত্যাগ কর দাদা ! কপিশ্রেষ্ঠ বালীর এবং তোমার আকার,

অলঙ্কার, বেশ ও গমন একই প্রকার, আমি দেহ, লাভণ্য, কটাক্ষ-বিক্ষেপ, স্বর, বিক্রম বা কথা দ্বারা তোমাদের কিছু মাত্র পার্থক্য স্থির ক'রতে পারি না। তজ্জন্তই পাছে আমি আমাদের উপকারের মূল বিনষ্ট করি, এই বিবেচনা ক'রেই তখন শর নিক্ষেপে নিরস্ত হ'য়েছিলাম। সখে! অস্ত্র বালী সংহার না করার এই একমাত্র মৌলিক কারণ, নতুবা আমার অস্ত্র কোনও উদ্দেশ্য নাই ভাই!

লক্ষণ। আরও সখে! যদি অর্থাৎ এরূপ সঙ্কটস্থলে নিজ চিত্ত বিকার ও অজ্ঞানতা প্রযুক্ত তোমাকে নিহত করতেন, তাহ'লে ইহকালে লোকমধ্যে আর্থ্যের অজ্ঞানতা ও মূঢ়তা বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হ'ত এবং আশ্রয়দাতা হ'য়ে তোমার বধজন্তু তাঁকে মহাপাতকগ্রস্ত হ'তে হ'ত।

হনুমান। (স্বগত) ছোট ঠাকুরের কথা শুনেছ? যিনি পুণ্যের অবতার, স্বয়ং পরব্রহ্ম, তিনি আবার মহাপাতকী হ'তেন? অহো ধন্ত ঠাকুর! তোমাদের অবতারের সকল কাণ্ডই ছলাপূর্ণ ও অচিণ্টনীয়!

রাম। আরও সখে! তুমি যেমন আমাদের আশ্রয়প্রার্থী, তেমনি আমি, লক্ষণ এবং সেই বরবর্গিনী সীতাও তোমার আশ্রয় ভিক্ষুক। এ বনবাস কালে তুমিই আমাদের আশ্রয়।

হনুমান। আবার—আবার ছলনা? না, অসহ্য হ'ল। এ কথা ব্রহ্মার মুখে শুনেও আমি তাঁকে এতক্ষণ ক্ষমা ক'রতাম না। হাঁ রাম, কে কাকে আজ আশ্রয় দিতে এসেছে? বার বার সেই এক মন্মথদ্বন্দ্ব—একই কথা? অসহ্য, নিতান্তই অসহ্য।

আমরা নয় জাতিতে বানর, তা ব'লে রাম, মনে করো না, আমরা ধর্মবুদ্ধিবঞ্চিত । জগতের আশ্রয়দাতা যে, সে কেন বার বার—
“বানর আমাদের আশ্রয়” এ কথা বলে ? আধারে আধেয় যে—
সে কেন—এ আধার, এ আধেয় এ কথার উল্লেখ করে ? এখন
কি করতে হবে, তাই বলুন ?

লক্ষ্মণ । আর্ঘ্য, ক্ষমা করুন, সত্যি বানরগণ অতি সরলপ্রাণ,
আপনার প্রিয় ভক্ত ।

রাম । না প্রিয় হনুমন্ত ! আমি আর কোন কথা ব'লব না ।
এখন আবার নূতন জীবন ধারণ কর । সখা, আমার প্রতি অত্যাশ
আশঙ্কা ক'র না ভাই ! পুনর্বীর ছরাছা বালীর সমরে প্রবৃত্ত হবে
চল । দেখবে, এই মুহূর্তে তোমাদের সংগ্রামে আমার এক বাণে
ছরাছাকে নিহত ও ভূতলে পাতিত করব । তুমি বানররাজ
বালীর সহিত স্বন্দয়ুদ্ধে প্রবৃত্ত হ'লে, যাতে আমি তোমায় চিন্তে
পারি, এখন তুমি সেইরূপ কোন অভিজ্ঞান ধারণ কর ভাই ! লক্ষ্মণ
তুমি এই ক্ষণে গজপুষ্পি নামক পুষ্পিত স্তম্ভের লতা উৎপাটন ক'রে
সখার কণ্ঠদেশে বেঁধে দাও ।

লক্ষ্মণ । যে আজ্ঞা আর্ঘ্য ! (লতা আনয়ন পূর্বক স্তম্ভীবের
গলে বন্ধন)

রাম । সখে ! আমি আজ ঘটনাচক্রে তোমার নিকট বিশেষ-
ভাবে লজ্জিত হ'য়েছি, কিন্তু সেই লজ্জাই ক্রোধসহযোগে আজ
ছরাছা বালীর মৃত্যুরূপী রক্ত রূপে পরিণত হবে । চল সখে ! আর
ক্ষণ মুহূর্ত বিলম্বের আবশ্যক নাই ! আবার—আবার নূতন ভাবে

নূতন উদ্ভমে, নূতন দেহে কিঙ্কিয়ার সম্মুখবর্তী হই গে চল।
বানরগণ! আর কোন ভয় নাই। এবার স্থির নিশ্চয় জেন, হুঁভাগা
বালীর কালসন্ধ্যা উপস্থিত। হস্তে এই সপ্ততালভেদী শর ধারণ
ক'রলাম, এই ধনুকে জ্যারোপণ ক'রেই চ'ল্লেম—আয় রে ভ্রাতৃ-
পত্নাপহারী ঘোর অত্যাচারী বালি, দেখি—আজ তুই কিরূপে
রামের মর্ষভেদী শরে রক্ষা পাস?

বানরগণ। অহো, কি ভীষণ মূর্তি!

লক্ষ্মণ। এই সেই প্রলয়কালীন মহারুদ্র মূর্তি! কুসুমের আজ
বজ্রের সমুৎপত্তি হ'য়েছে, নব দূর্বাদলে আজ প্রচণ্ড অগ্নিস্কুলিঙ্গ
ছুটেছে! আর রক্ষা নাই, বানরগণ, প্রভুকে অগ্রবর্তী ক'রে বালী-
নিধনে শীঘ্র যাত্রা করি চল। সখে! এখান হ'তেই ছরাআ
বালীকে আনয়ন জনা সিংহ গর্জন কর। চল, চল, শীঘ্র চল।

বানরগণ। প্রভু রামচন্দ্রের জয়! মহারাজ স্ত্রীঘ্রীবের জয়।
এইবার ছরাচার বালি, কালনিশা তোর হইল প্রভাত। জয় রাম,
জয় রাম!

[সকলের বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

(অন্তঃপুর)

নেপথ্যে—বানরগণ। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয়
স্ত্রীঘ্রীবের জয়!

বালীৰ প্ৰবেশ ।

বালী । (স্বাভ) যেন ঘন ঘোঁৰ গাড় তমিস্ৰগমী ৰজনী প্ৰভাত হ'য়ে আসছে । অনন্ত দীপ্তিশালিনী কনক-কিৰণময়ী উষা যেন কি এক নবৰাগে অনুরজিত হ'য়ে সেই প্ৰভাতেৰ চিহ্ন জ্ঞাপন ক'ৰছে । “ৰাম জয় ৰাম জয়” স্বৰে জগতেৰ জীৱপক্ষী কাল-তৰুৰ উচ্চ শাখায় ব'সে “জাগ জাগ” ব'লে যেন স্তম্ভ জগতকে ভাগ্ৰত কৰাচ্ছে । সেই সঙ্গে যেন আমাৰও মোহ ঘুম—ভেঙ্গে গেল । কে আমি ? বিশাল বিপুল কৰ্ম্মময় জগতে কে আমি ? বিষম বিপৰ্য্যস্ত উদ্দামগতিচঞ্চল শব্দময়তৰঙ্গউল্লসিত মহাসমুদ্রে কে আমি ? কৰ্ম্মময় জীবনে কৰ্ম্মক্ষেত্ৰে কেবলই চলেছি । বুঝি না, জানি না, বুঝতে বা জানতে একমুহূৰ্ত্ত চেষ্টাও কৰি না । এখন যেন সেই অন্ধকাৰাবৃত কৰ্ম্মময় জীবনে এক মহাৱশ্মি এসে আলোকিত ক'ৰলে ? অমনি যেন আমাৰ কৰ্ম্মময় জীবনেৰেও গতি বন্ধ হ'য়ে এল । এখন বুঝতে হ'বে, জানতে হ'বে, ভাবতে হ'বে, কে আমি ? কেন আমি এসেছি, কি জন্তু এসেছি, এ আসাৰ উদ্দেশ্য কি ? কৈ এক দিনও ত একুপ চিন্তা আমাৰ হৃদয়ে উদয় হয় নি ? সত্যি যেন বোধ হ'ছে, আমি নাগপাশে বন্ধ ! আগে যন্ত্ৰণা অনুভব হ'ত না' এখন যন্ত্ৰণা অনুভব হ'ছে । দেখতে পাচ্ছি, আগে দেখতে পোৱেছিলাম না, এখন বেশ পৰিষ্কাৰ দেখতে পাচ্ছি;—আমাৰ চাৰিনিকে ধৰ্ম্মৰূপ সৰ্বভূক প্ৰলয়ান্বিত ধূ ধূ দাউ দাউ ক'ৰে জ্বলছে । কেবল মাত্ৰ তাতে পুণ্যৰ মধুৰ মিষ্টময়ী জ্যোতি প্ৰশান্তভাবে নিঃসৃত হ'য়ে নভোমার্গ স্পৰ্শ ক'ৰছে । মৰি মৰি, তাৰ পৌনঃপুৰ্ত্তি

কি মনোহর ! ঐ চ'লেছে, এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি জীব
সেই প্রশান্ত রূপে প্রসুখ হ'য়ে আত্মহারা বৎ ছুটে ছুটে মিশ'তে
চ'লেছে ! আর আমার মত উচ্ছ্বল প্রমত্ত কর্মী—নাগপাশে বদ্ধ
হ'য়ে—মাম্বা-নাগিনীর তীব্র দংশন-যাতনা ভোগ ক'র'ছে মাত্র !

পুণ্যের প্রবেশ।

গীত।

ডুরি কেটে ফেল, ছুটে চল, আর কেন রে দিন গিয়েছে।

মোহ-যুমে খুব ঘুমালি, কাজের বশে কাজ হারালি,

আমার রামের পক্ষ না ধেরালি, কি করিলি বল রে মিছে।

[প্রস্থান।

বালী। কে তুমি সুন্দর চাক কিশোর মূর্তি মনোহর বালক
কে তুমি ? “আমি মোহের যুমে ঘুমিয়েছি, কর্ষে প্রকৃত কর্ম
হারিয়েছি—রামচরণ ধ্যান করি নাই, আমার দিন ফুরিয়েছে”
এই কয়েকটা সারগর্ভ কথা ব'লেই অন্তর্হিত হ'লে ? সত্য, সত্য
সত্যই তুমি ব'লেছ তোমার বাক্যের একটি বর্ণও ভ্রান্তিসঙ্কুল নয়,
সত্যই আমি এত দিন ঘুমিয়ে ছিলাম, সত্যই আমি আমার বাসনা
ক্ষয়ের সম্মুখি প্রকৃত কর্ম—ভগবানের চিন্তা ত্যাগ ক'রে বৃথা
কর্ষেই কাল ক্ষয় করেছি !

উন্মাদিনী উমার প্রবেশ।

গীত।

উমা। কুণের কালি কুলের বালি, বালী আমার কুল পেয়েছে।

দেবতার কুল তুলে নিয়ে উচ্ছিষ্ট ক'রে দিয়েছে।

হাঃ হাঃ হাঃ ।

তাই বলি রে পাগল প্রাণে, কেউ চাস্ না আমার পানে,
এগন বিষের লতা হ'য়ে আছি পোড়া মানস আর মেথিস্নে,
মোর আতসে মরবি শেষে কুল পাবি না কারু কাছে ॥

হাঃ হাঃ হাঃ ।

[প্রস্থান ।

বাণী । কে উন্মাদিনী উমা ? আমি তোর কুল খেয়েছি, না
নিজের কুল নিজে হারিয়ে এ কর্ম্মময় বিশাল মহাসিদ্ধিতে আকুল
ভাবে কাঁদছিন্ ? উমা, কর্ম্ম-স্রোতে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হ'য়ে
নিজের পথে নিজেই কণ্টকারোপ ক'রেছি । এখন কারেও কিছু
ব'লবার নাই । যখন তোর কক্ষে যেতে বাধা পেলাম, তোর অঙ্গ
স্পর্শ ক'রতে, তোর রূপ-যৌবনে শত শত ফণা-বিশিষ্ট বিষধর
ভূজঙ্গকে দর্শন ক'রলাম, তখন ত সে কর্ম্মের ভবিষ্যৎল একবারও
চিন্তা করি নাই ! কিন্তু আজ একি ? আমার যেন এক নূতন-প্রাণ
এসেছে, শুধু নূতন প্রাণ নয়, সেই নূতন প্রাণে এক নূতন জগতে
এসেছি । কে যেন রামনামের নূতন গানে আমার নূতন প্রাণ দিয়ে
নূতন জগতে পাঠিয়ে দিলে । কিন্তু পূর্বস্মৃতিটুকু ঘুচিয়ে দিলে না !
সে টুকু বেশ—জাগিয়ে রেখেছে । অহো, সেই পূর্বস্মৃতিটুকু কি
ভয়ঙ্কর ! স্বপ্ন হ'লে, আর সর্ব্বশরীর বেন থর থর ভাবে কেঁপে
উঠে ! মস্তকের কেশ যেন শিউরে উঠছে ! অস্তরাঙ্গা যেন
পালাই পালাই ডাক ছেড়েছে ! ওমা—ওমা—কি ক'রেছি ?
আজীবন—আজীবন ভয়ঙ্কর পাপের শিলা মাথায় ক'রে ঘুরে

বেড়িয়েছি, একদিনও ত তার কথা ভাবি নাই, এখন নিতান্ত
 দুর্ভার হ'য়ে উঠেছে ! ওমা—ওমা—কি ক'রেছি ? কত জীবহত্যা,
 জগহত্যা—কত সত্যনাশ—সেই সব বীভৎস মূর্তি—আজ যেন
 সমগ্র পেয়ে সাক্ষাৎ রুদ্র করাল মূর্তিতে আমার জীবন-কাব্যের
 উপসংহার কালে দর্শন দিচ্ছে ! না—না—অসহ যন্ত্রণা, এ যন্ত্রণা
 জীবে কখন সহ্য ক'রতে পারে না ! কি—ভীষণ—কাণ্ড ! সহস্র
 সহস্র বৃশ্চিক, সহস্র সহস্র বিষধর সর্প এককালে আমার দংশন
 ক'রছে ! পার্লেম না, নূতন প্রাণ পেয়েও নূতন জগৎ দেখলেও
 পূর্বস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে এত অব্যক্ত যন্ত্রণা আমি কিছুতেই সহ্য
 ক'রতে পার্লেম না ! ওকি—কি ভয়ঙ্কর ! ভূত—প্রেত দানার
 দীঘল দীঘল দ্রংষ্টা ! আমাকে যেন তারা তাদের সেই করাল
 কবলে কবলিত ক'রবার জন্ত ভীষণভাবে আকর্ষণ ক'রছে ! হাঃ
 হাঃ—নৃতা দেখ ? তাথে তাথে নৃতা ! সব উলঙ্গ—ছিঃ ছিঃ !
 ঐ নর—আমার বন্ধু পাপ ? বন্ধু ! তুমিও আজ ওদের সঙ্গে
 যোগদান ক'রেছ ? কিন্তু—এস, একবার আমার ধর, বড় ভয়
 পেয়েছি সখা ! বালীর নিত্য সর্বস্ব প্রাণাধিক ! একবার এস ।

বেগে পাপের প্রবেশ ।

পাপ । হিঃ হিঃ হিঃ—এই এসেছি ! এই এসেছি ! কেন
 সখে ! তুমি—এতক্ষণ আমার অনাদর ক'রছিলে ?

বালী । কৈ, কৈ, না, না, কখন তোমায় অনাদর ক'রলাম

ভাই! তুমি যে আমার জীবন হ'তে প্রিয়, তোমায় কি আমি
অনাদর ক'রতে পারি বন্ধু!

নেপথ্যে—পঞ্চ বানর। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয়
সুগ্রীবের জয়।

পাপ। কি—কি—কি - আবার তোমার রাজ্যের চারিদিকে
আমায় হতাদরের ধ্বনি উঠেছে! চ'ল্লেম বালি, এবার আমি
চ'ল্লেম। (গমনোত্তত)

বালী। সে কি, কোথায় যাবে? আমায় এই অকূল পাথারে
ভাসিয়ে দিয়ে আজ তুমি কোথায় যাবে ভাই!

পাপ। কেন, শুন্তে পাচ্চ না? কিসের ধ্বনি হ'চ্ছে?

বালী! রাত্রি প্রভাত হ'য়েছে বন্ধু, তাই জগতের ছাব আঞ্জ
“রাম জয় রাম জয়” ব'লে উষার বার্তা জ্ঞাপন ক'রছে।

পাপ। না, না, আর না, আর কিছুতেই থাকতে পারি না।
কি ভীষণ উত্তাপ! অলে পুড় ম'রছি! ছিঃ ছিঃ, আমার
এত হতাদর? বন্ধু ব'লে হৃদয়ে স্থান দিয়ে অতিথির এত
অপমান!

নেপথ্যে—পঞ্চ বানর। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয়
সুগ্রীবের জয়!

পাপ। বাপ, বাপ্. পালাই, চারিদিকে বেড়া আগুনে
আমায় পুড়িয়ে মারবার ষোগাড়ে আছে। না না, আর না, আর
এ স্থান কখন আসব না, এই নাকে খত, আর কাণে খত।

(গমনোত্তত)

বালী। (ধারণে পূর্বক। বলি যাবে কোথা? হ'য়েছে কি? শুনছ না? কালের কি ভীষণ ছন্দার! তাব্ছ না? তোমার অকৃত্রিম বন্ধুর এখন কি সঙ্কটের দিন উপস্থিত! দেখ্ছ না? আজ তোমার বন্ধুর সাক্ষাৎ কৃতান্ত, অমুচর সঙ্গে ক'রে রাজ্যের তোরণদ্বারে এসে আলিঙ্গন প্রার্থনা ক'রছে।

পাপ। সেই জন্তই ত আগে থেকে পালাচ্ছি বন্ধু!

বালী। কি, কি বল্লে পাপ, এই কি বন্ধুর বাক্য?

পাপ। অত্যাশ্চর্য কথা কি ব'লেছি বল? বাপ—বে গায়ে উত্তাপ ছাড়, ছাড়, প্রাণে মরা যাই বন্ধু! এখন ধোলসা ক'রে বল দেখি, কি ক'রতে হবে?

বালী। কি ক'রতে হবে বুঝ্ছ না? আমার সেই পত্নাপহারী ছুরাচার ভাই পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রকে সঙ্গে ল'রে আমার নিকট বৃদ্ধ প্রার্থনা ক'রছে।

পাপ। উত্তম, তুমি চ'লে যাও।

বালী। আর তুমি?

পাপ। আমি আমার আন্তানায় পালাই।

বালী। কেন তুমি যাবে না?

পাপ। কোথা?

বালী। যুদ্ধে।

পাপ। কেন, ম'রতে?

বালী। আমি যাচ্ছি।

পাপ। তুমি যাচ্ছ, তোমার কাল পূর্ণ হ'য়েছে।

বালী। বন্ধুর যদি কাল পূর্ণ হয়, তা হ'লে সেই সঙ্গে জীবন-বন্ধু, তোমারও ত কাল পূর্ণ হওয়া উচিত ।

পাপ। ইস, দাও, ছেড়ে দাও ব'লছি। আর মিছরির সরবতের মত আলাপ ক'রে কাজ নি। দেখানে আমি যেতে পারব না ; কিছুতেই না, ভয় হ'য়ে যাব। সে রণে কালের কাল মহাকাল এসেছে ! নাম শুনেই পাপের সর্ব গাত্র জলে পুড়ে যাচ্ছে। দাও, ছেড়ে দাও ব'লছি, সম্বন্ধ ফুরিয়েছে ! বন্ধুত্বনামা পারিজ ক'রে নাও ।

নেপথ্য—পঞ্চ বানর। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয় স্ত্রীশ্রীর জয় ।

পাপ। বাপ্ বাপ্, এ যে চারিদিকের আগুন একেবারে ঘেঁকে আসছে রে বাবা ! ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ! ছরাচার, এখনও ব'লছি, আমার ছেড়ে দে । (বলপূর্বক গমনোদ্যত)

বালী। না, তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে দোব না, দোব কেন ? যাকে প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস ক'রেছি, যার জন্ত প্রাণের প্রাণ ভাইকে পর ক'রেছি, শুধু পর নয়, দুটি অন্নও না দিয়ে রাজ্য হ'তে তাড়িয়ে দিয়েছি, যার জন্য মাতৃরূপা কনিষ্ঠ জাতার পত্নীকে বিলাস অগ্নিতে আহুতি দিয়েছি, সংসারে সাক্ষাৎ নরক মূর্তিতে বিচরণ ক'রছি, আজ তাকে ছেড়ে দোব ? ছেড়ে দোব কেন ? এক সঙ্গে যাব, এক সঙ্গে পুড়বো, এক সঙ্গে জলবো, এক সঙ্গে ভস্ম হব' । আজ তুমি ছাড়তে চাইলে, আমি তোমায় ছাড়ব কেন ? যদি ছেড়েই যাবে, তাহ'লে আমার বন্ধু হ'য়েছিলে কেন ? না বন্ধু, তা

হবে না, মূৰ্খ বালী তোমার জন্য জগতের সব ছেড়েছে ব'লে, তোমাকে সে কিছুতেই ছাড়তে পারবে না।

পাপ। কি—কি—কি—আমার তুই ছাড়বি না ? তবে দেখ, দেখ, ব্রহ্ম-অভিশপ্ত বালি, তবে এখন ভাল ক'রে দিব্য নয়ন বিস্তার পূৰ্ণক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ক'রে পূৰ্ণস্মৃতি স্মরণ কর, আমি কে ? (পাপের রুদ্র মূর্তি প্রকাশ) স্মরণ হয় কি ? চিন্তে পারিস্ কি ! সেই মতঙ্গাশ্রম !

বালী। অ্যাঃ অ্যাঃ—কি লোকভয়াল ভীম ভয়ঙ্করমূর্তি ! কে কে—কে—কে তুমি ? (কম্পন)

পাপ। ব্রহ্মশাপ। ব্রহ্মশাপ ! ব্রহ্মশাপ !

বালী। বালীর নিকট ফেন ? (কম্পন)

পাপ। স্ববুগ্ধ নাই দ্রবুত, যে দিন দুন্দভি দৈত্যের রক্তবসা মহাসাধু মতঙ্গমুনির গাত্রে নিঃক্ষেপ ক'রেছিলি ?

বালী। তাতে স্বহৃদ পূৰ্ণতে আমার গমন নিষেধ হ'য়েছিল।

পাপ। হা মূৰ্খ বানর ! তাতে ব্রাহ্মণক্রোধমুষ্টি যে অভিশাপ, তার ধ্বংস হ'ল কোথায় ? আমি সেই ব্রাহ্মণক্রোধমুষ্টি অভিশাপ সেই দিন হ'তেই তোকে ধ্বংস করবার জন্য পাপের মূর্তিতে বিচরণ করছি। তখনই তোকে আমি সংহার করতাম, কিন্তু তখন তুই ভীম কর্মী, সে কর্মের স্রোতে আমি ব্রহ্ম-অভিশাপও তোকে আশ্রয় করতে পারলেম না। তা ব'লে অব্যর্থ ব্রহ্ম-অভিশাপ ধ্বংস হবার নয়, অনেক স্থান পর্যটন ক'রে কোথাও আর আশ্রয় স্থান

না পেয়ে স্বর্গে দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করলাম । দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের নিকট চিরঞ্জীবী । ব্রাহ্মণ দধীচির—আত্মোৎসর্গতার কথা তাঁর হৃদয়ে চিরদিনের জন্ত বিদ্যাতাক্ষরে লিখিত ছিল, সেই জন্য তখনই তিনি আদর ক’রে নিজ অঙ্গে স্থান দিলেন । আমি ব্রহ্ম-অভিশাপ তাঁর দেহে বহুদিন যাবৎ অবস্থান করেছিলাম । পরে ছুরাআ বালি, যেদিন হ’তে তোর মায়াবীর মায়ায় কর্মস্রোত হীনগতি হ’তে আরম্ভ হ’ল এবং তুই যখন গুহামধ্যে অবস্থান করছিলি সেই সময়ই দেবরাজ ইন্দ্র আমায় নিজ দেহ হ’তে বাহির ক’রে তোর ধ্বংসের জন্ত প্রেরণ করলেন । আমি সেই ব্রহ্মশাপ তোকে ধ্বংস করতে পাপ মূর্তিতে তোর হৃদয়ে আসন গ্রহণ করলাম ! এখন তোর কাল পূর্ণ হ’য়েছে । চলেম—এখন তুই সেই কালানলে আপন পাপ জীবন আহুতি প্রদান করগে যা । (গমনোত্তর)

বালী । ব্রহ্মশাপ, তোমার কাজ তুমি করেছ, আর আমার বন্ধ্যাম কিছুই নাই । তবে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, যদি তুমি ব্রহ্মশাপই হ’লে, আর আমাকে যদি ব্রহ্মশাপে ধ্বংস হ’তে হয়, তা’হ’লে পূর্বব্রহ্ম রাম দর্শনে—আমার মৃত্যু হবে কেন ? ব্রহ্মশাপ ! এ মৃত্যুতে ত আমার—শাসন হবে না , বরং পুরস্কার প্রাপ্ত হব । গরলে যে আজ অমৃত উঠবে ।

পাপ । হা মূঢ় ! তার কারণ তুই বুঝিলি না ? ব্রাহ্মণ মতজ ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ প্রদানের পর জ্ঞানরূপী সুগ্রীব তোর সঙ্গে মিলিত হ’য়ে সেই ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণকে অগ্নুনয় বিনয় করে শেষে ক্ষমা ভিক্ষা

ক'রছিল না? সেই ক্ষমার পুরস্কার বালি, সেই ক্ষমার পুরস্কার, মৃত্যু কালে পূর্ববন্ধ অীরামচন্দ্র দর্শন!

[বেগে প্রস্থান।

বালী। ধন্য ব্রাহ্মণ! ধন্য নররূপী নারায়ণ! তোমাদের অনন্ত শক্তিকে কোটি কোটি বার আমার নমস্কার! বেশ, তাহ'লে এখন প্রস্তুত হ'তে হ'য়েছে! না দর্প ক'রব না, কি জানি দর্প হারী হয় ত আমার এ দর্প রাখ'বেন না। সূতরাং আমার যেমন পাপময় জীবন, সেই জীবনেই আমি প্রস্তুত হ'য়ে থাকি। পরে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। একি—সাবিত্রীরূপিণী তারি নয়? এস লক্ষ্মি! এস গাঙ্ধি! এস পতিব্রতে!

তারার প্রবেশ।

নেপথ্যে—পঞ্চ বানর। জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম, জয় জয়গ্ৰীবের জয়!

বালী। তারি, শুন্ছ?

তারি। শুন্ছি।

বালী। আবার সেই পদলেহী পরাক্রান্ত গলায়িত কুকুর—মৃত্যুর জন্য আমাকে আহ্বান করছে।

তারি। তাই আমার প্রাণে ষড়্‌ই আশঙ্কা আসছে নাথ!

বালী। আশঙ্কা? তারি, কিশের আশঙ্কা? কুকুরের যুদ্ধে সিংহের জন্য আশঙ্কা?

তারি । নাথ ! ওনেছি মহাগিরির আশ্রয়ে ক্ষুদ্র তরুণ্ডায় নিরা-
পদে অবস্থান করে ।

বালী । এ স্থলে মহাগিরি কে তারি !

তারি । ওন্ছি—স্বয়ং দাশরথী রাম নাকি—মহাত্মা সুগ্রীবের
আশ্রয়দাতা হয়েছেন ?

বালী । অসম্ভব ।

তারি । অসম্ভব কিসের নাথ !

বালী । সত্যসন্ধা শ্রায়বান রাম, পরমধাৰ্ম্মিক দাশরথী রাম
আমার বিনা অপরাধে সুগ্রীব-যুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ
ক'রবেন কেন প্রিয়ে !

তারি । ওনেছি, তিনি না কি রাবণ-অপহৃত সীতা দেবীর
উদ্ধারের জন্ত সুগ্রীবের সহায়তা লাভের আশায় এ কার্যে ব্রতী
হ'য়েছেন !

বালী । ভুল, ভুল, তা কি কখন সম্ভব তারি ! যার আজ্ঞার
ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ হ'তে এই বাঁয়েজ্ঞাকিশোরী বালীও সহায়তা ক'রতে
প্রস্তুত, সেই পুরুষৰ্ষভ মহাপুরুষ কি না—তুচ্ছ ক্ষুদ্র সুগ্রীবের সহা-
য়তা লাভের জন্ত এরূপ অশ্রায় কার্যে সাহায্যভূতি প্রকাশ ক'রবেন ?

তারি । যদি তা না হয় প্রভু, তাহ'লে আপনার বিপক্ষায়
বানরগণ রামনাথের জয় ঘোষণা ক'রছে কেন ?

বালী । সে হয় ত আমাকে ভয় দেখাবার জন্তও হ'তে পারে,
আর না হয় ত আমার দুঃখ-নিশার অবসান হ'য়েচে, তাই বিনা-
রাসে আমাকে গৃহে ব'সে রাম নাম শ্রবণ করাকে ।

তার। না প্রভু, কখনই তা নয়, যদি তাই না হবে, তা হ'লে—আপনার যে শত্রু কাল আপনার নিকট পরাজিত লাক্ষিত হ'য়ে পলায়ন ক'রেছিল, সে কেন আজ আবার দ্বিগুণ উৎসাহে, দ্বিগুণ বিক্রম—রণসজ্জায় সজ্জিত হ'য়ে আপনার দ্বারে এসে উপস্থিত হ'য়েছে? সত্যই ব'লছি নাথ, আজকার যুদ্ধ কখনই শুভজনক হবে না।

বালী। শুভজনক হবে না কার পক্ষে সতি! আমার পক্ষে জয় পরাজয় উভয়ই শুভজনক। যদি সুগ্রীবকে পরাজিত ক'রতে পারি, তা হ'লে প্রতিহিংসা সাধন হ'ল, আর যদি সুগ্রীব-রণে পরাজিত হ'য়ে মৃত্যুকালে প্রভু রামচন্দ্রকে দর্শন ক'রতে পাই, তা হ'লে ত এত অত্যাচারী মহাপাপী বানর আমি, অনায়াসেই হাসতে হাসতে চহুভূজ ধারণ ক'রে নিত্য বৈকুণ্ঠে চ'লে যাব। যাও সতি। দেবারাধনা কর গে যাও, আমার পক্ষে কোনটোও অশুভজনক নয়! তখন আর চিন্তা কি?

তার। প্রভু, এ জীনে কখন আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করি নাই। কিন্তু আজ যেন বার বার প্রতিবাদ ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে। মনে হ'চ্ছে, যেন—আজ আমি কি মহামূল্য রত্ন হারাতে ব'সেছি। আমার কণ্ঠের হারকে কে যেন আজ বলপূর্ব্বক হরণ ক'রতে এসেছে। পায়ে ধরি নাথ, তারা কোন দিন কোন বিষয়ের জন্ত আপনার নিকট কোন কিছু যাচ'ঞা করে না, কিন্তু আজ সেই তারার একটা প্রার্থনা, একটা ভিক্ষা, দয়ানয় প্রভু—সেই বাসনাটা পূর্ণ করুন। সুগ্রীব আপনার কনিষ্ঠ ভাই, তাঁকে

আপনার সম্যকরূপে পালন করাই ধর্ম; তিনি দূরেই থাকুন বা নিকটেই থাকুন, সর্বতোভাবে তিনিই আপনার প্রকৃত পরম বন্ধু। ভেষ্মের সমান বন্ধু সংসারে আর কেউ নাই। তখন তাঁর সহিত বিরোধ না করি, পরন্তু তাঁকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন এবং সেই সঙ্গে প্রভু রামচন্দ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করুন। নাথ, যদি আপনি আমাকে আপনার হিতকারিণী মনে করেন এবং আমার প্রিয় কার্য্য করিতে প্রস্তুত হন, তাহ'লে এ সময় আমার কথা রাখুন প্রভু! কখন ইন্দ্রতুলা তেজস্বী কোশল-রাজ-কুমার রামের সহিত বিরোধ করিবেন না। আর নাথ! আপনার জ্ঞান মহাপুরুষের ক্রোধের বশে কোন কার্য্য করাও উচিত নয়।

গী ৩।

হৃদয়কান্ত, কর ক্রোধ শান্ত । নাথ হে বিনয়ে চরণে ধরি ।
সে রাম পতিতপাবন শমনদমন হে বল্লভ ॥
সেই রাম আজি বাম তোমাঘ হে সমরে,
তখন জিনিবে কেমনে তুমি সীতাকান্ত রামে,
যে রাম বধে তাড়কার প্রাণে,
সে যে অসম্ভব, তারে জেনা সে যে অসম্ভব,
ভুবন তার ভাবে ভুলে,
তারে জেনা সে যে অসম্ভব, বলি তাই, কাজ নাই হে বিরোধে,
স্বস্থীবে আনিয়া প্রভু বসিও সিংহাসনে,
সাক্ষি কর হে নাথ শ্রীরামের সনে,
(তাহে কুল পাবে হে, এ অকুলে —
কুল তাহে পাবে হে, সে যে কুলের কষ্ঠা,
এ অকুলে তাহে কুল পাবে হে) ।

নেপথ্যে—সুগ্রীব । আরে মূঢ় অচেতন অজ্ঞানাক্ত বাল,

এসেছে শিরেরে তোর সাক্ষাৎ শমন,

সুপ্ত কেন শীঘ্র উঠ্, বিলাসের লীলা—

ভাজ মূঢ়! আর রণাঙ্গনে ।

বালী । শোন তারা, সুগ্রীবের গর্জিত অহ্বান শোন । তুমি এখনও আমাকে পাপাত্মা সুগ্রীবের ক্রোধপরিপূর্ণ ঔক্ৰান্ত্য সহ্য ক'রতে বল ? যে জীবনে শত্রুকর্ষক পৌড়িত বা যুদ্ধে নিবৃত্ত হয় নাই, সেই চির অধর্ষণীয় পরাক্রমী বালী, আজ ক্ষুদ্র ভীকৃ জম্বুকের নীচ বাক্য শ্রবণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'য়ে গৃহে ব'সে থাকবে ? না সতি, পার্লেম না, তোমার বাক্য রক্ষা ক'রতে পার্লেম না । তোমাকে আমি প্রাণের দিব্য দিচ্ছি তারা, তুমি এই মুহূর্ত্তে এস্থান ত্যাগ কর । আমি অবিলম্বেই সেই ক্ষৌদ্রশী ত্বরিত সুগ্রীবের মহাদর্প—আমার সূদৃঢ় মুষ্টি প্রহারে বিচূর্ণ ক'রে আনব । যাও তারা, আবার ব'ল্ছি যাও, কিংবা থাক, আনিই যাচ্ছি । আরে আরে, ভাত্ৰোদ্রোহী অন্নপ্রাণ সুগ্রীব, দাঁড়া, দাঁড়া, আমার এই সূদৃঢ় বদ্ধ সংযত অঙ্গুলিমুষ্টি বেগ সহকারে তোর উপর পতিত হ'য়ে তোর জীবন হরণ পূর্ণ এই মুহূর্ত্তেই প্রতিনিবৃত্ত হবে । এই — এই যাচ্ছি, ক্ষণেক অপেক্ষা কর ।

বেগে প্রস্থান ।

তারা । অ্যাঁ, চ'লে গেলে ?

নয়নের আলো চলে গেলে নয়ন হইতে !

উভয় সঙ্কট ! উভয়ে স্বামী যে ঘোর ।

একের যত্নপি বটে অশুভ ঘটন,
 তারার সমান হুই । অহো, মরে নাই কেন হুর্ভাগিনী ?
 কেন তারা জন্মিল জগতে ?
 এত দুঃখ—এত আগা যার,
 তার কেন ভবে সুখভোগ আশা ?
 আয় আয় সপ্তসিদ্ধ, আয় আলোড়িয়া,
 আয় আয় প্রলয়ের মহাবহ্নি, আয় রে জলিয়া,
 আয় আয় দ্বাদশ ভাস্কর, আয় রে ছুটিয়া,
 তারায় লইয়ে চল, ভোদের অগম্য পথে,
 মুক্ত কর বন্দিণী পক্ষিনী ।
 মাগো হররাণি নন্দিণী গো—
 আর যে মা পারি না সহিতে জালা !

মানসীর প্রবেশ ।

মানসী । সতি ! কঠোর পরীক্ষা তোর এবে,
 বাঁধ বাঁধ তরা কঠিন নিগড় দিয়ে—
 মত্ত মন-করী ! চল মা গো, চিত্ত স্থির করিবি পূজায় ।
 দেখিস না তারা—তোর জীবনের পথে কি কর্তব্য বেড়া
 ঘেরিয়া রেখেছে তোরে ?
 দেখ্ চেয়ে—সুখ দুখে হুই তোর এক !
 দেখ্ চেয়ে—মিলন বিরহ হুই তোর এক—

দেখ্ চেয়ে—ভাল মন্দ ছই তোর এক,

দেখ্ চেয়ে—এক তোর সংসার স্থান !

[তারার হস্তধারণ পূর্বক প্রস্থান ।

ফুল-চন্দন পাত্রে হস্তে অঙ্গদের বেগে প্রবেশ ।

অঙ্গদ ! বাজিতেছে রণবাজ,

হবে না কি পিতামহ খুল্লতাত রণ ?

এ কথা কেমন বুঝিতে না পারি,

রাম না কি তায় বৈরী গুনি !

যেই রাম অখিলের নাথ,

নামে যার অহল্যা উদ্ধার,

শবরী যাইল স্বর্গলোকে,

সেই রাম পিতার বিনাশে—

আজ না কি ধ'রেছেন শর ?

পুণ্য মোরে কহিল বিস্তারি,

গোপকের হরি রাম—

বাম আজি রে অঙ্গন তোমার পিতার ।

কহিলু ঔঁহায় সেই রাতে অশ্রু করা যায় কি না ?

কহিলেন তিনি—ভক্তগণ রাম রঘুপতি,

জ্ঞানের ধনকে মনের জ্যা করি আকর্ষণ,

চন্দন-তুঙ্গসী ভক্তিবা কর নিঃসেপণ,

ঝাড়া, তাতেই পারিবে স্নেহের জ্বলিতে ।

তাই আমি আজ রামরণে সাজিলাম যুদ্ধের সজ্জায়,
 পুণ্য নিবারিল তায়, কয়—রে অঙ্গদ,
 এত নয় রাম রণ-সাজ,
 নে রে নামাবলী, পর গৌরিক বসন,
 দীন রাম—চায় দীন ভাব,
 সেই দীন ভাবে যারে—দীননাথ দীন দেখে তোরে,
 সহজে বিজয় দেবে। তাই রাম সাজিয়াছি আমি।
 দেখি রাম, তুমি কত বলবান ?
 এই চন্দন তুলসী ভক্তিব্যাণ, দেখি গুণধাম,
 এই শরে দেখি ব্যথা পাও কি না পাও ?
 আশ্রয় স্থাগণ, যাই আজ রামে দ্বিনিবারে।

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

(যুদ্ধস্থল)

অঙ্গদ ও তাহার অনুচরগণের প্রবেশ।

গীত।

অঙ্গদ ও অনুচরগণ। এস রাম মদনমোহন ধনুৰ্দ্ধারি।

দেখ, রণে জিন্তে তোমায় পারি কি হারি।

এলেছি সাধন রণে, নিতে রাম মোক্ষধনে,

জ্ঞান-ধনুকে ভক্তি-বাণে, দেখে তোমায় বনবিহারি।

চন্দন তুলসী দিয়ে, ব্যাধা দিব রাক্ষা পারে,

তাই কি ভক্তের ভয়ে, লুকিয়ে আছ ব্যাধাহারী ॥

অঙ্গদ ও অনুচরগণ । এস রাম, এস রাম, দেখি ভূমি কত বলবান্

বেগে বালীর প্রবেশ ।

বালী । এ কি রে অঙ্গদ ! একি সাজে সেজেছিঁস্ বাপ !

অঙ্গদ । পিতা, রাম না কি আজ খুর্তাত সনে—

আসিবেন রণে তোমার বিনাশ হেতু,

তাই বাবা, সেজেছি এ বেশে—

রাম হৃষীকেশে জিনিতে সমরে ।

বালী । এ নিশ্চয় বাপ, এই সাজে তোর হবে রামে জয়,

কিন্তু ভয় চাঁদ, পিতা তোর হবে না উদ্ধার ।

ক্রোধানল তাঁর হইলে নির্কীর্ণ,

এ পাপীর আর না হইবে জ্ঞান !

সংসার নরকমাঝে আবার ডুবিব,

আবার তুলিব বিষ তাহে—

এক বিশেষে আছি জর জর,

মর মর তারে করিবি আবার ?

রে অঙ্গদ ! তার চেয়ে পুত্র হ'য়ে কর এক কাজ

যেই কালে রামে জয় আবশ্যক হবে,

সেই কালে আমি তোরে করিব আহ্বান,

সেই কালে রামে জয় করি বাধিয়া আনিবি রাখে

প্রতিহিংসা আমি করিব সাধন ।

দেখিস্ ভুলিস্ না চাঁদ, শেষ এই পিতৃ-বাণী তোর ।

[বেগে প্রস্থান ।

অমর । পিতা, শেষ আজ্ঞা শিরোধার্য্য মোর ।

তখন জিনিয়ে কেন বাধিব রামেরে,

এখনি জিনিয়া আমি রামেরে বাধিব,

পিতার আহ্বানে শেষে রামে নিষে দিব ।

দেখি রাম—তুমি কত বলবান্ ?

এস ভাতৃগণ, ভক্তিবাগ্ জুড়ি, দেখি সে মুরারি—

হারে কি না আমাদের রণে !

শকলে । এস রাম—এস রাম !

শীত

ভক্তির চণ্ড বিক্রমে তোমায় দণ্ড দিব হে দণ্ডধারী রাম ।

পূজা পিতৃ আদেশে তোমায় বন্দন করিব ওহে বন্দনহারী রাম ॥

অশ্রুধারে হ'ব অঙ্গ রাম রাম বলে, দেখি কত হও বান,

তোমার দরাল নাম টুটাব সংসারে, যদি নাহি পুরে মনস্কাম ॥

লও রাম সচলন তুলসীর দাম নব দুর্জাদল স্থান,

নমঃ নমঃ সত্যসঙ্গ রামসঙ্গ ৷ লোকবন্দ্য লোকাভিরাম ।

শকলে । এস রাম, এস রাম, দেখি তুমি কত বলবান্ ?

রাম ও লক্ষ্মণের বেগে প্রবেশ ।

রাম । ভক্ত রে, ভক্ত রে, ভক্তির নিকট আমি—

অতি তুচ্ছ কীট, নগণ্য অধম,

ভক্তধন ! তোর কাছে আমি চিরদিন রয়েছি নিস্তেজ,
রণ তার কেন মিছে যাহ !

সহজে বিজয় লভ প্রাণাধিক ধন !

আয় কোলে ভক্তশিরোমণি ! (ক্রোড়ে গ্রহণ)

রাম রঘুমণি—

চায় না আর জনক-নন্দিনী সীতা,

লক্ষণ রে, হেন শক্তি পাবো কোথা আর,

হৃদয়ের কুমার চায় রামে ভক্তিগুণে বাঁধিতে সমরে :

দেখ্ ভাই, কোন্ ভাবে সাজি—আজি রণ চায়,

হৃদয়ের কুমার সব !

চাই নারে আর বৈকুণ্ঠের স্মৃথ,

এ রাম ভিক্ষুক থাকুক ভিখারী,

চাই নাই প্রতিজ্ঞা অপন,

চাই নাই মিত্রতা বন্ধন,

ভক্তির বন্ধনে আজি রাম বাঁধা ।

যাব চলে অঙ্গদেবের লয়ে, দেশে দেশে করিব ভ্রমণ,

রে লক্ষণ ! এতদিনে রাম হইল পরম স্মৃথী,

যাও প্রাণপাশি ! যাও দেশে ফিরে তুমি,

যাই আমি যেই দেশে হেন সরলতা,

যেই দেশে হেন শত্রু সহ পরম মিত্রতা,

যেই দেশে ভক্তি লাগি হেন বালকের হাসি,

যেই দেশে রাম সহ বালকের এত ভালবাসাবাসি ।

আয় সব রামভক্ত শিশু, রাম ব'লে চল দেশে দেশে,
বল রাম পরাক্রিত আমাদের ভক্তি-বাণে আজ !

লক্ষণ । (স্বগতঃ) একি হেরি — তক্তাধীন হরি —

বালকের ভক্তিগুণে হ'লেন আবদ্ধ —

এ যে বিচিত্র কাহিনী ।

কি হবে উপায় ?

(জনান্তিকে) দয়াময়, সখর আপনি,

বালী সহ স্ত্রীবের হইতেছে রণ,

নিজ পণ করুন স্মরণ, নয় সতাময় নামে—

কলঙ্ক রটিবে, অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক গাহিবে সবে ।

তুমি নাহি হইলে সহায়,

জীবন সংশয় হবে স্ত্রীবের তব ।

ভাব মনে দাশরথি ! ধরায় জনম

কিসের কারণ প্রভা !

রাম । রে লক্ষণ ! বাকপটুতায় চিরদিন ভাল জানি তোরে,

তাই বুঝাইতে চাস আজি রামে তুই !

ধরায় জনম কিসের কারণ আরে রে অবোধ,

কিসে তুই বোধ দিবি তার ।

ভক্তই আমার সংসার সম্বন্ধ !

শুধু ভক্তিতরে ভবে আসি আমি,

ভক্ত মোর প্রাণ, ভক্ত মোর দেহ,

ভক্ত মোর নহনের মণি,

ভক্তি যথা পাই, থাকি সেই ঠাই,
চণ্ডাল হউক কিম্বা দেবতা সে জন,
সকলি উত্তম মোর।

নাই তার প্রতি কোনদিন ঘৃণা,
ভক্তি বিনা চাই না সম্পদ, ঐশ্বর্য্য বিভিন্ন,
ভক্তিযোগে ক্ষুদ্র কণা অমৃত সমান।

লক্ষণ। ভক্তাধীন তুমি রাম, জ্ঞানি চিরদিন,
ভক্তহেতু যুগে যুগে হও অবতার।
কিন্তু প্রভু—ভক্তও ত স্নগ্ধীব তোমার,
তবে কোন্ দোষে এত হে বিমুখ তারে ?
একের কারণে অন্তরে করিলে দোষী,
পক্ষপাতী রাম বলি ঘোষিবে ত্রিলোকে।

রাম। কারও কথা না শুনি লক্ষণ আমি—
ভক্তির ভিখারী আমি অহুদিন
অদিতি মা করিল কামনা—
বামন রূপেতে পুরাই কামনা তাঁর।
সৃষ্টির কারণে সৃষ্টিপতি ভূষিলেন মোরে
মৎস্য কূর্ম্ম রূপে ধরিলু ধরণী পিঠে;
প্রহ্লাদের তরে নরসিংহ সাজিলু আপনি,
অজি নর অঙ্গদের তরে
এক নবলীলা করিব প্রকাশ, যার তাতে মিত্রতাবন্ধন,
হয় তাতে জানকী বর্জন,

হয় হোক—যায় যাক,
বাঁধা রব তবু অঙ্গদের কাছে ।
ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়াছে অঙ্গদ আমায়,
যাও ভাই—চলিলাম আমি অঙ্গদে লইয়ে । (গমনোত্ত)
লক্ষণ । (স্বগত) হের হের দেবকুল—মায়াময় পড়িল মায়ায়,
হ'ল না রাবণ বধ আর, নাহি হ'ল লক্ষ্মীর উদ্ধার ।

ঋতপদে দুর্গার প্রবেশ ।

দুর্গা । (রামের কক্ষ হইতে অঙ্গদকে লইয়া)
হে অনন্ত দেব !
আছি আমি মহামায়া শ্রীরামের পিছে পিছে সদা ।
মায়ায় ডুরিতে বাঁধা এ বিশ্ব লক্ষণ !
চিন্তা কি তখন বাহু !
এই রাম ক্রোড় হ'তে অঙ্গদে লইলু আমি,
চিন্তামণি পুনঃ ভুলিলেন পূর্বস্মৃতি সব ।
দেবকার্য্য রামকার্য্য সাধ অবহেলে ।

[অনুচরগণ ও অঙ্গদের প্রস্থান ।

নেপথ্যে—বানরগণ । জয় রাম—জয় রাম—জয় রাম—জয়
সুগ্রীবের জয় ।

নেপথ্যে—বালী । রে সুগ্রীব, এ নিশ্চয় আজ মরিবি মরিবি
তুই !

লক্ষণ। শোন আর্যা, বালীর গর্জন!

রাম। তাই ত লক্ষণ কোথায় আমি?

কে আনিল আমারে এখানে।

লক্ষণ। দেখুন এতু! হর্ষ বালী—মিত্র সূগ্রীবকে ক্লিষ্ট-
ভাবে আক্রমণ ক'রেছ।

রাম। তাই ত লক্ষণ! ঐ যে মিত্র অতিথয় ক্রান্ত হ'য়েও
পাপাত্মকে আমার সম্মুখে আনয়ন ক'রবার জ্ঞাত বিলক্ষণ রূপে
চেষ্টা ক'রচে। চল, শীঘ্র চল ভাই, আমরা আরও একটু অন্তরালে
থাকি গে। দেখিস্ লক্ষণ! দেখিস্ ভাই, আজ যেন আবার ছরাআ
বালী কোনও ক্রমে আমাদের হস্তচ্যুত না হয়। ঐ দেখ ভাই, গজ-
সিংহ যেন মহাসংগ্রামে মত্ত হ'য়ে সমস্ত বনভূমি আলোড়ন
ক'রছে। (বেগে উভয়ের গুপ্তস্থানে অবস্থান)

বালী, সূগ্রীব ও বানরগণের যুদ্ধ

করিতে করিতে প্রবেশ।

বানরগণ। আজ কিঙ্কিরা লগু ভগু হ'য়ে যাক্, সমস্ত
কিঙ্কিরা লগু ভগু হ'য়ে যাক্।

বালী। ভ্রাতৃদ্রোহী হরাচার সূগ্রীব! আজ তোর জীবনের
আশা বিসর্জন দে।

সূগ্রীব। আর না, আর সহ্য হয় না। মিত্র, মিত্র, তোমার
কথিত বাক্য রক্ষা কর। ভীষণ প্রহারে প্রাণবায়ু বহির্গত হ'চ্ছে
ভাই! (ভীষণ যুদ্ধ)

লক্ষণ । আৰ্য্য, শীঘ্র ধনুকে শর যোজনা করুন । মুহূর্ত্ত সময় অতিবাহিত করলে আর মিত্রের প্রাণ রক্ষা ক'রতে পারবেন না ।

রাম । না লক্ষণ, এই সপ্ততাল ভেদী শর আমি নিষ্ক্ষেপ ক'রছি । এইক্ষণেই দুর্কৃত্ত বালী বায়ুতাড়িত কদলী বৃক্ষের স্রাব ভূমিসাৎ হ'চ্ছে দেখ । যাও—জ্বালামুখ শর, রামের কাস্মুক হ'তে বহির্গত হ'য়ে রামকার্য্য সাধন ক'রে এস গে । (বালীর বক্ষে শর নিষ্ক্ষেপ)

হনুমান, জাম্বুবান নল, তার । ঐ, ঐ প্রভু রামজন্মের ডুবন-ধ্বংসী বাণ দুর্কৃত্ত বালীর বক্ষে পতিত হ'ল । জয় রাম—জয় রাম—জয় রাম !

অন্তান্ত বানরগণ । বাপ্ বাপ্—বানররাজ ম'ল রে বানর রাজ ম'ল ।

[বেগে সকলের প্রশ্রয়ান ।

বালী । যাই, যাই—সুগ্রীব, যাই ভাই, এ অন্তিম অবস্থায় শত্রুভাব ভুলে আমার ধর ভাই !

সুগ্রীব । (বালীকে ধারণ পূর্ব্বক) দাদা, দাদা, এই ধরেছি ! অনেক দিন যে তোমার মুখে এমন “ভাই” কথা শুনি নাই দাদা । দাদা, দাদা, তুমি যে আমার সেই দাদা । তোমার সঙ্গে আমার কি শত্রুভাব ছিল দাদা ! একি ! যে বক্ষে বিজয় লক্ষ্মীকৃপণী ইন্দ্র-মালা শোভা পেত, সেই বক্ষে আজ এত শোণিত ধারা কেন ? আমরা এখানে কেন ! আমার দাদা এখানে কেন ? আমি এখানে কেন ? কে আনুলে ? কে রে—কোন অদূরদর্শী আমার দাদার

বুকে গুপ্তভাবে একরূপ ভাবে শরাসাত ক'রলি ? দাদা, দাদা, আকি
যে স্বপ্ন দেখছি দাদা !

বাণী । ভাই সুগ্রীব, ব্যাকুল হ'ও না ভাই, পরস্পর কন্দ
কলের এই পরিণতি ! অতীত ঘটনা যা হবার হ'য়েছে, কিন্তু ভাই
আমার ভাই, আর আমি তোরা ভাই । এমন অকৃত্রিম সৌহৃদ্য,
এমন স্বভাবসিদ্ধ মিত্রতা এ ধরণীধামে সুদুর্লভ । ভাই বলি
ভাই রে ! এই সময় একবার প্রাণপুল্ল অঙ্গদকে ডাক । সে সেই
গুপ্তঘাতী রামকে আমার নিকট বন্ধন ক'রে ল'য়ে আনুক । আমি
ত জন্মের মত চলেম, কিন্তু বাবার সময় সেই কপট অধাৰ্ম্মিক
রামকে একবার আমার দেখা চাই । তুই তার সঙ্গে মিত্রতা
করেছিল, সুতরাং তাকে ত তুই আর কিছু ব'লতে পারবি না
ভাই ! ভাই, অঙ্গদকে ডেকে তুই আমাকে রামকে দেখা । অঙ্গদ,
বাপ আমার, কোথায় তুই ? পূর্ব অঙ্গীকৃত বাক্য প্রতিপালনের
স্বাধোপমুহূর্ত যে উপস্থিত হ'য়েছে বাপ !

অনুচরগণ সহ অঙ্গদের দ্রুতপদে প্রবেশ ।

অঙ্গদ । এই ত এসেছি বাবা, এই ত এসেছি,
একি গো ! কেন গো হৃদয়ে বয় শোণিতের ধারা ?
কে করিল হেন কাজ কঠিন নিষ্ঠুর ?
নাই কি হৃদয়ে তার দয়ামায়া স্নেহ,
যে পারিল হেন বুকে বসাইতে বাণ ?

বাণী । তোরা সেই রাম ওরে তোরা সেই রাম

যে রাম জিনিতে যাহু আছ আগুয়ান ।
যুদ্ধে আসিবার কালে যে কথা আসিছু ব'লে,
সেই রামে স্বরা আনু করিয়া বন্ধন ।

অঙ্গদ । নিশ্চয় জিনিব রামে ভক্তি-যুদ্ধে আজ,
এই ত জিনিয়াছিহু নিল কোলে মোরে,
কেঁদে কেঁদে হইল পাগল ! পিতা—
নিষেধে তোমার তখন শ্রীরামে নাহি করিছু বন্ধন,
তা না হ'লে কোণে না নন্দন রামে—
বাঁধিতে গো লাগে কতক্ষণ ?

সুগ্রীব । কয় কি পাগল, শ্রীরামে বাঁধিতে চায় হাসিতে হাসিতে !
হাঁ অঙ্গদ ! কেননে বাঁধিবে রামে জগৎ-ঈশ্বরে ?
সে বন্ধনের বল কোন্ উপাদান—
সে কিরে তোর লৌহের শৃঙ্খল ?

অঙ্গদ । নয় কাকা, লৌহের শৃঙ্খল,
প্রেমের শৃঙ্খল তার নাম ।
অলি যথা করে ভেদ কঠোর তরণী,
কোমল কমল নারের ভেদ করিবারে,
সেইরূপ রামের স্বভাব,
সেই ভাবে আমি আজ বাঁধিব রামেরে ।
কোথা রাম—কোথা রান তুমি—
অই যে হে গুপ্ত ভাবে অই কমললোচন,
এস রামধন, কণকাল আগে পরাজয় করেছ স্বীকার,

এবে তবে দাও বাঁধা ওহে চিন্তামণি !
 পিতার বাসনা আমি করি হে পূরণ ।
 চল্‌ রামে বাঁধি আয়, প্রাণ সখাগণ ।

গীত ।

বাঁধি ত বাঁধিল তোমায় ক'রে পাতাল-দ্বারী,
 তবে কেন, বাঁধা আমার দিবে না দয়াময় ।
 অজামিল বাঁধিল তোমায় ভক্তির শিকলে,
 বৈকুণ্ঠে পাঠালে তারে দিহে হে অভয় ।
 প্রহ্লাদ বাঁধিল তোমায় হরি হরি ব'লে,
 যশোদা বাঁধিল তোমায় ননীচোরা ব'লে,
 রাখাল বাঁধিল তোমায় দিয়ে এঁটো ফলে,
 তুমি যে হে ভালবাস তাই বাঁধা থাক রাধা পায় । (শ্রীরামকে বন্দন)

রাম । রে লক্ষ্মণ ! এর চেয়ে স্বর্গ-সুখ অধিক কি ভাই !
 কোন্‌ স্বর্গে ভক্তির এ সুখাফল মিলে রে মাণিক !
 অঙ্গদ রে, চল ধন, কোন্‌ বাজা তোর করিবি পূরণ—
 তাই কর প্রাণাধিক !

অঙ্গদ । এস রাম, পিতার সমীপে ।

(বালীর সম্মুখে শ্রীরামকে লইয়া দণ্ডায়মান)

হনুমান । (স্বগত) হায় মহারাজ,
 শ্রীরামেরে বাঁধিল অঙ্গদ ?
 এর চেয়ে আর কিবা পরিতাপ,
 হেন দৃষ্ট হনুমানে দেখিতে হইল হায়,

কি বলিবে রাজভক্তি হেতু—

রয়েছি নীরবে আমি ।

নতুবা রে—জীবের বন্ধন যিনি করেন মোচন,

হেন রামে বন্ধন করিতে পারে—বালক অঙ্গদ ?

অহো না—না অঙ্গদ যে ভক্তির আধার,

ভক্তাধীন রাম—

ভক্তি-রজ্জু পেয়ে—আপনি দেছেন বাঁধা ।

বন্ধ মূঢ় জীব আমি, তাই ভ্রমি সংশয়ে ।

অঙ্গদ । এই পিতা, এনেছি শ্রীরামে ।

সুগ্রীব । এস সখা, এস, দেখ, আমার ভ্রাতার কি অবস্থা হ'য়েছে দেখ ! হা রাম, ক'রেছ কি ? আমি নয় বানর, পশু, আমার হিতাহিত জ্ঞান নাই । কিঙ্করাম, তুমি ত জ্ঞানময়, তুমি কেন আমার কথায় আমার পরমারাধ্য ভ্রাতার বধ ক'রলে ?

বালী । (স্বগত) আ মরি মরি, কি রূপ রে ! রূপে যে ভুবন ভুলিয়ে দেয় । (প্রকাশ্যে) বল, তুমিই কি রাম ?

লক্ষ্মণ । হাঁ, উনিই সেই যোগীর রাম, ভোগীর রাম, পাপীর আরাম, সংসারের শান্তিরাম !

বালী । আর তুমি ?

লক্ষ্মণ । আমি ঐ শ্রীরামের সেবক, অনুগত দাস, নাম লক্ষ্মণ ।

বালী । বলি—তাহ'লে ইনিই কি সেই বিগ্ৰহ রঘুবংশীয় পুণ্যশ্লোক পবিত্রচেতা মহাত্মা দশবদন অঙ্গ রাম ?

লক্ষণ। হাঁ, উনিই সেই দাশরথী রাম, পবিত্র রঘুবংশে জন্ম গ্রহণ ক'রে রঘুকুলকে আরও উজ্জ্বল ক'রেছেন। উনিই সেই সত্যসন্ধ রাম। যে রাম—পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য যাবতীয় বিলাস ঐশ্বর্য ত্যাগ ক'রে দীনভাবে বনবাদী হ'য়েছেন, উনিই সেই সর্ব গুণাবিত্ত বিশ্রাম রাম, যে রাম—বালাকালে মহর্ষি বিশ্বামিত্রের আজ্ঞানুসারে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞবিঘ্নকারী অত্যাচারী নিশাচরগণকে হত্যা ক'রে তাঁহাদের তপোবিঘ্নতা নিবারণ ক'রে-
ছিলেন, ইনিই সেই রাম।

বালী। আর কেন লক্ষণ! নিরস্ত হও। বুঝেছি, তাহ'লে ইনিই সেই—আমার গুপ্তভাবে প্রাণঘাতী পাপাচারী কপটী নিরস্ত-পাপপরায়ণ রঘুকুলের পাংশুল স্বরূপ মহারাজ দশরথের ত্যজ্য পুত্র রাম? স্ত্রীষ, তোমার মিত্রকে কোন উচ্চস্থান দান কর। কারণ আর আমি উচ্চ মুণ্ডে—অধিকক্ষণ স্থির থাকতে পারছি না ভাই! (স্বগত) রামকে কোন উচ্চ স্থানে না রাখলে রামের চরণ হুখানি হুতুকালে দর্শন ক'রতে পাব কেন? (প্রকাশ্যে) অগদ! এবার রামের বন্ধন মোচন ক'রে দাও। (স্বগত) বন্ধনহরী রামকে বন্ধন ক'রে রাখলে আমার ভব-বন্ধন মোচন ক'রবে কে? (প্রকাশ্যে) ব'স, রাম, ব'স।

রাম। (স্বগত) কঠোরতায় কোমলতা এরই নাম, হলাহলে অমৃত একেই বলে। বানীর—এখন দিব্যচক্ষু প্রস্কুটিত হ'য়েছে। কিন্তু মুখে হর্ষাক্য, অন্তরে পরম ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছে। প্রিয় ভক্ত, তোমার বাসনাই পূর্ণ কর। (প্রকাশ্যে) বানররাজ

বাগি, আচ্ছা উক্ত স্থানে উপবেশন ক'রলেম, এখন তোমার বক্তব্য কি, তাই ব্যক্ত কর ।

বাণী । আমার বক্তব্য কি রাম ! আমরা দুই ভ্রাতায় যুদ্ধে ব্যাপৃত হ'লে—তোমার আগায় গুপ্তভাবে শর নিক্ষেপ ক'রে হত্যা ক'রবার কারণ—কি হ'ল রাম ? আমি ত সসাগরা ধরার একচ্ছত্রাধিপতি রঘুবংশীয় রাজগণের একজন অধীন প্রজা ; সুতরাং রাম, আমি তোমারও একজন অনুগত । অনুগত আশ্রিত স্ত্রীবেশ প্রতি এইরূপ দণ্ড প্রদান—এই কি মহাত্মা দশরথের ঔরসজাত পুত্রের কর্তব্য ? হা রাম—আমার জ্ঞান ছিল, তুমি যখন পবিত্র রাজবংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছ, তখন - নিশ্চয় তোমাতে দয়া-ধর্মাদি বিবিধ সদগুণই বর্তমান । এই বিশ্বাসে অন্ধ হ'য়েই আমি সাম্বী পত্নী তারার কথা উপেক্ষা ক'রে সূত্রীবেশ সহিত যুদ্ধ ক'রতে এসেছিলাম । আমি জানিতাম—আমরা উভয়ে সময়ে প্রমত্ত হ'লে তুমি কদাচ আমার বিরুদ্ধে আমাকে অন্ত্রাঘাত ক'রবে না । কারণ আমি জ্ঞানকৃত কখনও তোমার কোনও অনিষ্টাচরণ বা কোনও অবমাননা, তোমার রাজ্যে কি নগরে কিছু মাত্র পাপাচরণ বা তোমার সহিত কথনও কোথাও যুদ্ধ করি নাই । এমন কি আমার মাংসও তোমার অতক্ষ্য । তখন তোমার সহিত আমার বিরোধ হবার সম্ভাবনা কি ? আমরা কলমূলভোজী বনের বানর, আর তুমি ধর্মবান্ বেদবিদ রাজকুলশেখর রঘুকুলের বংশধর । তখন ত ভাবি না রাম, তুমি ধার্মিকবেশধারী পাপাচারী ভ্রাতাছাদিত অগ্নির স্তায় আত্মতাব গোপন ক'রে অহিতকারী

রাক্ষসের জায় এই বনমধ্যে বিচরণ ক'রচ ? তখন ত ভাবি না
রাম—তুমি ক্ষত্রধর্ম্মে আস্থা-শূন্য, স্বার্থপর ক্রোধস্বভাব অনবস্থিত-
চিত্ত, রাজব্যবহারের বিপরীতচাচারী—কেবল ধনুর্ক্ষাণ-ধারী ?

লক্ষ্মণ । মুমূর্ষু বানর, এখনও অধরোষ্ঠ সংযত কর, নতুবা
রঘুকুলের অকলঙ্কশশী রামচন্দ্রের নিন্দাবাদের সঙ্গে সঙ্গে তোর
অবশিষ্ট নিকীর্ণোন্মুখ পরমায়ু-প্রদীপ একেবারে নিকীর্ণিত হবে ।

রাম । লক্ষ্মণ ! ক্রুদ্ধ হ'ল্লে ভাই । বাথায় বাথিত বানররাজ
বালীকে—তার হৃদয়ের কথা ব'লতে দাও ।

বালী । ব'লব কি রাম, ব'লবার আর কি আছে ? ব'লবার
তুমি আর কি রেখেছ ? তুমি—যে উদ্দেশ্যে সূগ্রীবের সহায়তা
লাভের দ্বারা আমার বিনা দোষে একুপ ভাবে—বধ ক'রলে, যদি
সেই কথা একবার আমার ব'লতে, তাহ'লে একদিনেই যে আমি
তোমার সীতাকে আনয়ন ক'রে দিতে পারতাম । তুমি
যদি আমার আদেশ ক'রতে রাম, যে আমার ভার্যাপহারী
দুঃখী রাবণকে বখোচিত শিক্ষা দান কর, তাহ'লে আমি
যে পাপময় রাবণকে বিনা যুদ্ধে তার জীবিতাবস্থাতেই
গলদেশে রজ্জু বন্ধন ক'রে পাছকা প্রহার করতে করতে সীতা-
দেবী সহ তোমার সমীপে আনয়ন করতে পারতাম । সেই
মিথিলারাজনন্দিনী সীতা সমুদ্রেই থাকুন বা পাতালেই থাকুন,
সেই খান হ'তেই তাঁকে আমি উদ্ধার ক'রতে পারতাম । কিছা
রাম, যদি তুমি আমার সহিত সম্মুখ বন্ধ প্রার্থনা করতে, তাহ'লে
দেখতে রাম, আজ এই বালী-হস্তে কি তোমার দুর্গতি ভোগ

ক'ৰ্ত্তে হ'ত ! তা ত হ'ল না ৰাম, তা ত আৰ হ'ল না । কেবল
হাবাৰ মধ্যে নিৰপৰাধ-বাণী-হত্যা হ'ল । আৰ তোমাৰ বিজ্ঞান
অকলঙ্ক নামেই ছুৰণণেয় কলঙ্কেৰ কালি পড়ল । যাক, যুগ্ম
জ্ঞান আৰ 'আমাৰ দুঃখ নাই । কাৰণ দেহিগণ স্বাভাবিক নিয়ম
বশতঃই কাণ কৰ্ত্তক দেহ হ'তে বিয়োজিত হয়, তখন সেই দেহ
বিয়োগে আৰ আমাৰ দুঃখ কি ৰাম ! তবে তুমি যদি মনে ক'ব
থাক, যে আমি আমাৰ উপযুক্ত কাৰ্য্য ক'ৰেছি, তাহ'লে আমাৰ
প্ৰশ্নেৰ প্ৰকৃত উত্তৰ দান কৰে—এই সংসাৰে তোমাৰ বাণীবধেৰ
কলঙ্কেৰ কালি দূৰ কৰ' ৰাম !

ৰাম । বানৱৰাজ, তোমাৰ প্ৰশ্নেৰ প্ৰকৃত উত্তৰ দান ক'ব
বৈ কি । তুমিই ত ব'লেছ যে, বৰ্ত্তমান কালে ইক্ষ্বাকু-বংশীয়
ৰাজাই ধৰণীৰ একচ্ছত্ৰাধিপতি সম্ৰাট, সুতৰাং তাঁদেৰ অধিকাংশ
মনুষ্য, মৃগ ও পক্ষী প্ৰভৃতি সকল জীবেৰ প্ৰতিই—তাঁরা নিগ্ৰহ
বা অনুগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিতে পাৱেন ! বৰ্ত্তমানকালে সৰলচিত্ত, সত্য-
নিৰত ভৱত এই পৃথিবীৰ ৰাজ্য, ছুটেৰ প্ৰতি দণ্ড ও শিষ্টেৰ প্ৰতি
অনুগ্ৰহ প্ৰকাশ পূৰ্ণক যথাবিহিতভাবে—তিনি ৰাজ্য শাসন
ক'ৰছেন । সুতৰাং তাঁৰ ৰাজ্যে ধৰ্ম্মবিকৃত কাৰ্য্য হওয়া নিতান্ত
অসম্ভৱ । তুমি সেই ৰাজ্যে বহুবিধ ধৰ্ম্মবিকৃত কাৰ্য্য ক'ৰে ইক্ষ্বাকু-
বংশীয় ৰাজাৰ নিকট অপৰাধী হ'য়েছ, সেই অপৰাধেই আমি এই
উপযুক্ত দণ্ড প্ৰদান ক'ৰেছি বাণী !

বাণী । বুলেমে । কিন্তু ৰাম তুমি ত এখন ৰাজ্যচ্যুত বনবাসী,
সুতৰাং তুমি সেই ৰাজ্যে দেবাৰ কৰ্ত্তা কি ?

হাম । আমি এবং অত্যানা অনেক রাজাই সেই ধার্মিক
 নরপতিশ্রেষ্ঠ ভরতের আদেশ ক্রমে ধর্ম প্রচারে অভিনাষী হ'য়ে
 ভারত মধ্যে বিচরণ ক'রছি । আমরা মহারাজ ভরতের আদেশা-
 লুসারেই আপনারা স্বধর্মে থেকে ধর্মচ্যুত ব্যক্তিকে যথাবিহিত
 দণ্ড প্রদান ক'রে থাকি । তুমি রাজার কর্তব্য ধর্মপথ হ'তে বহি-
 স্কৃত ও কদাচারী হ'য়ে নিতান্ত নিমিত কার্ণের অনুষ্ঠান ক'রে-
 ছিলে । চপলচিত্ত বালি, তুমি চিরদিনেই অন্ধের স্তায় কন্দের
 পরিচালনা—ধর্মের নিগূঢ় মর্ম বুঝবার চেষ্টা কর নাই । কেবল-
 মাত্র অজ্ঞানরূপে আমায় দোষারোপ করছ । এখন শোন, যে
 কারণে আমি তোমায় সংহার ক'রেছি, তার প্রকৃত কারণ আমি
 তোমায় বলি শোন । তুমি সনাতন ধর্ম ত্যাগ ক'রে—কনিষ্ঠ
 ভ্রাতার পত্নীতে অভিগমন ক'রেছিলে । কপিবর ! এই মহাত্মা
 সূতী—তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সূতরাং এর পত্নী উমা পুত্রবধূ-
 তুল্যা । তুমি সেই উমাতে উপগত হ'য়ে—নিতান্ত ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র
 সনাতনধর্মব্রষ্ট পাপাচারী । সূতরাং আমি তোমায় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-
 স্তাৰ্ঘ্যগমনের মহা অপরাধে একপ দণ্ড প্রদান ক'রেছি । কপিবর,
 তুমি লৌকিকাচারপরিভ্যাগী, লোক-বিরোধী, সূতরাং আমি
 তোমার স্তায় লোকের একপ প্রাণদণ্ড ভিন্ন অস্ত্র দণ্ড উপযুক্ত
 বিবেচনা করি নাই এবং ইহা আমার নিজের ব্যবস্থা নয় ; যে ব্যক্তি
 কামবশতঃ সহোদরা ভগিনী বা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃ-ভায়াতে গমন করে,
 দশই তার প্রকৃত দণ্ড, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের অতিমত । আমি বিত্তহীন
 ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, সূতরাং আমি—তোমার এ পাপে

কথা শু ক'রতে পারি না। ভরত পৃথিবীপতি, আমরা, আর
আদেশানুবর্তী এবং তুমি পরম অধ্যক্ষাচারী, সুতরাং আমি
তোমাকে কিরূপে উপেক্ষা ক'রতে পারি? আর বানররাজ, তুমি
তোমার জানা আবশ্যক যে পাপাচারী ব্যক্তি রাজ্যদণ্ডে দণ্ডিত
হোক বা মুক্ত হোক, তারা পাপ হ'তে মুক্ত হ'তে পারে, কিন্তু
রাজ্য যদি প্রকৃত বধ্য অপরাধীকে উপেক্ষা করেন, তিনিও মরণ
পাপে জড়িত হন। ইহাও প্রজাপতি মমুর উক্তি।

বালী। বেশ রাম, বুঝতে পারলেম, আমার ভ্রাতৃ মহাপ্রাণের
বধ হওয়া আবশ্যক, তাই তুমি আমায় বধ ক'রেছ। “তুমি যে
বিনা দোষে আমার বধ ক'রেছ” এ কথা আর আমি বিন্দুবিন্দু
বলতে চাই না, তবে—একটি কথা বলব বৈ কি, সন্দেহ যে সকল
কথা পাষণ্ড রেখার মত আঁকা রয়েছে, সেই সকল কথা এখনও
তোমার বলব বৈ কি। বলি রাম, আমি নয় বধের যোগ্য, তাই
তুমি আমার বধ ক'রলে, কিন্তু গুপ্তভাবে বধ করার নির্দেশ রাম-
চরিত্রে কি কলঙ্ক স্পর্শ ক'রবে না রাম!

রাম। না বালি, তাতেও রাম নিরপরাধ! আমি পূর্বেই
ব'লেছি, আমরা রাজধর্মের বশবর্তী, স্বাধীন নই। বর্ষাক্ত বাণশ
ও মাংসপ্রিয় মানবগণ গুপ্তভাবে হ'ক আর প্রকাশ্য ভাবেই
হ'ক, বিবিধ উপায় দ্বারা যুগ শিকার ক'রে থাকেন। তাতে
তাদের কোনরূপ অন্যায় বা অধর্ম নাই। বালি, তুমি এ যুগে
যুগ না হ'লেও শাখামৃগ, সুতরাং তোমাকে এক্ষণে হত্যা
করায় রামের কিছুমাত্র গ্লানি বা নিন্দা হওয়া উচিত নয়।

তুমি ধর্ম বিষয়ে অনভিজ্ঞ ও ক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে আমার অপরাধী ক'রলেও সাধুগণ কখনই তোমার বধের জন্ত রামচরিত্রে কলঙ্কারোপ ক'রবেন না, এ বিষয়ে আমার স্থির বিশ্বাস আছে।

বালী। ক্ষমা কর রাম, ক্ষমা কর! নারায়ণ, হৃদয় দেখ, হৃদয় দেখ। আমার ত্রাণ জড়ুয়া জীব এইরূপে তোমার নিফলক চরিত্রে ভবিষ্যতে দোষারোপ ক'রতে পারে ব'লেই সেই কলঙ্ক দূর ক'রবার জন্ত আমি এইরূপ তর্ক বিতর্ক ক'রছিলাম। ক্ষমা কর রাম, ক্ষমা কর। জগৎবাদী রে আর তোরা কেউ ছুরাআ বালীবধে নির্মূল পানচরিত্রে বুঝা দোষারোপ ক'রে পুণ্যক্ষয় ক'রিস্ নে। বালী, এক অন্তিমকালে তার নিজ দ্রুতি প্রায়শ্চিত্তের জন্ত নিজ মুখে সে “রামের অবশ্য বধ্য।” এ কথা স্বীকার ক'রে যাচ্ছে! আমার সমান মহাপাপীরা মৃত্যু ভিন্ন যে আর দ্বিতীয় শাস্তি নাই, তা আমি নিজ মুখেই বলছি, রাম—পূর্ণব্রহ্ম! তোমাতে কি কখন কলঙ্ক থাকতে পারে? ভূতভবিষ্যতদর্শী প্রভু! এতদিনের পর দয়া হ'ল? তবে এই দয়া রেখ' রাম, এখন আমার ভার তোমায় দিয়ে আমি হাসতে হাসতে তোমার নিত্য স্থান অধিকার ক'রতে চ'ল্লেম।

গীত।

এখন হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে,

চলিসু হে রাম তোমার শাস্তিময় নিকেতনে।

স্বরায় তার ধর হে ভাৱহারি, নৈলে দুর্ভার জীবনভার সৈতে নারিব জীবনে।

দয়ার তরণী তুমি হে শ্রীরাম হ'য়েছ হে কর্ণধার,

পার কর পার কর রাম, নৈলে সম্ভরণে হ'ব পার,

যখন তোমায় পেয়েছি সম্মুখে তখন কি ভাবনা আর,
তুমি হে ঐহিকের হ'লে দণ্ডদাতা, পারত্রিকে দিতে স্থান চরণে।

বালী। ভাই স্মগ্রীব, আর কেন, প্রভু রামের পাদপদ্মের নিকট
আমায় শয়ন করাও। বাবা! অঙ্গদ! আর কেন, তোমার ভক্তিবাদে
পরাজিত রামকে আমার সম্মুখে দাঁড়াতে বল। সকলে জয় রাম
জয় রাম বল! স্মগ্রীব আর কেন ভাই! এইবার সময় হ'য়ে
আসছে না? কে রোদন করে শোন! (স্মগ্রীব সাহায্যে বাগীর
শয়ন)

সকলে। জয় রাম—জয় রাম।

স্মগ্রীব। আৰ্য্য! এত জ্ঞান তোমার, এত ধর্মবুদ্ধি তোমার
তবে তুমি কেন এতদিন দাদা, ভ্রাতৃদ্বন্দ্বাদি ৩ অগ্নির ত্রায় সংসারে
কালহরণ কর'ছিলেন! মিত্র! মিত্র! কি হ'ল! আমি যে চতুর্দিক
অন্ধকার দেখছি! অঙ্গদ! বাপ রে! কি হ'ল! আৰ্য্য যে কেমন
হ'য়ে পড়লেন? কে—অই? কার রোদন? সতী তারার নয়?
দেবী তারার নয়? মেঘনিম্মূলক সৌদামিনীর নয়?

রাম। মিত্র! এ যে—সাক্ষাৎ পাবকরূপিণী মহাদেবী!

লক্ষ্মণ। আৰ্য্য! পবিত্র তামসী জাহ্নবী যেন গৌমুখীবিনিঃসৃত
হ'য়ে ভূতলে পতিতা হ'ছেন!

বানরগণ। উঃ, মায়ের কি অদ্ভুত দীপ্তি! চোখ যেন ঝলসে
যাচ্ছে!

বেগে তারার প্রবেশ।

তার। কৈ—কৈ—অনন্তরূপ কৈ! আমার ধ্যানের অনন্ত
সৌন্দর্য্য কৈ কোথায় তুমি বিকসিত রয়েছ? একি ধূসর

কেন ? পতিদেবতা নারীর হৃদয়-শয্যা -থাকতে ধূলার পতিত
 কেন ? মহাবাহো ? কোথায় চ'লেছ ? এমন রমণীয় পুরী
 কিঙ্কিানগরী থাকতে আবার কোন্ রমণীয় পুরী অধিকার করতে
 আশা নাথ ! দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ ! সেখানে তা আছে কি ?
 সেখানে তোমার স্নেহের অঙ্গ আছে কি ? তবে কোন্ সুখ-
 আশায় যাবে নাথ ! তারা তোমার নিকট কোন অপরাধে অপ-
 বধিনী হ'ল প্রভু, যে—তাই তুমি তাকে ত্যাগ ক'রে সুখী হ'তে
 যাচ্ছ ? আমার অঙ্গ যে এখনও বালক, সে বালককে তুমি কি
 প্রবোধ দিয়ে যাচ্ছ ? কিঙ্কিয়ার তোমাগতপ্রাণ প্রজাদিগে কি
 ব'লে গেলে ? হায় প্রভো, কত মহা মহা রথীকে তুমি যে যুদ্ধে
 পরাজিত করেছ ! দিকু বিজয়ে কত দেশ যে জয় ক'রেছ ! তখন
 একি ! রামের একটা বাণে তুমি অচেতন ! হায় হায়— হায় রে—
 কে আমার এমন সর্বনাশ করলি রে ! কে আমার গুণচন্দের
 অঙ্কন ক'রলি রে ? (স্বগত) বুঝি পার্বেদে না, অমঙ্গলরূপে
 বুঝি একক'রে ধ'রে রাখতে পারলেম না । কে মা মানসি !

মানসীর প্রবেশ ।

মানসী । আমি আছি মা, অস্থির হৃদিস্ কেন ? ভক্তিরূপিণী,
 শীঘ্র কণ্ঠ ত'তে মুক্ত হ'য়ে পড় । এত ক'রে বুঝাই মা, তবু
 বুঝতে পারিস্ না ।

[প্রস্থান ।

তারার । বুঝেছি মা, যাও আমি ঠিক আছি । কে কোথায়,
 সেই রাম—আমার স্বামিহস্তা কোথায় দেখাও ?

রাম। দেবি, দেবি, এই আমি। সতি! অমৃতপ্তা হও না, তোমার স্বামী পাপমুক্ত হ'য়ে বৈকুণ্ঠে চলেছেন।

তারা। বৈকুণ্ঠনাথ! এত যদি তোমার দয়া, তাহ'লে যাকে তুমি বৈকুণ্ঠে পাঠাচ্ছ, তার অর্ককায়া তারাকে কেন আর ইহ জগতে বেধেছ? ধর, ধর, ধনুকধারী রাম, তোমার ধনুকধারী ধারণ কর, তারাকে বদ্ধ কর। কি পারবে না? মায়াময়! তোমার এ ত মায়া নয়, তোমার যে এ নিষ্ঠুরতা! তাই রাম, যার জন্য এক রমণীকে দুঃখের পাণারে ভাসিয়ে, সেট রমণী সীতা! হ'তে তুমি কখনই জগতে সুখী হবে না। আমি যদি সত্যী হই, তারা যদি সত্যী হয়, তাহ'লে ছেন রাম, তুমি যেমন আমার স্বামীকে হত্যা করলে, তেমনি আমার কুমার অঙ্গদ তোমার পরজনে তোমার এইভাবে হত্যা করবে!

বালী। কর কি, কর কি তারা! ক'লে কি, ক'লে কি? কারে অভিলাপ দিচ্ছ?

তারা। তার নাথ! তার নাথ? সীতাকে লঙ্কার রাবণে হরণ করলে, আর সেট অপরোধে তুমি কি না নিহত হ'লে? এর চেয়ে আমার আক্ষেপ কি?

বালী। প্রিয়ে! আর স্বামকে কোন কথা বল মা! তুমি কি বলবে তারা, আমি প্রাণের জালায় প্রাণের স্বামকে অনেক কথাই বলেছি, কিন্তু শেষে বড়ট অমৃতপ্ত হ'য়েছি। তুমি স্বীলোক বুঝবে না, আমিই যার অপরাধী, মহাপাতকী! আমার মৃত্যু হওয়াই নিত্য প্রয়োজন! রাম হে, তারা মায়ায় জ্ঞানবুদ্ধি ধীনা অবলা,

তার প্রতি ক্রোধ করবেন না । আর কেন তারা, আমার শেষ হ'য়ে এসেছে ! সূগ্রীব, অভিমানিনী তারাকে তুই দেখিস্ ভাই ! কুমার অঙ্গদকে পুত্রনির্ধীকৃত পালন ক'রিস্ ভাই ! প্রিয়ে তারা, অঙ্গদ, তোমরা সূগ্রীবের বশবর্তী হ'য়ে কার্য্য কর' । চল্লম, কণ্ঠধাস ! অঙ্গদ, রাম রাম বল ! রাম হে, মুক্ত কর ! রাম রাম রাম ! (মৃত্যু) ।

অঙ্গদ । জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম ! একি, জয় রাম, জয় রাম শুন্তে শুন্তে দে বাবাব পদ্য আঁখি মুদ্রিত হ'ল ! বলি হাঁ রাম, এরই নাম কি তোমাকে জয়গাত ?

মানসীর বেগে প্রবেশ ।

মানসী । দেখ্ মা তার সূগ্রীবের দিকে চেয়ে দেখ্, তোর সেই অনন্ত রূপ সেই অনন্ত হুগ্রীবের দেহে বিরাজ ক'রছে কি না দেখ্ । এইবার তোর বত পূর্ণের দিন উপস্থিত । তোর কর্ম্ম শেষ হ'ল ! আগি চল্লম ।

[প্রস্থান ।

সকলে । হায়, হায় সব শেষ হ'ল !

সূগ্রীব । সখা, সখা সব শেষ হ'ল ! সেই ছার প্রতিহিংসা— এই ভ্রাতৃপ্রাণের বিনিময়ে সব শেষ হয়ে গেল !

রাম । সখে ! স্থির হও । যাও মা সতি, এবার বালীর জড়-দেহের সংকার ক'রে তোমার ব্রত তুমি পূর্ণ করগে যাও । প্রিয় হনুমান ! এবার তোমার কার্য্য ! শীঘ্র বানররাজ বালীর দেহ ল'য়ে

সংকার করগে । নৈলে শোকোচ্ছ্বাস-স্রোত আরও প্রবলভাবে প্রবাহিত হ'তে থাকবে ।

হুম্মান । তাই দেখছি প্রভো ! নল যাও, যাও, শীঘ্র চন্দন কাঠের চিতা প্রস্তুত করগে ! আম্মন মহারাজ, আম্মন মহারানি, এস অঙ্গদ, এখন আমরা নদী-পুলিনে বানররাজের পবিত্র দেহ লগ্নে অগ্রসর হই । আর কেন, ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা পূর্ণ হ'য়েছে । জয় রাম, জয় রাম !

সকলে । জয় রাম, জয় রাম ।

[রাম লক্ষ্মণ ভিন্ন সকলের প্রস্থান ।

রাম । লক্ষ্মণ ! চল, আমরা এখন অত্যাচার বানরগণকে ল'য়ে মিত্র সূত্রীবের রাজ্যাভিষেকের সমুদায় আয়োজন করিগে ।

লক্ষ্মণ । যে আজ্ঞা অর্ঘ্য !

[সকলের প্রস্থান ।





কোড়াক

(রাজ-সভা)

লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, তার, অঙ্গদ, হনুমান, নল,
জাম্বুবান, তারা, অন্যান্য বানরগণ ও
বানরীগণের প্রবেশ ।

সুগ্রীব : সুহৃদ লক্ষণ ! কোণা রাম কমললোচন,
লগ্নে চল যোয়ে ! কঠি গয়া তাঁয়ে,
রাজ-সিংহাসনে নাহি প্রয়োজন আর।
অঙ্গদ আমার, ছউক এ কিকিঙ্কার রাজা,
আমি প্রভা হ'য়ে গাঝি এ রাজো তার।
দাদা বিনে রাজ্য-সুখ আর নাহি চায় প্রাণ ।

লক্ষ্মণ : সগে ! এ নহে আর্থের আদেশ ।

তোমার করিতে রাজা আসিগাছি আমি ;
প্রতিজ্ঞার বাধা তিনি বিমাতার কাছে -

রাজপুৰী মাঝে প্ৰবেশ না কৰিবেন—

তাঁৰ বনবাস কাল ।

তাই এই রাজসভামাঝে নাহি আসি —

দ্বুমণি পাঠান আমাৰে,

তোমাৰে কৰিতে রাজা !

ক'ৰ মিত্ৰ, তাঁৰ আদেশ পালন ।

শ্ৰীৰামেৰ পণ ৰক্ষা হউক জগতে ।

বানৰগণ । শ্ৰীৰামেৰ আজ্ঞা অলুখা না কৰ মহাৰাজ !

লক্ষণ । ব'স সখে । সিংহাসন'পৰ । বামে তাৱা সতী—

আৰ ধৰ্মপত্নী উমা তব সিংহাসন কৰুক উজ্জয় !

বানৰগণ । উমা দেবী কোথা ?

ভাৱ । দেখুৱে বানৰীগণ ! উমা দেবী কোথা ?

বানৰগণ । কে আসে ও উন্মাদিনী ?

সুগ্ৰীৱ । ঐ নয় উমা, একি উমা কেন উন্মাদিনী ?

পাগলিনো ভাবে উমাৰ প্ৰবেশ ।

গীত ।

ছ'ও না ছ'ও না, আমায় কোটা ফুল শুকিয়ে পেছি বেথ বা ।

শুকনো ফুলে দেবেৰ পূজা হয় কি কছু জান না । হিঃ হিঃ আমায় ছ'ও না ।

হিঃ হিঃ কি ছ'তে আছে, এ ফুলেৰ সুবাস পেছে, তাই বাই না কান কাছে,

আগন মনে-সই বাতনা । হিঃ হিঃ আমায় ছ'ও না ।

লক্ষণ। (স্বগত) হুয়াআ বালীকর্ক মিত্রপত্নী উমা ধর্মভ্রষ্টা হ'য়েছিলেন ব'লে উন্মাদিনী হ'য়েছেন। এখন ধর্মভ্রষ্ট উমার অনুতাপেই সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'য়েছে। সুতরাং উমাকে সাঙ্ঘনা দিয়ে মিত্রের আদর ভালবাসার অধিকারিনী করা আমার আবশ্যক। (প্রকাশ্যে) মিত্রপত্নী উমে ! শুক ফুলে দেবারাধনা হয় না সত্য, কিন্তু পদ্ম বক প্রভৃতি পুষ্প বিগুহ হ'লেও সে ফুলে দেবারাধনা করা যায় ! তখন তুঁকি সঙ্কুচিত হ'চ্চ কেন ? এস সতি ! আমার আদেশে তুমি তোমার পতি সূগ্রীবের বামে উপবেশন ক'রে, পূর্বের মত সদ্যপ্রফুটিত কুমুমের নাম স্নগন্ধে স্বামীর চিত্ত আকর্ষণ ক'র্বে এস। সখে ! তুমি আমার আদেশে তোমার ধর্মভ্রষ্টা ধর্মপত্নীকে পুনঃ গ্রহণ কর।

সূগ্রীব। এস উমা, যাদের আজ্ঞায় সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হয়, সেই আজ্ঞায় তুমি আমার সেই আদরিণীভাবে আমার বামে উপবেশন ক'র্বে এস। (করগ্রহণ পূর্বক সিংহাসনে গ্রহণ)।

সকলে। জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় প্রভু রামচন্দ্রের জয়, জয় মহারাজ সূগ্রীবের জয় !

গীত

লক্ষণ। গাও রে জগত—গাও রে গাও রে—

জাপানে ধরণী কাপানে মেদিনী গাও রে রাম জয় রাম জয়

সকলে । রাম জয়—রাম জয়—রাম জয়,

যাঁর আদেশে আকাশে সূর্য—চন্দ্র গ্রহ তারা উদয় ॥

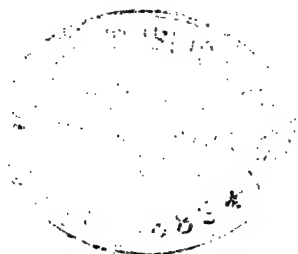
লক্ষ্মণ । জয় জয় রাম যুগ অন্তর—যোগিজন্মনোহারী,

সকলে । ত্রিলোক-পুলক গোলক আশোক পুলকদাতা হরি ।

লক্ষ্মণ । জয় জয় রামরূপ যমগন্ধনমোহনকারী,

সকলে । হরি হে—হরি হে—তুমি সর্বরূপ—তুমি সৃষ্টি স্থিতি মোক্ষ লয়,

জয় রাম জয়, রাম জয়, রাম জয়, রাম জয় ॥



স্বনিকাপতন ।

